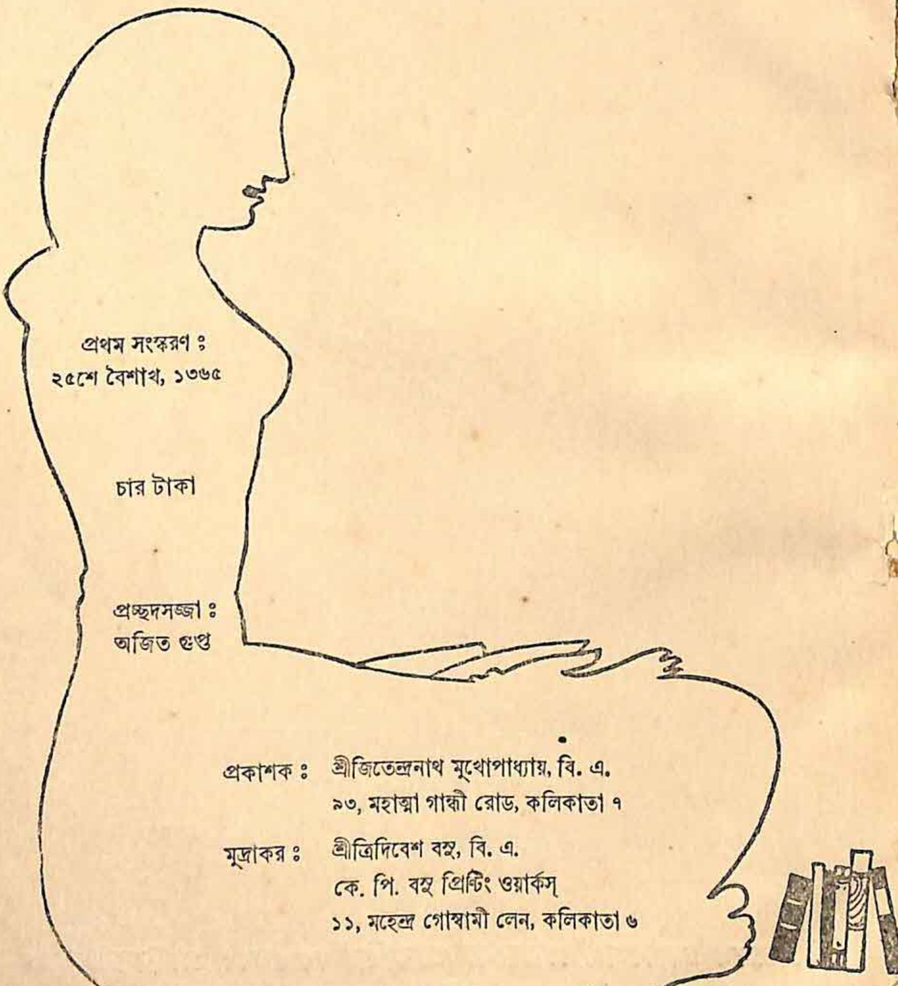
শেষ সওগাত

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭



প্রথম সংস্করণ ঃ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬



ভূমিকা

বাইরের জগতে মাঝে মাঝে যেমন ঝড় ওঠে মানুষের মনের জগতেও তেমনি। এবং ওঠে একই কারণে।

কোথাও কোনো উত্তাপ যখন অস্বাভাবিক ও অসহ্য হয়ে ওঠে তখন ঝটিকার প্রচণ্ডতার ভেতর দিয়েই অন্তর ও বহিপ্রকৃতি তার স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ফিরে পাবার প্রয়াস পায়।

বাংলা দেশের মনে বর্তমান খৃষ্টীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এমনি অস্বাভাবিক উত্তাপই রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক কারণে জমে উঠেছিল। সেই উত্তাপ থেকে যে দুরন্ত বাষ্পবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তার একদিকের প্রকাশ নজরুল ইসলামের মধ্যে মূর্ত।

নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের জগতে ছন্দোময় এক দুরন্ত ঝটিকা-বেগ।

ঝটিকার যা ধর্ম নজরুল ইসলামের কাব্য-প্রতিভার মধ্যে তার সব কিছুই বর্তমান।

উচ্ছৃঙ্খল বাত্যার মতই তা সাহিত্যের আকাশে দেখা দিয়েছে, যা নড়বড়ে তাকে নাড়া দিয়ে ভেঙেছে, যা জীর্ণ তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিগ্বিদিকে দিয়েছে উড়িয়ে আর যেখানে অন্যায় অসত্য শিকড় গেড়ে বসেছে সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনের কণ্ঠরোধ করে', সেখানে আঘাতের পর আঘাতে মূল পর্যন্ত দিয়েছে টলিয়ে।

পূর্বের কিছু কিছু রচনা রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই নজরুল ইসলাম সমস্ত সাহিত্য জগতের কাছে সচকিত স্বীকৃতি যেন সবলে আদায় করে নেন।

কাব্য-বিচারে 'বিদ্রোহী'র মূল্য সকলের কাছে সমান না হ'তে পারে, কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস যে প্রথম এই কবিতার মধ্যে-ই প্রতিবিম্বিত এ কথা কেউ বোধহয় অস্বীকার করবেন না। এ কবিতার বিশৃঙ্খল ছন্দ ও উগ্র উৎকট

উপমা উৎপ্রেক্ষাও যেন সে যুগের অন্তরলোকের নিরুদ্ধ বাষ্পবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত।

'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়েই নজরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সমস্ত জীবন ও কাব্য-সাধনার মধ্যে বিদ্রোহের প্রেরণাই প্রধান হ'লেও শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁকে চিনতে চাইলে তাঁর প্রতি একান্ত অবিচার করা হবে বলে মনে হয়। নজরুল ইসলাম চির-বিদ্রোহী সত্য কিন্তু সে বিদ্রোহের আসল পরিচয় উগ্রউচ্ছ্বাসে নয়। সমস্ত উদ্দাম তরঙ্গ-আন্দোলনের তলায় কোথায় সে বিদ্রোহ যেন গভীর সমুদ্রের মত শান্ত, সমস্ত ঝটিকা-আন্দোলনের ঊর্ধ্বে তুষার-শিখরের মত স্থির।

সমস্ত উন্মত্ত বেগের পেছনে এই প্রসন্ন প্রশান্তি ও স্থৈর্য না থাকলে প্রাকৃতিক ঝটিকার মতই নজরুল ইসলামের নাম বাংলা কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন গৌরব না হয়ে শুধু সাময়িক দুর্যোগের স্মৃতি হয়েই থাকত।

নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা 'শেষ সওগাত' রূপে এই সঙ্কলনে তাঁর অগণন অনুরাগীদের কাছে উপস্থিত করতে পেরে এ গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র



কাজী নজরুল ইসলাম

"স্বাগতং"

স্বাগত মেঘ-চঞ্চল-বর্ষা ছন্দিত চপল নৃত্যের হর্ষে।

মঞ্জুল বিজুরি যৌবন-ছন্দে যেন ও চরণ-নূপুর-রঙ্গে,

মন্দির মুরলি-মোহিত হাতে এস হে বিরহ-নীরস-রাতে

হে প্রিয় শিখি-প্রাণ সহর্ষে॥

জাগো সৈনিক-আত্মা

জাগো সৈনিক-আত্মা ! জাগো রে দুর্ম্মদ যৌবন !
আকাশ পৃথিবী আলোড়ি' আসিছে ভয়াল প্রভঞ্জন।
রক্ত রসনা বিস্ফারি' আসে করাল ভয়ঙ্কর !
অগ্নি উগারি' ওড়ে আগ্নেয়ী জুড়িয়া নীলাম্বর।
এখনো তন্দ্রা নিদ্রা জড়তা ক্লৈব্য গেল না তোর ?
বজ্র দমকে দামিনী চমকে, এল ঘনঘটা ঘোর !
এখনো ঘুমাবে হে অমর মানবাত্মা অন্ধকারে
পরি' দৈন্যের শৃঙ্খল হায় পাতালের কারাগারে !
গরজে কামান, তোপ, গোলাগুলী ছুটিছে দিগ্বিদিকে
জড়াইয়া ধরে প্রিয়াসম সৈনিক সেই বহ্নিকে।
গুলী ও গোলারে প্রিয়ার বুকের মালার ফুলের মত
লইতেছে তুলি' আজ জগতের বীর সৈনিক যত।
জাগো জাগো এদেশের দুর্ব্বার দুরন্ত যৌবন !
আগুনের ফুল-সুরভি এনেছে চৈতালী সমীরণ।
সেই সুরভির নেশায় জেগেছে অঙ্গে অঙ্গে তেজ,
রক্তের রঙে রাঙায় ভুবন ভৈরব রংরেজ !
জাগো অনিদ্র অভয় মুক্ত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ,
তোমাদের পদ-ধ্বনি শুনি' হোক অভিনব উত্থান
পরাধীন শৃঙ্খল-কবলিত পতিত এ ভারতের !
এসো যৌবন রণ-রস-ঘন হাতে লয়ে শমশের !

মৃত্যুর নয়—অমৃতের উৎসবের আমন্ত্রণ
আসিতেছে ঐ রক্ত-রঙীন লিপি লয়ে যে মরণ—
বরণ করিয়া চলো সেই উৎসব-অভিযান-পথে,
মহাশক্তির তুষার গলিয়া ছুটুক প্রবল স্রোতে !
দঙ্গল বাঁধি' এসো ময়দানে করিয়া কুচ্‌কাওয়াজ,
গর্জ্জি' উঠুক বক্ষে রণোন্মত্ত গোলন্দাজ !
রক্তে রক্তে এ কোন্ রুদ্রনটরাজ নাচে নাচে রে !
মৃত্যুরে খুঁজি মধুমাছি, মৃত্যুর মধু কোথা আছে রে !
সাইক্লোন নাচে শিরায় শিরায় মন সেথা চলে ছু'টে
কোথায় বোমার ধূপদানী হ'তে বারুদের ধোঁওয়া উঠে ?
চলো জাগ্রত মানবাত্মা সামরিক সেনাদল,
যথা প্রাণ ঝ'রে-ঝ'রে পড়ে যেন বাদলের ফুলদল !
মাদল বাজিছে কামানের ঐ শোনো মহা-আহ্বান !
জীবনের পথে চলো আর চলো—"অভিযান, অভিযান" !

কেন আপনারে হানি' হেলা ?

বন্ধুরা কহে, "হায় কবি, খেল এ কি নিষ্ঠুর খেলা,
কোন্ অকারণ অভিমানে আপনারে হানো অবহেলা ?"
হাসিয়া কহিনু—"হয়েছে কি ?" বন্ধুরা কহে—"চুলোর ছাই !
আপন সৃষ্টি করিছ নাশ, সেদিকে তোমার দৃষ্টি নাই ?"
আমি কহিলাম—"জানি না ত সৃষ্টি করেছি কিছু আমি,
আমি শুধু জানি, নদীর প্রায় ছুটিয়া চলেছি দিবাযামী !
সাগরের তৃষা লয়ে নদী কেবল সুমুখে ছুটিয়া যায়,
পথে পথে যেতে ঢেউ তাহার কত কথা বলে, কত কি গায় !"

অকারণ কথাগুলিরে তার যদি কেহ বলে, "চমৎকার
মধুচ্ছন্দা কাব্য শ্লোক, বাজে তরঙ্গে সুরবাহার !"
কেউ বলে, "পাগলের প্রলাপ, কোনো মানে নাই ওর কথার,
এ নয় গোলাপ, লিখি-কলাপ, এ শুধু প্রকাশ মূর্খতার !"
শোনে না স্তুতি, নিন্দাবাদ,—উন্মাদ বেগে প্রবল ঢেউ
আগে ছু'টে চলে, কি গান গায় কি কথা কয় সে, বোঝে না কেউ।
জন্ম-শিখর হইতে মোর কোন্ সে অসীম মহাসাগর
টানিয়া আনিল, দিল সে ডাক, তারি পানে ছুটি ছাড়িয়া ঘর !

বন্ধু গো, সুর-স্রষ্টা নই, কবি নই, আমি সাগর জল,
কভু মেঘ হয়ে ঝ'রে পড়ি, কভু নদী হয়ে বহি কেবল।

মৌন উদার হিমালয়ে কভু জ'মে হই হিম-তুষার,
সহসা সে ধ্যান ভাঙে আমার গাঢ় চুম্বনে রাঙা ঊষার !
কেন সারা রাত জেগে কাঁদি, দিনে কাজ করি, হেসে বেড়াই,
আমিই জানি না ! জানি না কি লিখেছি ; কি সুরে কি গান গাই !
পাগলের মত বকি প্রলাপ, কেন যে ভিক্ষা চাই আমি,
হয়ত জানে পরমোন্মাদ পরম-ভিক্ষু মোর স্বামী ।
কেউ বলে, আমি নদীর ঢেউ দুকূলে ফুটাই ফুল-ফসল,
কেউ বলে, আমি কূল ভাঙি ধ্বংস-বিলাসী বন্যা-জল ।
যার যাহা সাধ বলিয়া যায়, আমি মোর পথে তেমনি ধাই,
ওরা কূলে বসে আমারে কয়, "কার সাথে কহ কি কথা ছাই ?
বুঝিতে পারি না, কেন আসি, তোমারে কেন যে ভালোবাসি,
মনে হয়, বিনা প্রয়োজনের তব এ কান্না তব হাসি ।"
আমি কহি, "প্রিয় সাথীরা মোর, ছিনু রং-রেজ্ আসমানে,
যে তূলি আঁকিত রামধনু, বাঁশী বাজিত যে-গুলিস্তানে,
সে বাঁশী সে তূলি কোন্ সে চোর লয়ে গেছে চুরি করিয়া হায় !
আমার মনের ছন্দিতা আর সে নূপুর পরে না পায় ।

রস-প্রমত্ত অশান্ত চলিতেছিলাম রাজ-পথে,
সম্মুখে এল ভিখারিণী মৃত ছেলে-কোলে কোথা হ'তে ।
কহিল, "বিলাসী ! পুত্র মোর, দুধ পায় নাই এক ঝিনুক,
শুকায়ে গিয়াছে অন্নহীন দেখো দেখো এই মায়ের বুক !
মাতৃ-স্তন্য পায় নি সে, দিয়াছে মৃত্যু স্তন্য তায়,
কাফন কেনার পয়সা নাই কি পরায়ে গোরে দিব বাছায় ?"

সাত আসমান যেন হঠাৎ দুলিতে লাগিল ঘোর বেগে,
ঝরিতে লাগিল গ্রহ-তারা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে !
কহিলাম—"মা গো, আমি কবি, দেশে ফিরি না কি রস ঢেলে,
সে রসের কিছু পাও নি কি তুমি আর তব মৃত ছেলে ?"

কহে ভিখারিণী আঁখি-জলে, "রস পান ? সে ত বিলাসীদের !
তেল মাখ তুমি তেলা মাথায়, হায়, কেহ নাই ভিক্ষুকের !"
মরা খোকা লয়ে ভিখারিণী চলে গেল কোন্ পথে সুদূর,
জ্ঞান হ'লে আমি চেয়ে দেখি,—বুকে জাগে গোর মরা শিশুর !
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে বিলাসের বেণু, রাঙা গেলাস,
পাঁশের স্তূপের পাশে পড়ে আতর-দানী ও গোলাব-পাশ !
যেতে যেতে দেখি, মোটরকার ধাক্কা মারিয়া অন্ধে হায়
ছুটে চ'লে গেল চার চাকায়, চার পায়া চ'ড়ে অন্ধ যায় !

বন্ধু বিলাস সৃষ্টি এই আমার কবিতা, আমার গান
অন্ধেরে আলো দিত যদি, অপঘাতে তার যেত না প্রাণ !
যেতে যেতে হেরি বস্তিতে—শুয়ে আছে কারা ভাঙা কাচে ?
গুদাম ঘরের বস্তা, এই বস্তির চেয়ে সুখে আছে !
রূপ দেখিয়াছি কল্পনায় এঁকেছি স্বপ্ন-গুলবাহার,
দেখিনি শ্রীহীন এই মানুষ জীর্ণ হাড্ডি-চামড়া সার !
নগ্ন ক্ষুধিত ছেলে মেয়ে কাঁদায় কাঁদিয়া মায়ের প্রাণ,
শুনিলাম আমি এই প্রথম শিশুর কাঁদনে আল্‌-কোরাণ !
মোর বাণী ছিল রস-লোকের আল্লার বাণী শুনিনু এই,
বিলাসের নেশা গেল টুটে, জেগে দেখি আর সে আমি নেই !

গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরে দেখিয়াছি পায়ে-দলা কাদা-মাখা কুসুম,
বক্ষে লইয়া কাঁদিছে মা, চক্ষে পিতার নাহিক ঘুম!
শিয়রের দীপে তৈল নাই, পীড়িত বালক কাঁদিয়া কয়,
"দেখিতে পাইনা মা তোর মুখ, বাবা কোথা, বড় লাগিছে ভয়!"
মাঠের ফসল, কাজ্‌লা মেঘ স্বপ্নে দেখিছে ঘুমায়ে বাপ,
মর মর পুত্রেরে বাঁচায় মা'র মমতার উষ্ণ তাপ!
জমিদার মহাজন-পাড়ায় মেয়ের বিয়ের বাজে শানাই,
ইহাদের ঘরে বার্লি নাই, ওদের গোয়ালে দুধাল গাই।

আগুন লাগুক রস-লোকে, কতদূরে সেথা কা'রা থাকে?
অভিশাপ দিনু—নামিবে সব এই দুখে শোকে, এই পাঁকে!
প্রায়শ্চিত্ত করি আমি—বন্ধু, আমারে ক'রো ক্ষমা!
বহু ভোগ বহু বিলাস পাপ, প্রভুজি জানেন, আছে জমা!
এই ক্ষুধিত ও ভিক্ষুকের আজীবন পদ-সেবা করি'
প্রায়শ্চিত্ত মোর ভোগের পূর্ণ করিয়া যেন মরি!
ওরা যদি আত্মীয় নহে কেন এ আত্মা কাঁদে আমার?
উহাদের তরে কেন এমন বুকে ওঠে রোদনের জোয়ার?
মুক্তি চাহি না, চাহি না যশ, ভিক্ষার ঝুলি চাহি আমি,
এদেরই লাগিয়া মাগিব ভিখ্‌ দ্বারে দ্বারে কেঁদে দিবাযামী!

নবাগত উৎপাত

মনে পড়ে আজ পলাশীর প্রান্তর—
আসুরিক লোভ কামানের গোলা বারুদ লইয়া যথা
আগুন জ্বালিল স্বাধীন এ বাঙ্‌লায়।
সেই আগুনের লেলিহান শিখা শ্মশানের চিতা সম
আজো জ্বলিতেছে ভারতের বুকে নিষ্ঠুর আক্রোশে।
দুই শতাব্দী নিপীড়িত এই দেশের নর ও নারী
আঁখিজল ঢালি নিভাতে নারিল সেই আগুনের শিখা।
এ কোন করালী রাক্ষুসী তার রক্ত-রসনা মেলি,
মজ্জা অস্থি রক্ত শুষিয়া শক্তি হরিয়া যেন
চল্লিশ কোটি শবের উপরে নাচিছে তাথৈ থৈ!
অক্ষমা অভিশপ্তা শক্তি তামসী ভয়ঙ্করী।

চল্লিশ কোটি নরকঙ্কাল লয়ে এই অকরুণা
যাদুকরী নিশিদিন খেলিতেছে যাদু ও ভেল্কি হায়!
যত যন্ত্রণা পাইয়াছি তত তার ভূত-প্রেত সেনা
হাসিয়া অট্ট-হাসি বিদ্রূপ করেছে শক্তিহীনে!

এ কাহার অভিশাপ সর্পিণী হয়ে জড়াইয়া আছে,
সারা দেহ মন প্রাণ জর জর করি' কাল-কূট বিষে
লয়ে যায় যমলোকে! —হায় যথা গঙ্গা যমুনা বহে—

যথায় অমৃত-মধু-রস-ধারা বর্ষণ হ'ত নিতি,
যে ভারতে ছিল নিত্য শান্তি সাম্য প্রেম ও প্রীতি,
যে ভারতের এই আকাশ হইতে ঝরিত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ
সে আকাশ আজ মলিন হয়েছে বোমা বারুদের ধূমে !
যে দেশে জ্বলিত হোমাগ্নি, সেথা বোমার আগুন এল,
ক্ষুধিত দৈত্য-শক্তি শকুনি হয়ে আজ ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়িয়া বেড়ায় আমাদের পচা গলা মাংসের লোভে।

হে পরম পুরুষোত্তম ! বলো, বলো, আর কত দিন
উদাসীন হয়ে রহিবে ?—তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর
নিদারুণ যাতনায় নিশিদিন করিছে আর্ত্তনাদ !
নিরস্ত্র দেশে লয়ে তব জ্যোতিঃ সুন্দর তরবারি
দুর্ব্বল নিপীড়িতের বন্ধু হইয়া প্রকাশ হও।
বন্দী আত্মা কাঁদে কারাগারে, "দ্বার খোলো, খোলো দ্বার !
পরাধীনতার এই শৃঙ্খল খুলে দাও, খু'লে দাও !
নিপীড়িত যেন নতুন পীড়ার যন্ত্রণা নাহি পায়,
প্রভু হয়ে নয়, বন্ধু হইয়া এসো বন্দীর দেশে।"

বন্ধুরা এসো ফিরে

বন্ধুর পথে চলিব আবার, বন্ধুরা এসো ফিরে
সেই আগেকার নিত্য শুদ্ধ প্রাণ-প্রবাহের তীরে।
প্রিয়ার চেয়েও প্রিয় ছিল মোর তোমাদের ভালবাসা,
আমাদের মাঝে ছিল কত ভালো, কত আলো, কত আশা।
মৃত পুত্রেরে ভুলেছি, ভুলি নি তোমাদের সেই প্রাণ,
আজো মনে হলে বক্ষ বহিয়া নামে রোদনের বান।
তোমাদের কাছে থাকি না, একেলা রাতে মনে পড়ে সব,
নিথর শান্ত আনন্দ-বীণা ক'রে উঠে কলরব!
বহ্নিগিরির উৎপাত সম এসেছিনু আমি কবে,
আজ মনে হয় স্বপ্ন—সে সব কথা কয় কেহ যবে।
চাঁদের মতন স্নিগ্ধ তোমরা মোরে করনিক ভয়,
প্রেম-চন্দনে ক'রেছিলে মোর অগ্নির দাহ ক্ষয়।
মোদের স্মৃতিতে জাগেনি কখনো জাতি-ধর্ম্মের ভেদ,
মানুষে সবার বড় বলিতাম, মানিনি কোরাণ বেদ।
সহসা নিভিল আগুন! অগ্নি-গিরির পাষাণ বুকে
ফাগুনের ফুল ফুটিতে চাহিল অহেতুক কৌতুকে।
ছিল ফাগুনের ফুল কি লুকায়ে আগুনের ফুল্কিতে
দগ্ধ ললাট স্নিগ্ধ হইল নদী জল উল্কিতে!
বহুদিন পরে পথে যেতে যেতে হয়ত হয়েছে দেখা,
মনে হ'ত মোরা হইনু দুজন, আর নহি আমি একা!

ও কথা থাকুক। রাগ করিও না, যদি এই কথা বলি—
আনার-কলির বাগানে কচুরি-পানার কুসুম-কলি
আসিবে ভাসিয়া। বলিতে পার কি, মোর মনে হয় যেন—
শতদল হয়েছিনু যথা, সেথা আজ দলাদলি কেন?
কোন আনন্দ-মৃণালে বদ্ধ ছিনু রস সরসীতে,
সেই আনন্দ হারায়ে, ছড়ায়ে পড়েছি কি ধরণীতে?
যথা নির্ম্মল মধু ছিল, সেথা বিষ ওঠে মাঝে মাঝে,
সেই বিষ লেখা পড়ি, আর বুকে কাঁটার মতন বাজে।
মানুষে মানুষে যে-হিংসা আজ এনেছে অকল্যাণ,
অভাবে পড়িয়া স্বভাব ভুলিব? গাহিব কি তারি গান?
কবি ও শিল্পী হওয়া এই দেশে দুর্ভাগ্যের কথা,
বেণে-মাড়োয়ারী-ভুক্ত এদেশে বাঁচে না মাধবী লতা।
জানি সংবাদপত্রের যাঁরা মালিক, তাঁহারা বেণে
অর্থের লোভে তাঁরাই এ বিদ্বেষ আনিয়াছে টেনে!
তাঁদেরই মেনে চলতে হবে কি? ঐ রাক্ষুসে লোভে
দেশের জাতির অকল্যাণের কারণ হ'ব কি সবে?
আছে দুর্দ্দিন দুর্গতি ঋণ, ভবনে ব্যাধির বাসা,
তারি তরে মোরা ভাঙ্গিয়া দেবো কি ভারতের সাধ আশা?
দশটি লোকের বেড়ে যাবে বাড়ী, ব্যাঙ্কে জমিবে টাকা
ভারত-ললাটে তারি তরে রবে মসী-কলঙ্ক আঁকা
আমাদের লেখা হয়ে? বন্ধু গো অবুঝ চোখের বারি
একথা ভাবিতে, বহে স্রোত সম, কিছুতে রুধিতে নারি।
বন্ধুরা ফিরে এস, আজো দেশে মুষ্টিভিক্ষা মেলে,
এ পাপের ক্ষমা নাই কোটি বার নরক ঘুরিয়া এলে!

দেশের জাতির ক্ষতি ক'রে তবে অন্ন পড়িবে পাতে ?
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা লিখিতে লেখনী কাঁপে না হাতে ?
লইব মাথায়, তোমরা যে পথে চল সে পথের ধূলি,
ক্ষমা কর, এর চেয়ে হও গিয়া রিক্সাওয়ালা কি কুলি !
এই মহা অপরাধ করিও না, আপনারে প্রতারণা
করিয়া, হে সখা, ক্ষুধার অশুচি কদন্ন আনিও না !
অভিশপ্ত এ চাকরির টাকা অভিশাপ আনে ঘরে,
এই অপরাধে শান্তি কখনো পাইবে না ঘরে-পরে !
এই সাত কোটি বাঙালীর ঘরে ঈর্ষ্যা-আগুন জ্বালি,
ভরিবে ভাতের থালা, সভাতলে নেবে মালা করতালি ?
হে সখা, তোমরা জান, এ জীবনে বহু যশ আর মালা
পেয়েছি,—এ বুকে বিষের মতন আজো করে তাহা জ্বালা !
কেবলি আত্ম-প্রতিষ্ঠা চাহে ভারতের নেতা যত,
উহাদেরি লোভে হতেছে দেশের কল্যাণ অপগত !

ফিরে এসো সেই অতীত দিনের বন্ধুরা, পায়ে ধরি,
এর চেয়ে, এস সহজ মৃত্যু-পথ ধ'রে মোরা মরি !
পলাতক ছিনু, ধরিয়া এনেছে নবযুগ পুনঃ মোরে,
তোমরা না এলে নবযুগ পুনঃ আসিবে কেমন করে ?
সখা, তোমাদের সখ্য সাক্ষী ! নেতা হইবার নেশা
কোনদিন জাগে নাই এ জীবনে, এ নহে আমার পেশা।
পূর্ণের তৃষা ছাড়া সবকিছু নিয়েছেন কেড়ে "তিনি"
—যাঁর ইচ্ছায় আমারে তাঁহার "ইচ্ছা" বলিয়া চিনি।

তবু আসিলাম, তবু ভাসিলাম আবার কর্ম্ম-পথে,
পরম পূর্ণ তিনিই সারথি হউন আমার রথে।
একার মুক্তি চাহিতে আমারে দেয়নি ইচ্ছা তাঁর,—
পরম শূন্য হইতে ধূলিতে নামি তাই বারবার।
কিছুতেই যেন ভুলিতে নারি এ মাটির মায়ের মায়া,
মোর ধ্যানে হেরি আল্লার পাশে এই বাঙ্‌লার ছায়া!

আনন্দধাম বাঙ্‌লায় কেন ভূতপ্রেত এসে নাচে?
দেশী পরদেশী ভূতেরা ভেবেছে বাঙালী মরিয়া আছে!
এ ভূত তাড়াব; পাষাণ নাড়াব, চেতনা জাগাব সেথা,
ভা'য়ের বক্ষে কাঁদিবে আবার এক জননীর ব্যথা।
তোমরা বন্ধু, কেহ অগ্রজ, অনুজ, সোদর সম
প্রার্থনা করি, ভাঙিয়া দিও না মিলনের সেতু মম!
এই সেতু আমি বাঁধিব, আমার সারা জীবনের সাধ,
বন্ধুরা এস, ভেঙে দিব যত বিদেশীর বাঁধা বাঁধ।

নারী

হায় ফির্‌দৌসের ফুল!
ফুটিতে আসিলে ধূলির ধরায় কেন?
সে কি মায়া? সে কি ভুল?

কোন্ আনন্দ-ধামে
জড়াইয়া ছিলে কোন্ একাকীর বামে?
তাঁহারি জ্যোতির্মণিকা-কণিকা এসেছে প্রকৃতি হয়ে
সপ্ত আকাশ রসে ডুবাইয়া প্রেম ও মাধুরী লয়ে।
পরম জ্যোতির্দীপ্তিরে নাহি ডরিলে
পরম রুদ্রে প্রেম-চন্দন মাখায়ে স্নিগ্ধ করিলে!
শুভ্র জ্যোতির্পুঞ্জ-ঘন অরূপে
গলাইলে তুমি ময়ূর-কণ্ঠী নবীন নীরদ রূপে!
নীল মেঘে হ'লে শক্তি বিজলী-লেখা
শূন্যবিহারী একাকী পুরুষে রহিতে দিলে না একা!

স্রষ্টা হইল প্রিয়-সুন্দর সৃষ্টিরে প্রিয়া বলি'
কল্পতরুতে ফুটিল প্রথম নারী আনন্দ-কলি!
নিজ ফুলশরে যেদিন পুরুষ বিঁধিল আপন হিয়া,
ফুটিল সেদিন শূন্য আকাশে আদিবাণী—"প্রিয়া, প্রিয়া"!
আকাশ ছাইল অনন্তদল শতদলে আর প্রেমে,
শান্ত মৌনী এল যৌবন-চঞ্চল হয়ে নেমে।

কে দেখিত সেই পরম শূন্য, অসীম পাষাণ-শিলা,
সীমায় যদি না বাঁধিতে তাহারে না দেখাতে রূপ-লীলা!
কোন্ সে গোপন পরমাশ্রী প্রকৃতি লুকায়ে ছিলে?
ভুবনে ভুবনে ভবন রচিয়া রস-দীপ জ্বালাইলে!
অনন্তশ্রী ঝ'রে পড়ে নিতি অনন্ত দিকে তব,
তুমি এলে, তাই সম্ভাবনায় আসিল অসম্ভব!
হে পবিত্রা চির-কল্যাণী, কে বলে তোমায় মায়া?
এই সুন্দর রবি শশী তারা
গিরি প্রান্তর নদী-জল-ধারা
অসীম আকাশ সাগর ধরিতে পারে না তোমার কায়া
তব রূপে দেখি না-দেখা পরম সুন্দরের যে ছায়া,—
কে বলে তোমায় মায়া?

তুমি তাঁর তেজ তব তেজে জ্বলে আমার এই জীবন,
সূর্য্যের মত চাঁদসম আকাশের কোলে অনুখন।
মাতা হয়ে তুমি দিয়াছ এমুখে প্রথম স্তন্য-রস,
স্নেহ-অঞ্চলে বাঁধিয়া এঘর-ছাড়ায়ে করেছ বশ।
যখনি পালাতে চাহিয়াছি বনে কে তুমি অশ্রুমতী,
কাঁদিয়াছ মোর হৃদয়ে বসিয়া, রোধ করিয়াছ গতি?
সুন্দর প্রকৃতিরে হেরি' মোর তৃষ্ণা জাগিল প্রাণে
এত সুন্দর সৃষ্টি করে যে, সে থাকে সে কোন্‌খানে।
আমার পূর্ণ সুন্দরের যে পথের দিশারী তুমি,
তুমি ছায়া হয়ে সাথে চল যবে পার হই মরুভূমি?

যতবার নিভে যায় আশা-দীপ, ততবার তুমি জ্বালো,
শূন্য আঁধারে সম্মুখে জ্বলে তোমার আঁধারি আলো !

অনন্ত-ধারা প্রেমের ঝর্ণা কোথা লুকাইয়া ছিলে ?
উদাসীন গিরি-পাষাণের হিয়া রসে ভাসাইয়া দিলে !
পাথরের বিগ্রহ হয়েছিল নিস্তেজ আদিনর,
তেজোময়ী আদিনারী সে পাষাণে কাঁপাইলে থর থর ।
নিষ্কাম ঘন অরণ্যে সেই প্রথম কামনা-যুঁই
আঁখি মেলি' যেন দেখিল সৃষ্টি' হেসে এক হ'ল দুই !
এই দুই হয়ে দ্বন্দ্ব আসিল, ছন্দ জাগিল পায়,
সোনাতে কাঁকরে দুজনে মিলিয়া নূপুর বাজায়ে যায় !
সালাম লহ গো প্রণাম লহ গো প্রকৃতি পুণ্যবতী,
তব প্রেম দেখায়েছে গো চির আনন্দ-ধামের জ্যোতি !
প্রেমের প্রবাহ লইয়া যখন আস হয়ে উপনদী—
মরুতে মরে না নরের তৃষ্ণানদী—
সাগরের পানে ছু'টে চলে নিরবধি !
পুরুষের জ্ঞান রসায়িত হয় প্রকৃতির প্রেমরসে,
তরবারি ধ'রে উদাসীন নর রণ-ক্ষেত্রে পশে !
যে দেশে নারীরা বন্দিনী, আদরের নন্দিনী নয়,
সে দেশে পুরুষ ভীরু কাপুরুষ জড় অচেতন রয় !
অভিশপ্ত সে দেশ পরাধীন শৌর্য্য শক্তিহীন,
শোধ করেনি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা নারীর ঋণ !
নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা—করুণাময়ের দান,
কলাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান !

"বেহেশ্‌ত্‌" স্বর্গ শুকাইয়া যায় প্রকৃতি না থাকে যদি,
জ্বলে না আগুন, আসে না ফাগুন, বহে না বায়ু ও নদী !
আজও রবি শশী ওঠে ফুল ফোটে নারীদের কল্যাণে,
নামে সখ্য ও সাম্য শান্তি নারীর প্রেমের টানে।
নারী আজও পথে চলে
তাই ধূলি-পথ হয় বিধৌত শুদ্ধ মেঘের জলে !
নারীর পুণ্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ
আজও সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব !

নিত্য প্রবল হও

অন্তরে আর বাহিরে সমান নিত্য প্রবল হও !
যত দুর্দ্দিন ঘিরে আসে, তত অটল হইয়া রও !
যত পরাজয়-ভয় আসে, তত দুর্জ্জয় হয়ে উঠ,
মৃত্যুর ভয়ে শিথিল যেন না হয় তলোয়ার-মুঠো।
সত্যের তরে দৈত্যের সাথে ক'রে যাও সংগ্রাম,
রণ-ক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম।
এই আল্লার হুকুম—ধরায় নিত্য প্রবল র'বে,
প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে।
ভালোবাসেন না আল্লা, অবিশ্বাসী ও দুর্ব্বলেরে,
"শেরে-খোদা" সেই হয়, যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে।
ধৈর্য্য ও বিশ্বাস হারায়, সে মুস্‌লিম নয় কভু,
বিশ্বে কা'রেও করেনাক ভয় আল্লাহ্ যার প্রভু !
নিন্দাবাদের মাঝে "আল্লাহ্-জিন্দাবাদ"-এর ধ্বনি
বীর শুধু শোনে, কোনো নিন্দায় কোনো ভয় নাহি গনি'।
আল্লা পরম সত্য, ভয় সে ভ্রান্তির কারসাজি,
প্রচণ্ড হয় তত পৌরুষ, যত দেখে দাগাবাজি !
ভুলে কি গিয়াছ অসম সাহস নির্ভীক আরবীর ?
পারস্য আর রোমক সম্রাটের কাটিয়াছে শির !
কতজন ছিল সেনা তাহাদের ? অস্ত্র কী ছিল হাতে ?
তাদের পরম নির্ভর ছিল শুধু এক আল্লাতে !

জয় পরাজয় সমান গণিয়া করেছিল শুধু রণ,
তাদের দাপটে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবীর প্রাঙ্গণ !
তা'রা দুনিয়ার বাদশাহী করেছিল ভিক্ষুক হয়ে,
তা'রা পরাজিত হয়নি কখনো ক্ষণিকের পরাজয়ে।
হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তা'রা অসত্য সাথে রণ।
তা'রা জেনেছিল, দুনিয়ায় তারা আল্লার সৈনিক,
অর্জ্জন ক'রেছিল স্বাধীনতা, নেয়নি মাগিয়া ভিখ্‌ !
জয়ী হ'তে হ'লে মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ হইতে হয়,
শত্রু-সৈন্য দে'খে কাঁপে ভয়ে, সে ত সেনাপতি নয় !
শত্রু-সৈন্য যত দেখে তত রণ-তৃষা তার বাড়ে,
দাবানল সম তেজ জ্ব'লে ওঠে শিরায় শিরায় হাড়ে !
তলোয়ারে তার তত তেজ ফোটে যত সে আঘাত খায়,
তত বধ করে শত্রুর সেনা, রসদ যত ফুরায়।
নিরাশ হয়ো না ! নিরাশা ও অদৃষ্টবাদীরা যত
যুদ্ধ না ক'রে হয়ে আছে কেউ আহত ও কেউ হত !
যে মাথা নোয়ায়ে সিজ্‌দা করেছ এক প্রভু আল্লারে,
নত করিও না সে মাথা কখনো কোনো ভয়ে কোনো মা'রে !
আল্লার নামে নিবেদিত শির নোয়ায় সাধ্য কা'র ?
আল্লা সে শির বুকে তুলে নেন, কাটে যদি তলোয়ার !
ভীরু মানবেরে প্রবল করিতে চাহেন যে দুনিয়াতে
তারেই ইমাম নেতা বলি আমি, প্রেম মোর তারি সাথে।
আড়ষ্ট নরে বলিষ্ঠ করে যাঁর কথা যাঁর কাজ,
তারি তরে সেনা সংগ্রহ করি, গড়ি তারি শির-তাজ !

গরীবের ঈদ আসিবে বলিয়া যে আত্মা রোজা রাখে,
পরমাত্মার পরমাত্মীয় ব'লে আমি মানি তাঁকে।
অকল্যাণের দূত যারা, যারা মানুষের দুশ্‌মন্‌,
তাদের সঙ্গে যে দুরন্তেরা করিবে ভীষণ রণ—
মোর আল্লার আদেশে তাদেরে ডাক দিই জমায়তে,
অচেতন ছিল যারা, তা'রা আসিতেছে সে তীর্থ-পথে।
আমি তক্‌বীর-ধ্বনি করি শুধু কর্ম্ম-বধির কানে,
সত্যের যারা সৈনিক তা'রা জমা হবে ময়দানে!
অনাগত "নবযুগ"-সূর্য্যের তূর্য্য বাজায়ে যাই,
মৃত্যু বা কারাগারের আমার কোনো ভয় দ্বিধা নাই।
একা "নবযুগ"-মিনারে দাঁড়ায়ে কাঁদিয়া সকলে ডাকি,
দর্ম্মার হাঁস না আসে, আসিবে মুক্ত-পক্ষ পাখী।
এ পথে ভীষণ বাজ-পাখী আর নিঠুর ব্যাধের ভীতি,
আলোক-পিয়াসী পাখীরা তবুও আসিছে গাহিয়া গীতি।
মৃত্যু ভয়াক্রান্ত আজিকে বাঙ্‌লার নরনারী,
তাদেরে অভয় দিতেই আমরা ধরিয়াছি তরবারি।
আমরা শুনেছি ভীত আত্মার সকরুণ ফর্‌য়্যাদ্‌,
আমরা তাদেরে রক্ষা করিব, এ যে আল্লার সাধ!
আমরা হুকুম-বর্দ্দার তাঁর, পাইয়াছি ফর্‌মান্‌,
ভীত নরনারী তরে অকাতরে দানিব মোদের প্রাণ।
বাজাই বিষাণ উড়াই নিশান ঈশান-কোণের মেঘে,
প্রেম-বৃষ্টি ও বজ্র-প্রহারে আত্মা উঠিবে জেগে!
রাজনীতি করে তৈরী মোদের কুচ্‌কাওয়াজের পথ,
এই পথ দিয়ে আসিবে দেখিও আবার বিজয়-রথ।

প্রবল হওয়ার সাধ ও সাধনা যাহাদের প্রাণে আছে,
তা'দেরি দুয়ারে হানা দিই আমি, আসি তাহাদেরই কাছে।
সঙ্ঘ-বদ্ধ হ'তেছে তাহারা বঙ্গ-ভূমির কোলে,
আমি দেখিয়াছি পূর্ণচন্দ্র তাদেরই ঊর্দ্ধে দোলে!

আগ্নেয়গিরি বাঙ্‌লার যৌবন

ঘুমাইয়া ছিল আগ্নেয়গিরি বাঙ্‌লার যৌবন,
বহু বৎসর মুখ চেপে ছিল পাষাণের আবরণ।
তা'র এ ঘুমের অবসরে যত ধনলোভী রাক্ষস
প্রলোভন দিয়ে করেছিল যত বুদ্ধিজীবীরে বশ।
অর্থের জাব খাওয়ায়ে তাদের বলদ করিয়ে শেষে
লুটতরাজের হাট ও বাজার বসাইল সারা দেশে।
সেই জাব খেয়ে বুদ্ধিওয়ালার হইল সর্ব্বনাশ,
"শুদ্ধি স্বামী" ও "বুদ্ধু মিঞা"-র হইল তাহারা দাস!
বুঝিল না, এই শুদ্ধি স্বামী ও বুদ্ধু মিঞারা কা'রা,
খাওয়ায় কাগুজে পুরিয়ায় পু'রে এরাই আফিম, পারা!
সাত কোটি বাঙালীর সাত জনে শুধু টাকা দিয়ে
দাস করে, এরা হ'ল কোটি-পতি বাঙালী রক্ত পিয়ে।
কাগু'জে মগু'জে ধূর্ত্ত বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিবলে,
ছুরি আর লাঠি ধরাইয়া দিল বাঙালীর করতলে।
জানে এরা ভায়ে ভায়ে হেথা যদি নাহি করে লাঠালাঠি,
কেমন করিয়া শাঁস শুষে খাবে, ইহাদের দিয়া আঁটি?
আঁটি খেয়ে যবে ভরেনাক পেট, শূন্য বাটি ও থালা,
বাঙালী দেখিল, এত পাট, ধান, মেটে না ক্ষুধার জ্বালা!
তখন বিরাট আগ্নেয়গিরি বাঙ্‌লার যৌবনে
নাড়া দিয়া যেন জাগাইয়া দিল ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জনে!

জে'গে উঠে দেখে রক্তনয়নে আগ্নেয়গিরি একি !
ওরি ধান ওরি বুকে কুটিতেছে বিদেশী কল ও ঢেঁকি !
উহারি বিরাট অঙ্গে উঠেছে মিলের চিম্‌নিরাশি,
উহারি ধোঁয়ায় ধোঁয়াটে হয়েছে আঁখির দৃষ্টি, হাসি।
এ কোন্ যন্ত্রদৈত্য আসিয়া যন্ত্রণা দেয় দেহে ?
দাসদাসী হয়ে আছে নরনারী স্বীয় পৈতৃক গেহে !
একি কুৎসিৎ মূর্ত্তিরা ফেরে আগুনের পর্ব্বতে,
ক্যাঙালীর মত, বাঙালী কি ওরা—লেজ ধ'রে চলে পথে ?
ভুঁড়ি-দাস আর নুড়ি-দাস যত মুড়ি খায় আর চলে,
যে-কথা উহারা বলাইতে চায়, চীৎকার ক'রে বলে !
বিদারিত হ'ল বহ্নিগিরির মুখের পাষাণভার,
কাঁপিয়া উঠিল লোভীর প্রাসাদ ভীম কম্পনে তার !
ক্রোধ হুঙ্কার ওঠে ঘন ঘন প্রাণ-গহ্বর হ'তে,
'লাভা' ও অগ্নিশিখা উ'ঠে ছুটে উর্দ্ধ আকাশপথে।

কৈ রে কৈ রে স্বৈরাচারীরা বৈরী এ বাঙলার ?
দৈন্য দেখেছ ক্ষুদ্রের, দেখনিক প্রবলের মা'র !
দেখেছ বাঙালী দাস, দেখনিক বাঙালীর যৌবন,
অগ্নিগিরির বক্ষে বেঁধেছ যক্ষ তব ভবন !
হের, হের, কুণ্ডলি-পাক খুলি আগ্নেয় অজগর
বিশাল জিহ্বা মেলিয়া নামিছে ক্রোধ নেত্র প্রখর।
ঘুমাইয়া ছিল পাথর হইয়া তার বুকে যত প্রাণ,
অগ্নিগোলক হইয়া ছুটিছে তীরবেগে সে পাষাণ !

নিঃশেষ ক'রে দেবে আপনারে আগ্নেয়গিরি আজি,
ফুলঝুরি সম ঝরিবে এবার প্রাণের আতস-বাজি !
ঊর্দ্ধে উঠেছে ক্রুদ্ধ হইয়া অদেখা আকাশ ঘেরি ;
তোমাদের শিরে পড়িবে আগুন, নাই বেশী আর দেরী !
তোমাদের যন্ত্রের এই যত যন্ত্রণা-কারাগার,
এই যৌবনবহ্নি করিবে পুড়াইয়া ছারখার ।

স্মৃতি ধুতি পরা দেখেছ বিনয়-নম্র বাঙালী ছেলে,
ঢল ঢল চোখ জলে ছলছল একটু আদর পেলে !
দুধ পায় নাই, মানুষ হয়েছে শুধু শাকভাত খেয়ে,
তবুও কান্তি মাধুরী ঝরিছে কোমল অঙ্গ বেয়ে ।
তোমাদের মত পালোয়ান নয়, নয় মাংসল ভারী,
ওরা কৃশ, তবু ঝকমক করে সুতীক্ষ্ণ তরবারি !
বঙ্গভূমির তারুণ্যের এ রঙ্গনাটের খেলা
বুঝেও বোঝেনি যক্ষ রক্ষ, বুঝিবে সে শেষ বেলা !

সাড়ি-মোড়া যেন আনন্দ-শ্রী দেখো বাঙলার নারী,
দেখনি এখনো, ওঁরাই হবেন অসি-লতা তরবারি !
ওরা বিদ্যুল্লতাসম, তবু ওরাই বজ্র হানে,
ওরা কোথা থাকে, তোমরা জান না, সাগর ও মেঘ জানে ।
যুগান্তরের সূর্য্য যখন উদয়-গগনে ওঠে,
সূর্য্যের টানে ছু'টে আসে মেঘ ; তাহারি আড়ালে ছোটে
ওরা যেন ভীরু পর্দ্দানশীন ! ওরাই সময় হ'লে
ঘন ঘন ছোঁড়ে অশনি অত্যাচারীর বক্ষতলে !

শ্যামবঙ্গের লীলা সে ভীষণ সুন্দর, রেখো জেনে,
বাঘের মতন নাগের মতন দেখে, যে বাঙালী চেনে !
তাদেরই জড়তা-পাষাণ টুটিয়া ঝরিছে অগ্নিশিখা,
কে জানে কাহার তক্‌দীরে ভাই কি শাস্তি আছে লিখা !
ধোঁওয়া দেখে যদি না নোওয়াও মাথা, বছর খানিক বেঁচো !
দেখিবে হয়েছি ফেরেশ্‌তা, মোরা, তোমরা হয়েছ কেঁচো !

তুমি কি গিয়াছ ভুলে ?

তুমি কি গিয়াছ ভুলে ?
তোমার চরণ-স্মরণ-চিহ্ন আজো মোর নদীকূলে
মুছিল না প্রিয়, মুছিল না তার বুকে যে লিখিলে লেখা,
মাঝে বহে স্রোত, দু'কূল জুড়িয়া চরণ-স্মরণ-রেখা !
বন্যার ঢল, জোয়ার, উজান আসে যায় ফিরে ফিরে
ও চরণ রেখা মুছিল না মোর বালুচরে নদীতীরে !
ঊর্দ্ধে ধূসর সান্ধ্য আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রের লেখা,
নিম্নে আমার শুনো বালুচরে তোমার চরণরেখা ।
কূলে আমি একা বসি
তব মুখ-মদ-গন্ধের মত ফুলবন ওঠে শ্বসি ।
কূলে একা বসি ঢেউ গণি আর চাহি ওপারের তীরে
প্রভাতে যে পাখী উড়িল সে আর সাঁঝে ফিরিল না নীড়ে ।
বালুচর শূন্য ধূসর আমার এ মরুভূমি
কেন এ শূন্যে চরণচিহ্নে এঁকে দিয়ে গেলে তুমি ?
চলে যাওয়া দিনগুলি
মনের মাণিক-মঞ্জুষা হ'তে খু'লে দেখি রাখি তুলি' ।
কতবার এসে ফিরে যাই বয়ে তোমার দেশের নদী
কত বধূ আসে জল নিতে সেথা তুমি সেথা আস যদি !
তোমার কলসী-হিল্লোল যদি মোর নায়ে এসে লাগে
দুটি চেনা চোখ সন্ধ্যাদীপের মত যদি সেথা জাগে !

কতদিন সাঁঝে মনে লাগে যেন তোমারে বা দেখিয়াছি,
তরণীতে কার চেনা বাঁশী শুনে আসিয়াছ কাছাকাছি।
আঁচল ভরিয়া জলে-ভেজা রাঙা হিজলের ফুলগুলি
কুড়াতে তোমার ঘোমটা খুলেছে এলো খোঁপা গেছে খুলি!
সর্পিল বাঁকা বেণী
ওরই সাথে ছিল মোর আঙুলের চিরদিন চেনাচেনি!
ঐ সে বেণীর বিনুনিতে মোর বাঁধা পড়েছিল হিয়া
কতদিন তারে ছাড়াতে চেয়েছি আমার আঙুল দিয়া!
তব মুখ চেয়ে সোনা-গোধূলিতে আকাশ গিয়েছে ভরে
পিছনের কালো বেণীতে সন্ধ্যা বাঁধা পড়ে কেঁদে মরে।
বাঁশিতে কাঁদিয়া ফিরিয়া এসেছি তরণী বাহিয়া দূরে
আমার নিশাসে নাহি নেভে যেন প্রদীপ তোমার পুরে!
ছল ক'রে যবে জল নিতে যাও, নদী-তরঙ্গে হায়
তরঙ্গ কি গো দুলে ওঠে মনে, কলসী কি ভেসে যায়?
নয়নের নীরে তুমি ডোব, ডোবে কলসী নদীর জলে
অথবা কাঁখের কলসীই শুধু ডুবাতে শিখেছ ছলে?
যত চাই সব ভুলি,
আঁধার ভরিয়া ডাকে আঙনের তব ঝাউগাছগুলি।
তব অঙ্গুলি-ইঙ্গিত যেন ওদের শীর্ণ শাখা
হাহাকার করে আকাশে চাহিয়া বাতাসে ঝাপটে পাখা
ভুলিবার কথা ভুলে যাই, হায় বন্দিনী মোর পাখী
পিঞ্জর পাশে আসি যাই ফিরে আকাশে থাকিয়া ডাকি।
ফিরে আসি একা নীড়ে
শীর্ণপক্ষ ব'সে ব'সে ভাবি ভাঙ্গা মোর তরুশিরে।

চারিদিক হ'তে কলরব ক'রে অচেনারা ছুটে আসে,
তুমি নাই তাই তাহারা ঘিরিয়া বসে মোর আশেপাশে।
না চাহিতে কেহ পাখায় আমার বাঁধে অসহায় পাখা
তৃষিত অধরে নিয়ে যায় ভ'রে বিষ মোর ঠোঁটে মাখা।
আজ আমি অপরাধী
অভিমান-জ্বালা নিবারিতে নিতি অপরাধ করি কাঁদি।
যে আসে এ বুকে তাহার হৃদয়ে তোমার হৃদয় খুঁজি
খুঁজিতে খুঁজিতে হারায়েছি প্রিয়া মোর হৃদয়ের পুঁজি।
শূন্য আকাশে ওঠেনাক চাঁদ, উল্কারা আসে ছুটে
আগুনের তৃষা মিটাই তাদের অগ্নি-অধর লুটে!
তুমি কি গিয়াছ ভুলে ?
মম পথ পানে চাহ কি আজিও সন্ধ্যাপ্রদীপ তু'লে।
নিবাও নিবাও ও-সন্ধ্যাদীপ চাহিও না মোর পথে
মরণের রথে উঠেছে, উঠিত যে তব সোনার রথে।
কুসুমের মালা দু'দিনে শুকায়, যাক অতীতের স্মৃতি
শুকাবে না যাহা আমার গাঁথা এ কাঁটার কথার গীতি ॥

চির বিদ্রোহী

হার মেনেছ বিদ্রোহীকে বাঁধ্‌তে তুমি পারবে না।
তোমার সর্ব্বশক্তি আমায়, বাঁধতে গিয়ে
হার মেনে যায়!
হায় হাসি পায়, হেরেও তুমি হারবে না?
হেরে গেলে! বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না।

অশান্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন্ মায়া?
তোমার সর্ব্বমায়ার কাঁদন, মা'র মমতা প্রেমের বাঁধন
স্পর্শ ক'রে বিদগ্ধ হয়, রুদ্রস্বরূপ মোর কায়া।
অশান্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন্ মায়া?

ধরতে আমায় জাল পেতেছে জটিল তোমার সাত আকাশ।
সে জাল ছিঁড়ে এ ধূমকেতু
বিনাশ ক'রে বাঁধার সেতু
সপ্ত স্বর্গ পাতাল ঘিরে ভস্ম করে সকল বিঘ্ন সর্ব্বনাশ।
এই ধূমকেতু ছিঁড়ে সে জাল
এই মহাকাল! রুদ্র দামাল্
শূন্যে নাচে প্রলয় নাচন সংহারিয়া সর্ব্বনাশ।

শান্তি দিয়ে অশান্তকে ধরার ধূলায় আনতে চাও
দুর্গে এনে দুরন্তকে—
অশ্রু চাহ রুক্ষ চোখে!

আমার আগুন নিভবে নাক যতই গলায় মালা দাও !
শান্তি দিয়ে অশান্তকে ধরার ধূলায় আন্‌তে চাও !

সংহার মোর ধর্ম্ম আমি বিপ্লব ও ঝঞ্ঝা ঝড়,
স্বধর্ম্মে নিধন ভালো—
কেন আনো প্রেমের আলো
সতী দেহত্যাগের পর শঙ্কর কি বাঁধে ঘর ?

আনন্দ আর অমৃত রস কার আগুনে যায় জ্বলে ?
শান্তি সমাহিতের মাঝে
কেন রুদ্র বিষাণ বাজে ?
কোন্ যাতনায় শিশু কাঁদে শান্তি পায় না মা'র কোলে।

লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য্য চাও দিতে ?
লোভী ভোগীলক্ষ্মী লয়ে
রাক্ষস আর দৈত্য হয়ে
কি নির্য্যাতন কর্‌ছে তোমার সৃষ্টিতে।
লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য্য চাও দিতে ?

করব আমি ধ্বংস সর্ব্ববিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বকে
মিথ্যা হ'ল কোরাণ ও বেদ
এই অসাম্য অশান্তি ভেদ
প্রলয়কে কি বাঁধতে পারে বলয় পরা নর্ত্তকী !
এখানে সিংহ থাকে ! অহিংস সব মহাত্মাকে দাও গিয়ে ঐ
হরিনামের হর্‌তকী !

রুদ্রকে কে শূদ্র ক'রে
ক্ষুদ্র ধরায় রাখবে ধরে।
অহম্ শিকল কে পরাবে সোহম্ স্বয়ম্ভুকে !

হে মৌনী, উত্তর দাও সামনে এসে রূপ ধ'রে
পূজা করে ক্ষমা করে তোমায় মানুষ জনম ভরে
কী দিয়েছ তাদের বলো থেকোনাক চুপ ক'রে।
কেন দুর্ব্বলেরে করে প্রবল নির্য্যাতন
এই সুন্দর বসুন্ধরা
রাক্ষস আর দৈত্যভরা
কেমন ক'রে কর্‌ব তোমায় অভেদ বলে সম্ভাষণ।

লজ্জা তোমার হয় না যখন তোমায় বলে কৃপাময়
পুত্র মরে, মা তবু হায়
প্রেমভরে ডাকে তোমায়
ওগো কৃপণ ! বিশ্বে তোমার দাতা বলে পরিচয় !

কেন পাপ ও অপরাধের কথা তোমার শাস্ত্র কয় !
কে দিল মানবজন্ম
কে দিল ধর্ম্মাধর্ম্ম
মুক্ত তুমি, মানুষ কেন এ বন্ধন-জ্বালা সয় ?

তুমি বল, "আমার একা তোমার উপর অধিকার।"
সেই অধিকার তোমার 'পরে
বলো কেন দাও না মোরে
তোমার মত পূর্ণ হ'ব এই ছিল মোর অহঙ্কার !

মনের জ্বালা স্নিগ্ধ নাহি করে তোমার চন্দ্রালোক !
এত কুসুম এত বাতাস
কেন তবু এ হাহুতাস
কোন্ শোকে অশান্তিতে দেবতা হয় চণ্ডাশোক !

কেন সৃষ্টি করলে নরক জন্মায়নি যখন মানব !
কেন তাদের ভয় দেখাও ? ভয় দেখিয়ে ভক্তি চাও
তোমার পরম ভক্তেরা তাই হয় শয়তান, হয় দানব !

বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান
তোমার ধরার দুঃখ কেন
আমায় নিত্য কাঁদায় হেন ?
বিশৃঙ্খল সৃষ্টি তোমার, তাই ত কাঁদে আমার প্রাণ !
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান !

বিদ্রোহ মোর আস্‌বে কিসে, ভুবনভরা দুঃখশোক !
আমার কাছে শান্তি চায়
লুটিয়ে পড়ে আমার গায়
শান্ত হব আগে তারা সর্ব্বদুঃখ মুক্ত হোক্ !

ভয় করিও না, হে মানবাত্মা

তখ্‌তে তখ্‌তে দুনিয়ায় আজি কমবখ্‌তের মেলা,
শক্তি-মাতাল দৈত্যেরা সেথা করে মাত্‌লামী খেলা !
ভয় করিও না, হে মানবাত্মা, ভাঙিয়া প'ড়ো না দুখে,
পাতালের এই মাতাল রবে না আর পৃথিবীর বুকে।
তখ্‌তে তাহার কালি পড়িয়াছে অবিচারে আর পাপে,
তলোয়ারে তা'র মরিচা ধরেছে নির্য্যাতিতের শাপে।
ঘন গৈরিকে আকাশ রাঙায়ে বৈশাখী ঝড় আসে,
ভাবে লোভান্ধ মানব, তাহার গোধূলি-লগন হাসে !
যে আগুন ছড়ায়েছে এবিশ্বে তারি দাহ ফিরে এসে—
ভীম দাবানলরূপে জ্বলিতেছে তাহাদেরি দেশে।

সত্যপথের তীর্থ-পথিক ! ভয় নাই, নাহি ভয়,
শান্তি যাদের লক্ষ্য, তাদের নাই নাই পরাজয় !
অশান্তি-কামী ছলনার রূপে জয় পায় মাঝে মাঝে,
অবশেষে চির-লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে !
পথের উর্দ্ধে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জ্জনা,
তাই ব'লে তারা উর্দ্ধে উঠেছে—কেহ কভু ভাবিও না !
উর্দ্ধে যাদের গতি, তাহাদের পথে হয় ওরা বাধা,
পিচ্ছিল করে পথ, তাই ব'লে জয়ী হয়নাক কাদা !

জয়ে পরাজয়ে সমান শান্ত রহিব আমরা সবে,
জয়ী যদি হই, এক আল্লার মহিমার জয় হবে !
লাঞ্ছিত হ'লে বাঞ্ছিত হব পরলোকে আল্লার,
রণভূমে যদি হত হই মোরা হব চির-প্রিয় তাঁর !
হয়ত কখনো জয়ী হবে ওরা, হটিব না মোরা তবু,
বুঝিব মোদের পরীক্ষা করে মোদের পরম প্রভু !

বিদ্বেষ লয়ে ডাকিলে কি কভু পথভ্রান্ত ফিরে ?
ভালোবাসা দিয়ে তা'দেরে ডাকিতে হয় বক্ষের নীড়ে
সজ্ঞানে যারা করে নিপীড়ন ; মানুষের অধিকার
কে'ড়ে নিতে চায়। তাহাদেরি তরে আল্লার তলোয়ার।
অজ্ঞান যারা ভুল পথে চলে, মারিও না তাহাদেরে,
ভালোবাসা পেলে ভ্রান্ত মানুষ সত্যের পথে ফেরে !
সকল জাতির সকল মানুষে এক তাঁর নামে ডাকো
বুকে রাখো তাঁর ভক্তি ও প্রেম, হাতে তলোয়ার রাখো।
সর্ব্ববিশ্ব প্রসন্ন হয় তিনি প্রসন্ন হ'লে,
সত্যপথের সর্ব্ব শত্রু ছাই হয়ে যায় জ্ব'লে !
আমাদেরও মাঝে যার বুকে আছে লুকাইয়া প্রলোভন,
তারেও কঠিন সাজা দিতে হবে, আল্লার প্রয়োজন !
আগে চলো, আগে চলো দুর্জ্জয় নব অভিযান-সেনা,
আমাদের গতিপ্রবাহ কাহারো কোনো বাধা মানিবে না।
বিশ্বাস আর ধৈর্য্য হউক আমাদের চির-সাথী
নিত্য জ্বলিবে আমাদের পথে সূর্য্যচাঁদের বাতি

ভয় নাহি, নাহি ভয় !
মিথ্যা হইবে ক্ষয় !
সত্য লভিবে জয় !
ভক্তে দেখায় রক্তচক্ষু যা'রা, তা'রা হবে লয় !
বলো, এ পৃথিবী মানুষের, ইহা কাহারো তখ্‌ত নয় !
পুণ্য তখ্‌তে বসিয়া যে করে তখ্‌তের অসম্মান,
রাজার রাজা যে, তাঁ'র হুকুমেই যায় তার গর্দ্দান !
ভিস্তিওয়ালার রাজত্ব, ভাই, হয়ে এল ঐ শেষ,
বিশ্বের যিনি সম্রাট তাঁরি হইবে সর্ব্বদেশ !
রক্তচক্ষু রক্ষযক্ষ, সাবধান ! সাবধান !
ভুল বুঝাইয়া, বুঝেছ ভুলাবে আল্লার ফর্‌মান্‌ ?
এক আল্লারে ভয় করি মোরা, কা'রেও করি না ভয়,
মোদের পথের দিশারী এক সে সর্ব্বশক্তিময়।
সাক্ষী থাকিবে আকাশ, পৃথিবী রবি শশী, গ্রহ তারা,
কাহারা সত্যপথের পথিক, পথভ্রষ্ট কা'রা !
ভয় নাহি, নাহি ভয় !
মিথ্যা হইবে ক্ষয় !
সত্য লভিবে জয় !

সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি

রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি-মায়া!
আমি কালো মেঘ—নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টিধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে!
সুখবিলাসিনী পরাবাত তুমি, বাদল রাতের পাপিয়া নহ,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা—নয়নের জল দুর্ব্বিসহ।
ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে সে পিক্ নিয়ত ফুকারি ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তেমোর রৌদ্রতপ্ত ঠোঁটে।
জানি না সে ভাষা, হয়ত বা জানি, ছল ক'রে তাই হাসিতে চাহি,
সহসা নিরখি—নেমেছে বাদল রৌদ্রোজ্জ্বল গগন বাহি।
ইরানী-গোলাব-আভা আনিয়াছ চুরি করি ভরি ও রাঙা তনু
আমি ভাবি বুঝি আমারি বাদল-মেঘ-শেষে এল ইন্দ্রধনু।
ফণীর ডেরায় কাঁটার কুঞ্জে ফোটে যে কেতকী তাহার ব্যথা
বুঝিবে না তুমি, ধরণী ত তব ঘর নহে, এলে ভ্রমিতে হেথা।
ভ্রম করে তুমি ভ্রমিতে ধরায় এসেছ ফুলের দেশের পরী,
জানিতে না হেথা সুখদিন শেষে আসে দুখরাতি আঁধার করি।
রাঙা প্রজাপতি উড়িয়া এসেছ, চপলতা ভরা চিত্র-পাখা,
জানিতে না হেথা ফুল ফুটে ফুল ঝরে যায় কাঁদে কানন ফাঁকা।
যে লোনা জলের সাত সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে বিপুল ধরা,
সেই সমুদ্রে জনম আমার, আমি সেই মেঘ সলিল ভরা।

ভাসিতে যে আসে আমার সলিলে, তাহারে ভাসায়ে লইয়া চলি
সেই অশ্রুর সপ্ত পাথারে, পরায়ে ব্যথার শতেক গলি।
ভুল করে প্রিয়া এ ফুল কাননে এসেছিলে, জানা ছিল না তব
এ বন-বেদনা অশ্রুমুখীরে ; এ নহে মাধবী কুঞ্জ নব।
মাটির করুণা সিক্ত এ মন, হেথা নিশিদিন যে ফুল ঝরে
তারি বেদনায় ভরে আছে মন, হাসিতে তাদেরি অশ্রু ক্ষরে।
সেই বেদনায় এসেছিলে তুমি ক্ষণিক স্বপন, ভুলের মেলা,
জাগিয়া তাহারি স্মৃতি লয়ে কাটে আমার সকাল সন্ধ্যাবেলা।
এ মোর নিয়তি, অপরাধ নহে আমারও তোমারও—স্বপন-রাণী !
আমার বাণীতে তোমার মূরতি বীণাপাণি নয় বেদনা-পাণি।
তোমার নদীতে নিতি কত তরী এপার হইতে ওপারে চলে
কাণ্ডারীহীন ভাঙা তরী মোর ডুবে গেল তব অতল তলে
ওরা শুধু তব মুখ চেয়ে যায় সুখের আশার বণিক ওরা
আমি ডুবে তব দেখিলাম তল জলশেষে চোরা বালুতে ভরা।
ভয় নাই প্রিয়, মগ্ন এ তরী তব বিস্মৃতি বালুকাতলে
দুদিনে পড়িবে ঢাকা, উদাসিনী, তুমি বয়ে যাবে চলার ছলে।
কুড়াতে এসেছ দুখের ঝিনুক ব্যথার আকুল সিন্ধুকূলে,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে হয়ত ফেলে দেবে কোথা মনের ভুলে।
তোমাদের ব্যথা-কাঁদন যেটুকু সে শুধু বিলাস, পুতুল-খেলা,
পুতুল লইয়া কাটে চিরদিন, আদর করিয়া ভাঙিয়া ফেলা।
মোর দেহমনে নয়নে ও প্রেমে অশ্রুসজল নীরদ মাখা
কী হবে ভিজিয়া এ বাদলে, রাণী, তব ধ্যান ঐ চন্দ্রতারকা।
সে চাঁদ উঠেছে গগনে তোমার—আমার সন্ধ্যা-তিমির শেষে
আমি যাই সেই নিশিথিনী-পারে যেথায় সকল আঁধার মেশে।

আমার প্রেমের বরষায় ধুয়ে তব হৃদি হ'ল সুনীলতর—
সে গগনে যবে উঠিবে গো চাঁদ উজ্জ্বলতর তাহারে করো।
যদি সে চন্দ্র হাসিত নিশীথে বিস্বাদ লাগে তোমার চোখে
তোমার অতীত তোমারে খুঁজিও আমার বিধুর গানের লোকে।
সেথা ব্যথা রবে, রবে সান্ত্বনা, রবে চন্দন-সুশীতলতা,
যে ফুল জীবনে ঝরেনা সে ফুল হইয়া ফুটিবে তোমার ব্যথা।
আমার গানের চির-দাহ যাহা সে আছে গো নীলকণ্ঠে মম
চির-শেষে এল যে অমৃতবাণী, দিনু তা তোমারে হে প্রিয়তম !
আমার শাখায় কণ্টক থাক, কাঁটার উর্দ্ধে তুমি যে ফুল
আমি ফুটায়েছি তোমারে কুসুম করিয়া, সে মোর সুখ অতুল।
বিদায় বেলায় এই শুধু চাই, হে মোর মানস কানন-পরী,
তোমার চেয়েও তব বন্ধুরে ভালোবাসি যেন অধিক করি।

হুল ও ফুল

ওরা কয়, "আগে ফুল ফুটাইতে, এখন ফুটাও হুল ;"
আমি কই, "যদি হুল না ফুটাই ফুটিবে কি তবে ফুল ?"
("ফুল"-ইং)

বন্ধু, মিথ্যা আপত্য-স্নেহে আপত্তি নাহি করি'
ধর্ম্ম লয়েছে অধর্ম্ম নাম, সত্য গিয়াছে মরি' !
গাঁয়ের বৌঝি জল নিতে যায় মেছুড়ে বুঝিতে নারে,
গা'ল দেয় রেগে—ইহাদেরই দোষে মাছ বসেনাক চারে !
ভোগী বলে, "বাবা, কেন কাঁদ তুমি, মামা নহে তব চাষা,
ধনীর দুঃখ দেখনাক, এ কি একঘেয়ে ভালোবাসা !"
"আল্লা বলান" বলি। ওরা বলে— "দালানে তা আসে কেন ?
টাকাওয়ালাদের কি ক'রে চিনিলে, তুমি ত আল্লা চেন !"
ওরা বলে, "মোরা টাকার পুকুর দুয়ারে খুঁড়িয়া রাখি,
উহারাই তার দু'এক কল্‌সি জল ভ'রে নেয় নাকি ?"
আরো বলে, "দিই কল্‌সিতে জল দিই না ত সাথে দড়ি,
আমরা কী ! জানি, কেন এ পুকুরে ওরা ডু'বে যায় মরি' ?"
ওরা ব'লে, "চাষা খাইতে পায় না— আর জন্মের পাপ,
পাওনা সুদের নালিশ করিলে ওরা কেন দেয় শাপ ?"
মোরা যত দিই উত্তর তা'র ওরা "দুত্তোর" কহে,
বলে, "জমিদারী স্বত্ব আমার, তোমার মামার নহে।"
মোরা বলি, "কত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে তোমার টাকা !"

ওরা বলে, "কোনো কাজে তা (বাবা) 'ফিক্স্ড
লাগে না, ডিপোজিটে' রাখা !"
মোরা বলি, "মোরা যাব না, মোদের প্রাপ্য যা তা না পেলে !"
ওরা বলে, "কেন জেলে যাবে বাবা, ভদ্রলোকের ছেলে !"
আমি বলি, "জাগ, দৈত্যরে মার্, দা' নিয়ে দুয়ার খুল্ ।"
ওরা বলে, "বাঘ হ'লে কেন বন— বাগিচার বুল্ বুল্ ?"
আমি বলি, "কেন অসত্য বল, ভ্রান্ত পথ দেখাও ?"
ওরা বলে, "আহ্, চুপ করো কবি, ফুল শোঁকো, মধু খাও !"
আমি বলি, "চোর ঢুকিয়াছে ঘরে, মারো তারে, পায়ে দলে !"
ওরা বলে, "বাঁশুরিয়া ! বাঁশী কেন বংশ-দণ্ড হ'ল !"
ওরা বলে, "দাদা, এতদিন তুমি বেশ ত ঘুমায়ে ছিলে !
কখ্ন হইল 'ইন্‌সম্‌নিয়া' ? সারা দেশ জাগাইলে !"
আমি বলি, "দেশ জাগে যদি, কেন তোমাদের ডর লাগে ?"
ওরা বলে, "আসে রাম-দা লইয়া । রামদা বলিত আগে !"
কে যে বলে ঠিক, কে বলে বেঠিক, ঠিকে ভুল হয় কা'র ?
চাষা ও মজুরে ঠকাইয়া খায় দুনিয়ার ঠিকাদার !
"ওরা ত বলেনা, তুমি কেন বল, কেন তব মাথাব্যথা ?"
জিজ্ঞাসে সাধু ।—আমি বলি, "কহে ওদেরি আত্মা কথা !"
হায় রে দুনিয়া দেখি মৌলানা মৌল্‌বীতে একাকার,
আমি একা হেথা কাফের রে দাদা আমি একা গুণাগার !
গুণাগারী দেয় বণিকেরা নাকি, চাষারাই করে লাভ,
ধনী যেন সদা তৃষিত, এবং চাষা সদা কচি ডাব !
শুনেছি সেদিন ধনিক-সভায়— নতুন আইন হবে,
চাষাদের দা, দাঁত আর নখ খেঁটে লাঠি নাহি র'বে ।

আমি বলি, "হয়ে অভাবে স্বভাব নষ্ট, হয়েছে চোর।"
ওরা বলে, "তাই বল্, তাই চুরি হয় না বাড়ীতে তোর !"
আমি বলি, "খেয়ো না এ কদন্ন, হালালী অন্ন খাও।"
ওরা বলে, "তুমি এদেরি দালালী ক'রে বুঝি টাকা পাও ?"
"যার যত তালা দালান, সে তত আল্লা-তালার প্রিয়"
ওরা কয়। আমি বলি, "বেশ ক'রে সে তালায় তালা দিও !"
আমি ভিক্ষুক কাঙালের দলে— কে বলে ওদের নীচ ?
ভোগীরা স্বর্গে যাবে, যদি খায় ওদের পানের পিচ্ !
ওরা হাসে, "এ কি কবিতার ভাষা ? বস্তিতে থাক বুঝি ?"
আমি কই, "আজো পাইনি পুণ্য— বস্তির পথ খুঁজি !
দোওয়া করো, ঐ গরীবের কর্দ্দমাক্ত পথে
যেতে পারি, এই ভোগ-বিলাসীর পাপ-নর্দ্দমা হ'তে !"

কোথা সে পূর্ণযোগী

কোথা সে পূর্ণ সিদ্ধ ও যোগী, দেখেছ কি কেউ তাঁরে,
দনুজ-দলনী শক্তিরে পুনঃ ভারতে জাগাতে পারে ?
কোথা সে শ্রীরাম বশিষ্ঠ, কোথা তাপস কাত্যায়ণ
যাঁর সাধনায় হইবে কাত্যায়ণীর অবতরণ ।
ভারত জুড়িয়া শুধু সন্ন্যাসী সাধু ও গুরুর ভিড়,
তবু এ ভারত হইয়াছে কেন ক্লীব মানুষের নীড় ?
"প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী, নাহি বিশ্বম্" বলি' কেউ
আবার আনিতে পারে কি ভারতে মহাশক্তির ঢেউ ?
পাতাল ফুঁড়িয়া দানব দৈত্য উঠিয়াছে পৃথিবীতে
এল না ত কেউ শক্তি-সিদ্ধ তাদের সংহারিতে !
কোথা সেই মহাতান্ত্রিক, কোথা চিন্ময়ী মহাকালী ?
মন্দিরে মন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা খালি !
শক্তিরে খুঁজি পটুয়ার পটে, মাটীর মূরতি মাঝে
চিন্ময়ী শ্রীচণ্ডিকা তাই প্রকাশ হ'ল না লাজে ।
কোন্ দুর্গারে পূজিয়া শ্রীরাম হরিলেন দুর্গতি ?
সেই শ্রীদুর্গা কোথা আজ, কেউ দেখেছ তাঁহার জ্যোতি ?
শুম্ভ নিশুম্ভেরে যে মারিল, সে চণ্ডী কি গেছে ম'রে ?
কুম্ভ-মেলায় শুধায়েছ কেউ সাধুদের জটা ধরে ?
জটা তাহাদের কটা হয়ে গেল, কটাহ হইল চোখ,
আনিতে পারিল তবু কি তাহারা একটি ফোঁটা আলোক ?

পরিশ্রমের ভয়ে আশ্রমে আশ্রমে ছেলে মেয়ে
আশ্রয় লয়ে বাঁচিয়াছে ! মেদ বাড়িতেছে খেয়ে দেয়ে !
মহাপ্রভুর নাম রাখিয়াছে ভিক্ষুক নেড়া নেড়ী
এরা কি ভাঙিবে অসুরের কারা, পায়ের শিকল বেড়ী ?
ধর্ম্মের নামে এই অধর্ম্ম, তাই ত ধর্ম্মরাজ
অভিশাপ দেন দারিদ্র্য ব্যাধি দুর্গতিরূপে আজ।
গঙ্গায় নেয়ে তীর্থে গিয়ে কে শক্তি লভিয়া আসে ?
মাংসের স্তূপ বে'ড়ে বে'ড়ে শুধু যায় মৃত্যুর গ্রাসে।
কে ঘুচাবে এই লজ্জা ও ঘৃণা, কোথা সে যুগাবতার ?
জগন্নাথের রথ দেখিব না, পথ চেয়ে আছি তাঁর।

রবির জন্মতিথি

রবির জন্মতিথি কয়জন জানে ?
অঙ্ক কষিয়া পেয়েছ কি বিজ্ঞানে ?
ধ্যানী যোগী দেখেছে কি ? জ্ঞানী দেখিয়াছে ?
ঠিকুজি আছে কি কোনো জ্যোতিষীর কাছে ?
নাই—নাই— ! কত কোটি যুগ মহাব্যোমে
আলো অমৃত দিয়ে ধ্রুব রবি ভ্রমে !
জানে না জানে না। উদয় ও অস্ত তাঁর
সে শুধু লীলাবিলাস, গোপন বিহার।
রবি কি অস্ত যায় ? অন্ধ মানব
রবি ডুবে গেল ব'লে করে কলরব।
রবি শাশ্বত, তাঁর নিত্য প্রকাশ
রূপ ধরি পৃথিবীতে ক্ষণিক বিলাস
করিয়া চলিয়া যায় জ্যোতির্লোকে
এখনো দ্রষ্টা নেহারে তাঁর চোখে।
এই সুরভির ফুল রস-ভরা ফল
রবির গলিত প্রেমবৃষ্টির জল
কবিতা ও গান সুর-নদী হ'য়ে বয়
রবি যদি মরে যায় পৃথিবী কি রয় !
জন্ম হয়নি যাহার জ্যোতির্লোকে
তন্দ্রা টুটেনি যাহার অন্ধ চোখে,

রবির জন্মতিথি দেখেনি সে জন
আজো তার কাছে রবি অপ্রয়োজন।
কবি হ'য়ে এল রবি এই বাঙলায়
দেখিল বুঝিল বলো কতজন তাঁয় ?
রবি দেখে পেয়েছে যে আলোক প্রথম
তাঁরি মাঝে লভে রবি প্রথম জনম।
নিরক্ষর ও নিস্তেজ বাঙলায়
অক্ষর জ্ঞান যদি সকলেই পায়,
অ-ক্ষর অব্যয় রবি সেই দিন
সহস্র করে বাজাবেন তাঁর বীণ।
সেদিন নিত্য রবির জন্মতিথি
হইবে। মানুষ দিবে তাঁরে প্রেমপ্রীতি।

করুণ বেহাগ

(ওগো)
বিদায়বেদনা-বিজড়িত এই সেদিনের সেই স্মৃতি
না মুছিতে, হায়, পুনঃ জেগে উঠে— জেগে জেগে উঠে নিতি
মুরছি মুরছি সেই মূর্চ্ছনা—বিনায়ে করুণ সুরে !
হৃদি নিঙাড়িয়া রক্ত-অশ্রু—বক্ষ বহিয়া ঝরে !

কিশোর-দীর্ণ ভাঙ্গা পঞ্জরে লুকালো জিয়ারি ক্ষীণ
শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠিছে গো আজি ! কাঁপিছে মর্ম্মবীণ !

থামে না হৃদি-স্পন্দন ঘন দু'হাতে বক্ষ চাপি,
আকুলি' বিকুলি' দুরু দুরু ওগো উঠে কাঁপি !

আজও সেদিনের করুণ গভীর রাগিণীটি বাজে বুকে,
ওই অনুলোমে বিলোবে গো তবে উতল বাতাস মুখে
ভেসে আসে কার ভগ্ন বীণার চূর্ণ বিলাপ গান ?
করণে পশিয়া মরমে ছুঁইয়া আকুল করে গো প্রাণ !

মেশে নাই আজও (কাঁদিও না আর কাঁদায়ো না ভাঙা গীতি)
বিদায়বেদনা-বিজড়িত এই সেদিনের সেই স্মৃতি !

(আজি) ছাড়ি যান একজন
ভাই রে বড়ই স্নেহের গুরু, বড় যতনের ধন !

আকাশের মত উদার হৃদয়, রাখী পূর্ণিমা রাতে,
তারকার মত অমনি অযুত গুণযুথ ফোটা তাতে ;

ঋষিনিন্দিত সুন্দর মুখে স্নেহ-বিজড়িত হাস,
যূথীর চেয়েও দিঠিটি পেলব, বোল বোল সম ভাষ,
কুঞ্চিত কালো কেশ আধ ঢাকা কুঞ্চিত যোড়া ভুরু,
চাঁদিমা শুক্ল স্নিগ্ধ কান্তি, পারুল চেয়েও চারু।

রুচির এ সব স্মৃতির প্রীতি ! যেয়ো না ভুলায়ে চলি,
পারিবে কি যেতে স্নেহের অযুত বাহুবন্ধন খুলি ?
যাও যদি ওগো লঙ্ঘিতে হবে শিশুর আঁখির স্রোত ;
পারিবে কি ? তবে যাও, দেব, আর রুখিব না তব পথ !

বক্ষ চিরিয়া রুধির রক্ত কলিজা টানিয়া মুখে
দাঁড়াই যদি গো পথ আগুলিয়া, চাপি অঞ্চল চোখে
চলে যেতে পার, চলে যাও, দেব ! কিছু বলিব না আর,
হাসিতে হাসিতে ঢেলে দিব শিরে প্রাণের অর্ঘ্যভার !

বনফুলহার দেবতার গলে সাজিবে না ওগো ভালো
আনিয়াছি তাই মনফুলে ছোট সাজিখানি করি আলো।
কি দিবে গো আর কি দেবার আছে, আমরা বড়ই দীন,
বিনা এ হৃদির করুণ গভীর আশার বিন্দু তিন !

একটি কথা, নূতনের মাঝে ভুলি' চির পুরাতন
দিয়োনাক ব্যথা দরদের বুকে ! নিশেষ আকিঞ্চন।

নে ভাই চক্ষে বসন চাপিয়া, অথবা উপড়ি' দে,
চলে যান আজি মোদের একটি শ্রেষ্ঠ গুরু যে রে।
নে ভাই চক্ষে বসন চাপিয়া, অথবা উপাড়ি' দে' !!

সিয়ার সোল রাজ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর মিশ্র বি. এ. মহাশয়ের বিদায় উপলক্ষ্যে কবি এই কবিতাটি বাল্যকালে রচনা করেন। সম্ভবতঃ নজরুলের এই কবিতাটিই প্রথম লোকচক্ষুর সামনে আত্মপ্রকাশ করে।

বড়দিন

বড় লোকদের "বড়দিন" গেল, আমাদের দিন ছোটো,
আমাদের রাত কাটিতে চায় না, ক্ষিদে বলে, "নিধে ! ওঠো !"
খে'টে খু'টে শু'তে খাটিয়া পাই না, ঘরে নাই ছেঁড়া কাঁথা,
বড়দের ঘরে কত আসবাব, বালিশ বিছানা পাতা !
অর্দ্ধনগ্ন-নৃত্য করিয়া বড়দের রাত কাটে,
মোদের রক্ত খেয়ে মশা বাড়ে, গায়ে আরশুলা হাঁটে।
আঁচিলের মত ছারপোকা লয়ে পাঁচিল ধরিয়া নাচি,
মাল খেয়ে ওরা বেসামাল হয়, মোরা কাশি আর হাঁচি !
নানারূপ খানা খেতেছে, যণ্ড অণ্ড ভেড়ার টৌষ্ট্,
কুলুকুলু করে আমাদের পেট, যেন "হনলুলু কোষ্ট্"।
চৌরঙ্গীতে বড়দিন হইয়াছে কী চমৎকার,
গৌরজাতির ক্ষৌরকর্ম্ম করেছে ! অমৎ কা'র ?
মদ খেয়ে বদ্‌হজম হইয়া বাঙালীর মেয়ে ধরে,
শিক্ষাও পায় শিখ্-বাঙালীর থাপ্পড় লাথি চড়ে !
এ কি সৈনিক-ধর্ম্ম, এরাই রক্ষী কি এদেশের ?
সর্ব্বলোকের ঘৃণ্য ইহারা, কলঙ্ক ব্রিটিশের।
যে সৈনিকের হাত চাহে অসহায় নারী পরশিতে,
চাহে নারীর ধর্ম্ম নিতে,
বীর ব্রিটিশের কামান যে নাই সেই হাত উড়াইতে।
হায় রে বাঙালী, হায় রে বাঙ্‌লা, ভাত-কাঙালের দেশ,
মা'রের বদলে মা'র দেয়নাকো, তারা বলদ ও মেষ !

মান বাঁচাইতে প্রাণ দিতে নারে, পলাইয়া যায় ঘরে,
ঊর্দ্ধের মা'র আগুন আসিছে সেই ভীরুদের তরে!
পলাইয়া এরা বাঁচিবে না কেউ! হাড় খাবে, মাস খাবে,
শেষে ইহাদের চাম্‌ড়ায় দেখো ডুগ্‌ডুগিও বাজাবে!
পথের মাতাল মাতা-ভগ্নীর সম্মান নেয় কে'ড়ে,
শাস্তি না দিয়ে মাতালের, এরা পলায় সে পথ ছেড়ে।
কোন্ ফিল্মের্ দর্শক ওরা, ঝোপের ইঁদুর বেজি,
ইহাদের চেয়ে ঘরের কুকুর, সেও কত বেশী তেজি!
মানব জাতির ঘৃণ্য ভীরুরা, কাঁপে মৃত্যুর ডরে,
প্রাণ লয়ে ঢুকে খোপের ভিতর, দিনে দশবার মরে!
বড়দিন দে'খে ছোটমন হায় হ'তে চাহেনাকো বড়,
হ্যাট কোট দে'খে পথ ছে'ড়ে দেয় ভয়ে হয়ে জড়সড়!
প'চে মরে হায় মানুষ, হায় রে পঁচিশে ডিসেম্বর!
কত সম্মান দিতেছে প্রেমিক খ্রীষ্টে ধরার নর!
ধ'রেছিলে কোলে ভীরু মানুষের প্রতীক কি মেষশিশু?
আজ মানুষের দুর্গতি দে'খে কোথায় কাঁদিছ যীশু!

নবযুগ

—বিশ বৎসর আগে
তোমার স্বপ্ন অনাগত "নবযুগ"-এর রক্ত-রাগে
রেঙে উঠেছিল। স্বপ্ন সেদিন অকালে ভাঙিয়া গেল,
দৈবের দোষে সাধের স্বপ্ন পূর্ণতা নাহি পেল!
যে দেখায়েছিল সে মহৎ স্বপ্ন, তাঁরি ইঙ্গিতে বুঝি
পথ হ'তে হাত ধরে এনেছিলে এই সৈনিকে খুঁজি'?
কোথা হ'তে এল লেখার জোয়ার তরবারি-ধরা হাতে
কারার দুয়ার ভাঙিতে চাহিনু নিদারুণ সঙ্ঘাতে।—
হাতের লেখনী, কাগজের পাতা নহে ঢাল তলোয়ার
তবুও প্রবল কেড়ে নিল দুর্ব্বলের সে অধিকার!
মোর লেখনীর বহ্নিস্রোত বাধা পেয়ে পথে তার
প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু হয়ে ফিরিয়া এল আবার!
ধূমকেতু-সম্মার্জ্জনী মোর করে, নাই মার্জ্জনা
কারও অপরাধ; অসুরে নিত্য হানিয়াছে লাঞ্ছনা!—
হারাইয়া গেনু ধূমকেতু আমি দুদিনের বিস্ময়,
মরা তারা সম ঘুরিয়া ফিরিনু শূন্য আকাশময়।
সে যুগের ওগো জগ্‌লুল্! আমি ভুলিনি তোমার স্নেহ
স্মরণে আসিত তোমার বিরাট হৃদয়, বিশাল দেহ।
কত সে ভুলের কাঁটা দলি' কত ফুল ছড়াইয়া তুমি,
ঘুরিয়া ফিরেছ আকুল তৃষায় জীবনের মরুভূমি।

আমি দেখিতাম, আমার নিরালা নীল আসমান থেকে
চাঁদের মতন উঠিতেছ, কভু যাইতেছ মেঘে ঢেকে !
সুদূরে থাকিয়া হেরিতাম তব ভুলের ফুলের খেলা
কে যেন বলিত, এ চাঁদ একদা হইবে পারের ভেলা !
সহসা দেখিনু, এই ভেলা যাহাদের পার ক'রে দিল,
যে ভেলার দৌলত্ ও সওদা দশ হাতে লুটে নিল,
বিশ্বাসঘাতকতা ও আঘাত-জীর্ণ সেই ভেলায়
উপহাস করে তাহারাই আজ কঠোর অবহেলায় !
মানুষের এই অকৃতজ্ঞতা দেখি উঠি শিহরিয়া,
দানীরে কি ঋণী স্বীকার করিল এই সম্মান দিয়া ?
যত ভুল তুমি করিয়াছ, তার অনেক অধিক ফুল
দিয়াছ রিক্ত দেশের ডালায়, দেখিল না বুল্‌বুল্ !
যে সূর্য্য আলো দেয়, যদি তার আঁচ একটুকু লাগে,
তাহারি আলোকে দাঁড়ায়ে অম্‌নি গা'ল দেবে তারে রাগে ?
নিত্য চন্দ্র সূর্য্য ; তা'রাও গ্রহণে মলিন হয়,
তাই ব'লে তারে নিন্দা করা কি বুদ্ধির পরিচয় ?
এই কি বিচার লোভী মানুষের ? বক্ষে বেদনা বাজে,
অর্থের তরে অপমান করে আপনার শির-তাজে !
দুঃখ ক'রো না ক্ষমা কর, ওগো প্রবীণ বনস্পতি।
যার ছায়া পায় তারি ডাল কাটে অভাগা মন্দমতি।
আমি দেখিয়াছি দুঃখীর তরে তোমার চোখের পানি,
এক আল্লাহ্ জানেন তোমারে, দিয়াছ কি কোরবাণী !
এরা অজ্ঞান, এরা লোভী, তবু ইহাদেরে কর ক্ষমা
আবার এদেরে ডেকে আল্লার ঈদগাহে কর জমা।

শপথ করিয়া কহে এ বান্দা তার আল্লার নামে,
কোনো লোভ কোনো স্বার্থ লইয়া দাঁড়াইনি আমি বামে।
যে আল্লা মোরে রেখেছেন দূরে সব চাওয়া পাওয়া হ'তে,
চলিতে দেননি যিনি বিদ্বেষ গ্লানিময় রাজপথে,
যে পরম প্রভু মোর হাতে দিয়া তাঁহার নামের ঝুলি,
মস্‌নদ্ হ'তে নামায়ে, দিলেন আমারে পথের ধূলি,
সেই আল্লার ইচ্ছায় তুমি ডেকেছ আমারে পাশে!—
অগ্নি গিরির আগুন আবার প্রলয়ের উল্লাসে
জাগিয়া উঠেছে তাই অনন্ত লেলিহান শিখা মেলি,
আসিতে চাহিছে কে যেন বিরাট পাতাল-দুয়ার ঠেলি,
অনাগত ভূমিকম্পের ভয়ে দুনিয়ায় দোলা লাগে,
দেখো দেখো শহীদান ছু'টে আসে মৃত্যুর গুলবাগে!
কে যেন কহিছে, "বান্দা আর এক বান্দার হাত ধরো,
মোর ইচ্ছায় ওর ইচ্ছারে তুমি সাহায্য করো,"
তাই নবযুগ আসিল আবার। রুদ্ধ প্রাণের ধারা
নাচিছে মুক্ত গগনের তলে দুর্মদ মাতোয়ারা।
এই নবযুগ ভুলাইবে ভেদ, ভায়ে ভায়ে হানাহানি
এই নবযুগ ফেলিবে ক্লৈব্য ভীরুতারে দূরে টানি'।
এই নবযুগ আনিবে জরার বুকে নবযৌবন
প্রাণের প্রবাহ ছুটিবে, টুটিবে জড়তার বন্ধন।
এই নবযুগ সকলের, ইহা শুধু আমাদের নহে,
সাথে এস নৌজোয়ান! ভুলিয়া থেকো না মিথ্যা মোহে।
ইহা নহে কারও ব্যবসার, স্বদেশের স্বজাতির এ যে
শোনো আস্‌মানে এক আল্লার ডঙ্কা উঠিছে বেজে।

মোরা জনগণ, শতকরা মোরা নিরানব্বই জন,
মোরাই বৃহৎ, সেই বৃহতের আজ নব-জাগরণ।
ক্ষুদ্রের দলে কে যাবে তোমরা ভোগবিলাসের লোভে ?
আর দেরী নাই ওদের কুঞ্জ ধূলিলুণ্ঠিত হবে !
আছে যাহাদের বৃহতের তৃষা, নির্ভয় যার প্রাণ,
সেই বীরসেনা লয়ে জয়ী হবে নবযুগ-অভিযান।
আল্লার রাহে ভিক্ষা চাহিতে নবযুগ আসিয়াছে,
মহাভিক্ষুরে ফিরায়ো না, দাও যার যাহা কিছু আছে।
জাগিছে বিরাট দেহ লয়ে পুনঃ সুপ্ত অগ্নিগিরি,
তারি ধোঁওয়া আজ ধোঁওয়ায়ে উঠেছে আকাশভুবন ঘিরি।
একি এ নিবিড় বেদনা
একি এ বিরাট চেতনা
জাগে পাষাণের শিরায় শিরায়, সাথে জনগণ জাগে,
হুঙ্কারে আজ বিরাট, "বক্ষে কার পা'র ছোঁওয়া লাগে,
কোন্ মায়াঘুমে ঘুমায়ে ছিলাম, বুঝি সেই অবসরে
ক্ষুদ্রের দল বৃহতের বুকে ব'সে উৎপাত করে !
মোর অণুপরমাণু জনগণ জাগো, ভাঙো ভাঙো দ্বার
রুদ্র এসেছে বিনাশিতে আজ ক্ষুদ্র অহঙ্কার।"

শোধ করো ঋণ

আগুন জ্বলে না মাসে কতদিন হায় ক্ষুধিতের ঘরে,
ক্ষুধার আগুনে জ্ব'লে কত প্রাণ তিলে তিলে যায় ম'রে।
বোঝে না ধনিক, হোক সে হিন্দু হোক সে মুসলমান,
আল্লা যাদের নিয়ামত্ দেন, পাষাণ তাদের প্রাণ !

কত ক্ষুধাতুর শিশুর রসনা ক্ষুদকণা নাহি পায়,
মা'র বুক ছেড়ে গোরস্থানের মাটীতে গিয়া ঘুমায় !
যত দৌলত্ হাশ্মত-ওয়ালা হেরে তাহা পাশে থেকে,
আতর মাখিয়া পাথরের দল যেন ছায়াছবি দেখে !

ভেবেছে এমনি নিজে খেয়ে দেয়ে হইয়া খোদার খাসি
দিন কে'টে যাবে ! এ সুখের দিন কভু হবে নাক বাসি।
জগতের লোভী মরিতেছে আজ আল্লার অভিশাপে,
তবুও লোভের কাঁথা জড়াইয়া লোভী সব নিশি যাপে !

একটা খাসিরে ধরিয়া যখন জবাই করে কশাই,
আর একটা খাসি তখনও দিব্যি পাতা খায়, ভয় নাই।
ভেবেছ ওদেশে হ'তেছে শাস্তি, তোমাদের হইবে না,
তাই শোধ করিলে না আজো সেই পরম দানীর দেনা।

আর ক'টা দিন বেঁচে থাক, যাঁর ঋণ করিয়াছ, তিনি
তোমাদের প্রাণ দৌলত্ নিয়ে খেলিবেন ছিনিমিনি।

কী ভীষণ মা'র খাইবে সেদিন, বোঝ না অন্ধ জীব,
তোমাদের হাড়ে ভেল্‌কি খেলিবে সেদিন এই গরীব।

বেতন চাহিলে শুনিতে পায় না, মনিবের রাগ হয়,
"তিন দিন হাঁড়ি চড়েনিক" শুনে ভাবে, একি কথা কয়!
ঘরের পার্শ্বে লেগেছে আগুন, বোঝে না স্বার্থপর
আর দেরী নাই, পুড়িয়া যাইবে তাহারও সোনার ঘর।

বঞ্চিত রেখে দরিদ্রে, যারা করিয়াছে সঞ্চয়,
দেখিবে এবার, তার সঞ্চয় তার অধিকারে নয়।
অর্থের ফাঁদ পেতে দস্যুরে ডাকিয়া আনিছে যারা,
তাহারাই আগে মরিবে, ভীষণ শাস্তি পাইবে তা'রা।

উপবাস যার দিনের সাধনা, নিশীথে শয়নসাথী,
যাহারা বাহিরে গাছতলে থাকে, ঘরে জ্বলেনাক বাতি,
তাদের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা কি পাবে না পুরস্কার?
তারা তিলে তিলে ম'রে আনিয়াছে এবার খোদার মা'র!

তাদেরই করুণ মৃত্যু এনেছে ভয়াল মৃত্যু ডাকি,
তাদের আত্মা শান্তি পাইবে ভোগীর রক্ত মাখি'।
মানুষের মা'র নয় এ রে দাদা, এ যে আল্লার মা'র,
এর ক্ষমা নাই, এ নয় ধরার ভাঁড়ামি রাজবিচার।

উৎপীড়ক আর ভোগীদের আসিয়াছে রোজ-কিয়ামত্,
ধূলি-রেণু হয়ে উড়ে যাবে সব ইহাদের নিয়ামত্।
এদেরি হাতের অস্ত্র কাটিবে এদেরই স্কন্ধ, শির,
ইহারা মরিলে দুনিয়া হইবে স্নিগ্ধ, শান্ত, স্থির।

বাক্সের পানে চেয়ে চেয়ে চোখ ফ্যাকাশে হয়েছে বুঝি !
বাক্স ও চাবি নেবে না উঁহারা, কেড়ে নেবে শুধু পুঁজি।
খাবি খায় তবু চাবি ছাড়ে নাকো ! উৎকট প্রলোভন
মরে না কিছুতে, আত্মঘাতী তা' না হয় যতক্ষণ !

আমরা গরীব, শুকায়ে হয়েছি চামড়ার আমচূর,
খাম্‌চে ধরেছে মাংসওয়ালারে ক্ষুধিত বুনো কুকুর।
কোন্ বন থেকে কে জানে এসেছে নেক্‌ড়ে বাঘের দল,
আমাদের ভয় নাই, আমাদের নাইক গরু-ছাগল।

সামলাও মাল মালওয়ালা, দেখো পয়মাল হবে সব,
উর্দ্ধে নিত্য শুনিতেছ নাকি শকুনের কলরব ?
ধূমকেতু নয়, কোন মেথ্‌রাণী হাতে মুড়ো ঝাঁ্যাটা লয়ে
এসেছে আকাশে ; পৃথিবী উঠেছে ভীষণ নোঙ্‌রা হয়ে !

নোঙ্‌রা, লোভী ও ভোগী রহিবে না শুদ্ধ এ পৃথিবীতে,
এ আবর্জ্জনা পু'ড়ে ছাই হবে নরকের চুল্লীতে।
আসিছে ফিরিয়া এই বাঙ্‌লায় কাঙালের শুভদিন,
আজিও সময় আছে ধনী, শোধ করো তাহাদের ঋণ !

মোহর্‌রম

ওরে বাঙ্‌লার মুসলিম, তোরা কাঁদ্‌!
এনেছে এজিদী বিদ্বেষ পুনঃ মোহর্‌রমের চাঁদ।
এক ধর্ম্ম ও এক জাতি তবু ক্ষুধিত সর্ব্বনেশে
তখ্‌তের লোভে এসেছে এজিদ কম্‌বখ্‌তের বেশে!
এসেছে "সীমার", এসেছে 'কুফা'র বিশ্বাসঘাতকতা,
ত্যাগের ধর্ম্মে এসেছে লোভের প্রবল নির্ম্মমতা!
মুসলিমে মুসলিমে আনিয়াছে বিদ্বেষের বিষাদ,
কাঁদে আসমান জমিন, কাঁদিছে মোহর্‌রমের চাঁদ।
একদিকে মাতা ফাতেমার বীর দুলাল হোসেনী সেনা,
আর দিকে যত তখ্‌ত্‌ বিলাসী লোভী এজিদের কেনা।
মাঝে বহিতেছে শান্তিপ্রবাহ পুণ্য ফোরাত নদী,
শান্তিবারির তৃষাতুর মোরা, ওরা থাকে তাহা রোধি'!
একদিকে ইস্‌লামী ইমামের সিপাহি শান্তিব্রতী,
আর একদিকে স্বার্থান্বেষী হিংসুক ক্রোধমতি!
এই দুনিয়ার মৃত্তিকা ছিল তখ্‌ত্‌ যে খলিফার,
ভেঙে দিয়েছিল স্বর্ণ-সিংহাসনের যে অধিকার,
মদগর্ব্বী ও ভোগী বর্ব্বর এজিদী ধর্ম্মী যত,
যুগে যুগে সেই সাম্য ধর্ম্মে করিতে চেয়েছে হত।
এই ধূর্ত্ত ও ভোগীরাই তলোয়ারে বেঁধে কোরআন,
"আলীর" সেনারে করেছে সদাই বিব্রত পেরেশান!
এই এজিদের সেনাদল শয়তানের প্ররোচনায়
হাসান হোসেনে গালি দিতে যেত মদিনা ও মক্কায়।

এরাই আত্মপ্রতিষ্ঠা-লোভে মস্‌জিদে মস্‌জিদে
বক্তৃতা দিয়ে জাগাত ঈর্ষ্যা হায় স্বজাতির হৃদে।
ঐক্য যে ইসলামের লক্ষ্য, এরা তাহা দেয় ভেঙে।
ফোরাত নদীর কূল যুগে যুগে রক্তে উঠেছে রেঙে
এই ভোগীদের জুলুমে! ইহারা এজিদী মুসলমান,
এরা ইস্‌লামী সাম্যবাদেরে করিয়াছে খান খান!
এক বিন্দুও প্রেম-অমৃত নাই ইহাদের বুকে
শিশু আস্‌গরে তীর হেনে হাসে পিশাচের মত সুখে!
আপনার সুখ ভোগ ও বিলাস ছাড়া জানেনাক কিছু,
এক জন বড় হ'তে চায়, ক'রে লক্ষ জনেরে নীচু।
আজন্ম রহি, শ্বেতমর্ম্মর-প্রাসাদে মদবিলাসী,
তখ্‌ত্‌ টলিলে বলে, "দরিদ্রে মোরা বড় ভালোবাসি!"
দরিদ্রে ভালোবেসে যার ভুঁড়ি ফেঁপে হ'ল ধামা ঝুড়ি,
শীতের দিনেও চর্ব্বি গলিয়া প'ড়ে চাপকান ফুঁড়ি',
যাদের চরণ পরশ করেনি কখনো ধরার ধূলি,
যাহারা মানুষে করেছে ভৃত্য মু'টে মজুর ও কুলী,
অকল্যাণের দূত তারা আজ ভূত সেজে পথে পথে
মৃত্যুর ভয়ে ফিরিতেছে নেমে সোনার প্রাসাদ হ'তে।
সার্ব্বজনীন্ ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের সাম্যবাদ
যুগে যুগে এই অসুর-সেনারা করিয়াছে বর্‌বাদ।
ফোরাত নদীর স্রোত সম ধনসম্পদ লয়ে
দেয়নাক পিয়াসের এক ফোঁটা পানি। নির্ম্মম হয়ে
মারে কাটে এরা বে-রহম, এরা টলেনাক কোনোদিন,
এজিদী তখ্‌ত্‌ টুটেছে বলিয়া ছুটিছে শ্রান্তিহীন।

আল্লা রসুল মুখে বলে, তাঁর ক্ষমা পায়নিক এরা,
দেখেছে শুষ্ক দামেস্ক শুধু, দেখেনি কা'বা ও হেরা।
শোনেনি ইহারা আল-আরবীর সাম্য প্রেমের বাণী।
আল্লা! এরাও মুস্‌লিম, এরা রসুলের উম্মত্‌,
কেন পায়নিক প্রেম আর ক্ষমা শান্তি ও রহ্‌মত্‌?
ভুল পথে নিতে চায় অন্যেরে, ভুল পথে চলে, তবু
এরা মোর ভাই, এদেরে জ্ঞান ও প্রেম ক্ষমা দাও প্রভু।
লোভ ও অহঙ্কার ইহাদেরে করিয়াছে অজ্ঞান,
সাম্য মৈত্রী মানে না, তবুও এরা যে মুসলমান।
এদের ভুলের, মিথ্যা মোহের করি শুধু প্রতিবাদ,
ইহাদেরই প্রেমে কাঁদি আমি, কেন এরা হ'ল জল্লাদ?
আমাদের মাঝে যত দ্বন্দ্ব ও মন্দ হউক ভালো,
আল্লা! আবার জ্বালাও প্রেমের শান্ত মধুর আলো!
ভালোবাসাহীন এই পৃথিবীরে আর ভালো লাগেনাকো,
আমার পরম প্রেমময় প্রভু, প্রেম দিয়ে বেঁধে রাখো!
খলিফা হইয়া মুস্‌লিম দুনিয়ার বাদশাহী করে,
ভৃত্যে চড়ায়ে উটের পৃষ্ঠে নিজে চলে রশি ধ'রে!
খোদার সৃষ্ট মানুষেরে ভালোবাসিতে পারে না যারা,
জানি না কেমনে জন-গণ-নেতা হ'তে চায় হায় তারা।
ত্যাগ করেনাক ক্ষুধিতের তরে সঞ্চিত সম্পদ,
নওয়াব বাদসা জমীদার হয়ে, চায় প্রতিষ্ঠা মদ।
ভোগের নওয়াব আমীর ইহারা, ত্যাগের আমীর কই?
মোহর্‌রমের বিষাদ-মলিন চাঁদ পানে চেয়ে রই!
মা ফাতেমা! কোন্‌ জন্নতে আছ? দুনিয়ার পানে চাহ,

প্রার্থনা করো, দূর হোক ভায়ে ভায়ে বিদ্বেষ দাহ !
আমাদের মাঝে যার লোভ আছে, তাহা দূর হয়ে যাক,
যাহারা ভ্রান্ত, আসুক তাদের সত্যপথের ডাক।
ফোরাতের পানি ধরার মরুতে শান্তিধারার মত
—না, না, তোমারি মাতৃস্নেহ-রূপে বহে অবিরত।
সেই পবিত্র স্নেহবন্যার দুই কূলে ভায়ে ভায়ে—
হানা হানি করে! তুমি কাঁদিতেছ কোন্ জন্নত-ছায়ে ?
ফোরাতের পানি রক্তিম হ'ল ; মাগো, বিদ্বেষ-বিষে,
কা'রা তীর হানে কা'বার শান্তি মিনারের কার্ণিশে ?
তুমি দাও মাগো ফিরদৌস্ হ'তে দুটী ফোটা আঁখিবারি,
তব স্নেহবিগলিত অশ্রু, মা, সর্ব্বতৃষ্ণাহারী !
তুমি নবিজীর নন্দিনী, নন্দন আনন্দ দাও,
আল্লার কাছে ভায়ে ভায়ে পুনঃ মিলন ভিক্ষা চাও !
"সীমার" "এজিদ" সকলের তরে কেয়ামতে ক্ষমা চা'বে,
আজ দুনিয়ায় ভায়ে ভায়ে কি মা রবে দুশ্‌মনী ভাবে ?
দূর হোক এই ভাবের অভাব ভায়ে ভায়ে এই আড়ি,
সকলের ঘরে যাক আরবের খেজুর রসের হাঁড়ী !
অখণ্ড এক চাঁদ আজ বুঝি দুখণ্ড হয়ে যায়,
শরীকি আসিল হায় যারা মানে লা-শরীক আল্লায়।
কারবালা যেন নাহি আসে আর মোহর্রমের চাঁদে,
তাজিয়া মিসিলে একি কাজিয়ার খেলা,

দেখে প্রাণ কাঁদে

শান্তি, শান্তি, আল্লা শান্তি দাও।
সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত তুমি, নাও তব প্রেমপথে নাও।

আর কত দিন ?

প্রভু আর কত দিন
তোমার প্রথম বেহেশ্‌ত পৃথিবী রহিবে গ্লানি-মলিন ?
ধরার অঙ্ক পাপ-কলঙ্ক-পঙ্ক-লিপ্ত করি,
বরাহ মহিষ অসুর দানব ফিরিতেছে সঞ্চরি' ?
অত্যাচারীর ম'ার খেয়ে মরে তব দুর্ব্বল জীব,
যত খুন খায় তত বে'ড়ে যায় লোভী ও ভোগীর জিভ্‌ !
তোমার সত্য-পথ-ভ্রষ্ট হয়েছে মানুষ ভয়ে,
আত্মা আত্মহত্যা করেছে অপমানে পরাজয়ে !
মনুষ্যত্ব মুমূর্ষু আজ, ক্লৈব্য কাপুরুষতা
পঙ্গু পাষাণ করেছে জীবন !—মালিন্য, দৈন্যতা,
হীন প্রবৃত্তি, চাম্‌চিকা সম জীবনের পোড়া ঘরে
বাঁধিয়াছে বাসা ! আশার আলোক জ্বলেনাক অন্তরে।
প্রভু আলো দাও, আলো !
ঘুচুক ভয়ের ভ্রান্তি, জড়তা, ঘন নিরাশার কালো।

প্রভু আর কত দিন
ধূর্ত্তের কাছে বিশ্বাস সরলতা রবে দীন হীন ?
স্বার্থান্বেষী চতুরের কাছে "সবর্‌" ধৈর্য্য, আর,
ওগো কাঙালের পরম বন্ধু, কত দিন খাবে মার ?
যত মার খায় তত তারা জপে নিত্য তোমার নাম,
আশ্রয় শুধু যাচে প্রভু তব ! চায় না জপের দাম।

আশ্রয় দাও পূর্ণ পরম আশ্রয়দাতা স্বামী,
আশ্রয়-হীনে রক্ষিতে তব শক্তি আসুক নামি'।
শুনিয়াছি, তুমি নহ জালিমের, উৎপীড়কের নহ,
নির্য্যাতিত ও অসহায় যথা, তার দ্বারে জাগি' রহ ;
ডাকিনি বলিয়া অভিমানে বুঝি লও নাই প্রতিশোধ,
আপনার হাতে করেছি আপন ঘরের দুয়ার রোধ।

আর ভয় নাই, প্রভু দ্বার, খুলিয়াছি,
আঁধারে মরেছি তিলে তিলে, যদি আঁধারে আসিয়া বাঁচি!
তুমি কৃপা করো, ক্ষমা-সুন্দর, অপরাধ ক্ষমা করো,
আশ্রয় দাও দুর্ব্বলে, উৎপীড়কেরে সংহারো।
অন্ধ বধির পথভ্রান্তে দেখাও তোমার পথ,
আমাদের ঘিরে থাকুক নিত্য তোমার অভয়-রথ!
পশ্চিমে তব শাস্তি নেমেছে, পূর্ব্বে নামিল কই ?
হে চির-অভেদ। আমরা কি তবে তোমার সৃষ্ট নই ?
যে শাস্তি দাও পশ্চিমে, পূবে সে ভয় দাওনি প্রভু ;
বিশ্বাস আর তব নাম লয়ে বেঁচে আছি মোরা তবু।
সব কেড়ে নিক অত্যাচারীরা, প্রভু গো দাও অভয়,
বিশ্বাস আর ধৈর্য্য ও তব নাম—যেন সাথী রয়।
এই বিশ্বাসে, তোমার নামের মহিমায়—ফিরে পাব
শান্তি, সাম্য। তব দাস মোরা তব কাছে ফিরে যাব।
প্রেম, আনন্দ, মাধুরী ও রস পাব এই দুনিয়াতে,
তোমার বিরহে কাঁদিব আমরা জাগিয়া নিশীথ রাতে।

বল প্রেমময়, বল হে পরম সুন্দর, বল প্রভু,
অন্ধ জীবের এই প্রার্থনা মিথ্যা হবে না কভু
তুমি বল দাও, তুমি আশা দাও, পরম শক্তিমান !
বহু দুখ সহিয়াছি, এইবারে দাও চির-কল্যাণ।
সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মিটাও মিটাও সাধ,
তোমারি এ বাণী—দেখিব তোমার কৃপার পূর্ণ চাঁদ !
প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও নিত্য মোদের 'পর,
পূর্ণ হউক তোমার প্রসাদে আমাদের কুঁড়েঘর।
আমরা কাঙাল, আমরা গরীব, ভিক্ষুক, "মিস্‌কিন্"
ভোগীদের দিন অস্ত হউক, আসুক মোদের দিন।
তুমিই শক্তি, ভক্তি ও প্রেম, জ্ঞান আনন্দ দাও,
কবুল কর এ প্রার্থনা, প্রভু, কৃপা কর, ফিরে চাও !
এক সে তোমারি ধ্যান তপস্যা আরাধনা হোক স্বামী,
নিরভাব হোক মানুষ, গাহুক তব নাম দিবাযামী।
উর্দ্ধ হইতে কে বলে "আমেন" "তথাস্তু" বলো, বলো,
চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়, দেহ কাঁপে টলমল !
সত্য হউক সত্য হউক উর্দ্ধের এই বাণী,
দরিদ্রে দান করিতে করুণা, আসিছেন মহাদানী !

বিশ্বাস ও আশা

বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তাহার কাছে,
নড়াচড়া করে, তবুও সে মড়া, জ্যান্ত সে মরিয়াছে।
শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ইমান লয়েছে কেড়ে,
পরাণ গিয়াছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে!

থাকুক অভাব দারিদ্র্য ঋণ রোগ শোক লাঞ্ছনা,
যুদ্ধ না ক'রে তাহাদের সাথে নিরাশায় মরিও না।
ভিতরে শত্রু ভয়ের ভ্রান্তি, মিথ্যা ও অহেতুক
নিরাশায় হয় পরাজয় যার, তাহার নিত্য দুখ।

"হয়ত কী হবে" এই ভেবে যারা ঘরে ব'সে কাঁপে ভয়ে,
জীবনের রণে নিত্য তারাই আছে পরাজিত হয়ে।
তারাই বন্দী হয়ে আছে গ্লানি অধীনতা কারাগারে!
তারাই নিত্য জ্বালায় পিত্ত অসহায় কারাগারে!

এরা অকারণ ভয়ে ভীত, এরা দুর্ব্বল নির্ব্বোধ,
ইহাদের দেখে দুঃখের চেয়ে জাগে মনে বেশী ক্রোধ।
এরা নির্ব্বোধ, না ক'রে কিছুই জিভ মেলে প'ড়ে আছে
গোরস্থানেও ফুল ফোটে, ফুল ফোটে না এ মরা গাছে।

এদের যুক্তি অদৃষ্টবাদ, ব'সে ব'সে ভাবে একা,
'এ মোর নিয়তি, বদ্‌লানো নাহি যায় কপালের লেখা!'

পৌরুষ এরা মানে না, নিজেরে দেয় শুধু ধিক্কার,
দুর্ভাগ্যের সাথে নাহি ল'ড়ে মেনেছে ইহারা হা'র।

এরা জড়, এরা ব্যাধিগ্রস্ত, মিশো না এদের সাথে,
মৃত্যুর উচ্ছিষ্ট আবর্জ্জনা এরা দুনিয়াতে।
এদের ভিতরে ব্যাধি, ইহাদের দশদিক তমোময়,
চোখ বুঁজে থাকে, আলো দেখিয়াও বলে, 'ইহা আলো নয়।'

প্রবল অটল বিশ্বাস যার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে
যৌবন আর জীবনের ঢেউ কল-তরঙ্গে আসে,
মরা মৃত্তিকা করে প্রাণায়িত শস্যে কুসুমে ফলে,
কোনো বাধা তার রুধেনাক পথ, কেবল সুমুখে চলে,
চির-নির্ভয় ; পরাজয় তার জয়ের স্বর্গ-সিঁড়ি,
আশার আলোক দেখে তত, যত আসে দুর্দ্দিন ঘিরি'।
সেই পাইয়াছে পরম আশার আলো, যেয়ো তারি কাছে,
তাহারি নিকটে মৃত্যুঞ্জয়ী অভয়-কবচ আছে।

যারা বৃহতের কল্পনা করে, মহৎ স্বপ্ন দেখে,
তারাই মহৎ কল্যাণ এই ধরায় এনেছে ডেকে।
অসম্ভবের অভিযান-পথ তারাই দেখায় নরে,
সর্ব্বস্থষ্টি ফেরেশ্‌তারেও তারা বশীভূত করে।

আত্মা থাকিতে দেহে যারা সহে আত্ম-নির্য্যাতন,
নির্য্যাতকেরে বধিতে যাহারা করে না পরাণ-পণ,
তাহারা বদ্ধ জীব পশু সম, তাহারা মানুষ নয়,
তাদেরই নিরাশা মানুষের আশা ভরসা করিছে লয়।

হাত-পা পাইয়া কর্ম্ম করে না কুর্ম্ম-ধর্ম্মী হয়ে
রহে কাদা-জলে মুখ লুকাইয়া আঁধার বিবরে ভয়ে,
তাহারা মানব-ধর্ম্ম ত্যজিয়া জড়ের ধর্ম্ম লয়,
তাহারা গোরস্থান শ্মশানের, আমাদের কেহ নয় !

আমি বলি, শোনো মানুষ ! পূর্ণ হওয়ার সাধনা করো,
দেখিবে তাহারি প্রতাপে বিশ্ব কাঁপিতেছে থরথর।
ইহা আল্লার বাণী যে, মানুষ যাহা চায় তাহা পায়,
এই মানুষের হাত পা চক্ষু আল্লার হয়ে যায় !

চাওয়া যদি হয় বৃহৎ, বৃহৎ সাধনাও তার হয়,
তাহারি দুয়ারে প্রতীক্ষা করে নিত্য সর্ব্ব জয়।
অধৈর্য্য নাহি আসে কোনো মহাবিপদে সে সেনানীর,
অটল শান্ত সমাহিত সেই অগ্রনায়ক বীর।

নিরানন্দের মাঝে আল্লার আনন্দ সেই আনে,
চাঁদের মতন তার প্রেম জনগণ-সমুদ্রে টানে।
অসম সাহস আসে বুকে তার অভয় সঙ্গ ক'রে,
নিত্য জয়ের পথে চ'লো সেই পথিকের হাত ধ'রে !

পূর্ণ পরম বিশ্বাসী হও, যাহা চাও পাবে তাই,
তাহারে ছুঁয়ো না সেই মরিয়াছে, বিশ্বাস যার নাই !

ডুবিবে না আশাতরী

তুমি ভাসাইলে আশাতরী, প্রভু, দুর্দ্দিন ঘন ঝড়ে,
ততবার ঝড় থেমে যায়, তরী যতবার ট'লে পড়ে।
তুমি যে তরীর কাণ্ডারী তার ডুবিবার ভয় নাই,
তোমার আদেশে সে তরীর দাঁড় বাহি, গুন টেনে যাই।
আসে বিরুদ্ধশক্তি ভীষণ প্রলয় তুফান লয়ে,
কাঁপে তরণীর যাত্রীরা কেহ নিরাশায় কেহ ভয়ে।
নদীজল কাঁপে টলমল যেন আহত ফণীর ফণা,
দমকে অশনি চমকে দামিনী—ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা।
অন্ধ যামিনী, দেখিতে পাই না কাণ্ডারী তুমি কোথা?
তোমার জ্যোতিতে অগ্রপথের দূর করো অন্ধতা!
তোমার আলোরে আবৃত করে ভয়াল তিমির রাতি,
দূর করো ভয় হে চির-অভয় জ্বালায়ে আশার বাতি!
হে নব যুগের নব অভিযান-সেনাদল শোনো সবে,
তোমরা টলিলে তুফানে তরণী আরো চঞ্চল হবে।
এ তরীর কাণ্ডারী আল্লাহ্ সর্ব্বশক্তিমান্,
বিশ্বাস রাখো তাঁর শক্তিতে, এ তাঁহার অভিযান।
ভয় যার মনে যুদ্ধ না ক'রে তার পরাজয় হয়,
ভয় যার নাই মরিয়াও সেই সহিদের হয় জয়।
অগ্রপথের সেনারা করে না পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
জয়ী হয় তা'রা জীবনে, অথবা মৃত্যু করে বরণ।

জীবন মৃত্যু সমান তাদের, ঘুম জাগরণ সম,
এক আল্লাহ্ ইহাদের প্রভু, বন্ধু ও প্রিয়তম।
আল্লার নামে অভিযান করি আমাদের ভয় কোথা,
দুবার মরে না মানুষ, তবুও কেন এ দুর্ব্বলতা।
ডুবে যদি তরী, বাঁচি কিবা মরি, আল্লা মোদের সাথী,
যেখানেই উঠি তাঁর আশ্রয় পাব মোরা দিবারাতি।
মোদের ভরসা একমাত্র সে নিত্য পরম প্রভু,
দুলুক তরণী, আমাদের মন নাহি দোলে যেন কভু।
পাব কূল মোরা পাব আশ্রয়—রাখো বিশ্বাস রাখো,
তাঁর কাছে করো শক্তি ভিক্ষা, তাঁরে প্রাণ দিয়া ডাকো।
পূর্ণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থির করো প্রাণমন,
দূর হবে সব বাধা ও বিঘ্ন, আসিবে প্রভঞ্জন।
হয়ত প্রভুর পরীক্ষা ইহা, ভয় দেখাইয়া তিনি,
ভয় করিবেন দূর আমাদের, জ্ঞাতা একক তিনি!
পার হইতেছি মোরা নিরাশা ও অবিশ্বাসের নদী,
ডুবিবে তরণী, যদি ভয় পাই অধৈর্য্য আসে যদি!
হে নবযুগের নৌসেনা রণতরীর নৌজোয়ান,
আল্লারে নিবেদন ক'রে দাও আল্লার দেওয়া প্রাণ।
পলাইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না মৃত্যুর হাত হ'তে,
মরিতে হয়ত মরিব আমরা এক-আল্লার পথে।
পৃথিবীর চেয়ে সুন্দরতর কত যে জগৎ আছে,
সে জগৎ দেখে যাব আনন্দধামে আল্লার কাছে।

—আমাদের কিবা ভয়—

আমাদের চির চাওয়া-পাওয়া এক আল্লাহ্ প্রেমময়!

তাঁর প্রেমে মোরা উন্মাদ, তাঁর তেজ হাতে তলোয়ার,
মোদের লক্ষ্য চির-পূর্ণতা নিত্য সঙ্গ তাঁর।
দুলুক মোদের রণতরী, যেন মনতরী নাহি দোলে,
যেখানেই যাই মোরা জানি ঠাঁই পাব পাব তাঁর কোলে।
থেমে যাবে এই দুর্য্যোগ-ঘন প্রলয় তুফান ঝড়,
'কওসর' অমৃত পাব, কর আল্লাতে নির্ভর!
মোদের অপূর্ণতা ও অভাব পূরণ করিবে সে,
অসম্ভবের অভিযান-পথে সৈন্য করেছে যে!
তাঁরি নাম লয়ে বলি, বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।
তাঁহারি কৃপায় তাঁরে ভালোবেসে, ব'লে আমি চ'লে যাই,
তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোন চাওয়া-পাওয়া নাই।
আর বলিব না। তাঁরে ভালোবেসে ফিরে এসে মোরে ব'লো,
কি হারাইয়া কি পাইয়াছ তুমি, কি দশা তোমার হ'লো!

সকল পথের বন্ধু

হে আনন্দ-প্রেম-রস ঘন, মধুরম্, মনোহর !
একি মদিরার আবেশে নেশায় কাঁপে তনু থরথর !
হৃদি-পদ্মিনী-নিঙাড়িয়া বঁধু—
আনিতে চাও কি অমৃতমধু,
উদাসীন মনে আন একী সুরভিত বন-মর্ম্মর !
ঘন অরণ্য আড়ালে কে হাস প্রিয় জ্যোতিঃ-সুন্দর !

কৃষ্ণা তিথির আড়ালে আমার চাঁদ লুকাইয়াছিলে !
আমি ভেবেছিনু, আমি কালো, তুমি তাই প্রেম নাহি দিলে !
বুঝি নাই, রসময়, তব খেলা
ভয় হ'ত, যদি কর অবহেলা।
বেণুকা বাজায়ে পথে এনে হায় কোথা তুমি লুকাইলে ?
দেখেছ কি দেহে কাদা, অন্তরে রাধারে নাহি দেখিলে ?

তব অভিসার-পথ রুধিয়াছে কে যেন ভয়ঙ্কর !
দিগ্ দিগন্তে অন্ধ করেছে বাধার তুফান ঝড়।
সীতার মতন কে যেন কেশ ধ'রে
আঁধার পাতালে লইয়া গিয়াছে মোরে।
জড়াইয়া যেন শত শত নাগ বিযাক্ত অজগর
দংশেছে মোরে, বিষে জরজর !—তবু, ওগো মনোহর—

ডাকিনি তোমায়, যদি এই বিষ তব শ্রীঅঙ্গে লাগে !
এই পঙ্ক, এ মালিন্য যদি বাধা আনে অনুরাগে।
বলেছি, "বন্ধু, স'রে যাও, স'রে যাও,
আমার এ ক্লেশে আমারে কাঁদিতে দাও।"
আমার দুঃখ "লু" হাওয়ার জ্বালা না আনে গোলাপ-বাগে !
ক্ষমা ক'রো ভুল বুঝিও না, যদি অভিমান জাগে !

জানি তুমি মোরে জড়ায়ে ধরেছ প্রকাশ-ব্রহ্মরূপে,
আমার বক্ষে চেতনানন্দ হয়ে কাঁদ চুপে চুপে !
হৃদি শতদল কাঁপে মোর টলমল,
মোর চোখে ঝরে তোমার অশ্রুজল !
বক্ষে জড়ায়ে আন প্রেমলোকে, নামিয়া অন্ধকূপে,
অমৃত স্বরূপে হে প্রিয়তম আনন্দ-স্বরূপে !

আঁধারে আলোকে যখন যে পথ টানে, তুমি থাক কাছে।
অরণ্যপথে তব আনন্দ কুরঙ্গ হয়ে নাচে !
আমার তীর্থ-মরু-পথে ছায়া হয়ে
সাথে সাথে চল আঙুরের রস লয়ে,
পথের বালুকা পাখীর পালক ফুল হয়ে ফুটিয়াছে !
চোখে জল, বুকে মধু বলে—"বঁধু, আছে আছে, সাথে আছে।"

তোমারে ভিক্ষা দাও

বল হে পরম প্রিয়-ঘন মোর স্বামী !
আমাতে কাহারও অধিকার নাই, এক সে তোমার আমি
ভালো ও মন্দে মধুর দ্বন্দ্বে কি খেলা আমারে ল'য়ে
খেলিতেছ তুমি, কেহ জানিবে না, থাকুক গোপন হয়ে !
আমারেও তাহা জানিতে দিও না, শুধু এই জানাইও,
আমার পূর্ণ পরম মধুর, মধুর তুমি হে প্রিয় !
আমার জানা ও না-জানা সর্ব্বঅস্তিত্বের প্রভু
একা তুমি হও ! সেথা কারো ছায়া পড়েনাক যেন কভু !
তোমার আমার পরমানন্দ ফোটে ছন্দ ও গানে,
তুমি শুনো তাহা, তুমি লঘু ; গুরুজন হাত দিক্ কানে !
লতার প্রলাপ গোলাপের মত কথা মোর কেন ফোটে !
তুমি জান, কেন ঊষা আসে ভোরে, কেন শুকতারা ওঠে ।
ঘুমে জাগরণে শয়নে স্বপনে সর্ব্বকর্ম্মে মম
তব স্মৃতি তব নাম যেন হয় সাথী মোর, প্রিয়তম !
নিবিড় বেদনা হইয়া আমার বক্ষে নিত্য থেকো,
ভুলিতে দিও না, আমি যদি ভুলি অমনি আমারে ডেকো !
তুমি যারে ভোলো, ভাগ্যহীন সে তোমারে ভুলিয়া যায়,
তুমি কৃপা ক'রে চাহ যার পানে, সেই তব প্রেম পায় ।
তুমি যারে ডাক, পাগল হইয়া সেই ধায় তব পথে,
বাঁশী না শুনিলে বন-হরিণী কি ছুটে আসে বন হ'তে ?

চাঁদ ওঠে আগে, দে'খে অনুরাগে চকোরী ব্যাকুলা হয়,
এত পাখী আছে, চাতকীরই কেন মেঘের সাথে প্রণয় ?
কে দিলে তাহারে মেঘের তৃষ্ণা, হে রস-মধুর, বলো !
তুমি রস দিলে আঁখির আকাশ হয় জল-ছলছল।
চাঁদ যবে ওঠে, চকোর তাহার চকোরীরে ভু'লে যায়,
চকোরীও ভোলো চকোরে, যখন চাঁদের সে দেখা পায়।
চাঁদের স্বপন ভুলিয়া দু'জন নীড়ে কেন ফিরে আসে ?
তব লীলা ধরা প'ড়ে যায়, দেখে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে।
তুমি নির্গুণ নাকি ? আমি দেখি গুণের অন্ত নাই,
ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে আসিয়া শুধু তব গুণ গাই !
ভুলে যাই আমি কি ভিক্ষা চাই, পরাণ কাহারে যাচে,
খুঁজিয়া পাই না ভিক্ষার ঝুলি, চোরে চুরি করিয়াছে !
মন হাসে, প্রাণ কাঁদে ! বলে, জানি চুরি করে কোন্ চোরে।
তোমারে যে চায় ভিক্ষা, তাহার ঝুলিটিও নাও হ'রে !
যে হাতে ভিক্ষা চায়, ভিখারীর সে হাত কাড়িয়া লও,
হে মহামৌনী ! কাঁদ কেন এত ? কথা কও, কথা কও !
কতযুগ গেল, কত সে জনম শুনিনি তোমার কথা,
এত অনুরাগ দিয়ে, বৈরাগী, কেন দিলে বধিরতা ?
তোমারে দেখার দৃষ্টি দিলে না, দিলে আঁখি-জল,
অশ্রু তোমার কৃপা ; তবু আঁখি হ'ল না কি নির্ম্মল ?
দৃষ্টিরে কেন ফিরাইয়া দাও—তব সৃষ্টির পানে ?
বলো, বলো, কোথা লুকাইয়া আছ সৃষ্টির কোন্‌খানে !
ঊর্দ্ধে যাব না, লহো হাত ধ'রে তব সৃষ্টির কাছে,
কোথা তুমি, সেথা লয়ে যাও, এই অন্ধ ভিখারী যাচে !

কি ভিক্ষা চায় ভিখারী তোমার, আগে থেকে রাখো জেনে,
চাহিব যখন, হে চোর, তখন পলায়োনা হার মেনে।
আর কিছু নয়, চির প্রেমময়, তোমারে ভিক্ষা চাই,
এক তুমি ছাড়া এই ভিখারীর কিছুই চাওয়ার নাই!
তব-দেওয়া এই তনুমনপ্রাণ মোর যাহা কিছু আছে,
তুমি জান, কেন নিবেদন ক'রে দিয়াছি তোমার কাছে।
যা-কিছু পেয়েছি, পাইতেছি যাহা, পাইব যা কিছু পরে,
সে যে তব দান, তাই নিবেদিত থাক উহা তব তরে।
তোমার দানের সম্মান, প্রভু, আমি কি রাখিতে পারি?
তব দান দাও সকলে বিলায়ে, আমারে কর ভিখারী।
তব দান মোর কামনা ও লোভ সঞ্চিত ক'রে রাখে,
বঞ্চিত ক'রে তোমার মিলনে, ঐ সবই ঘিরে থাকে!
দান দিয়ে মোরে দিও না ফিরায়ে, হে দানী, তোমারে দাও,
তব দান নিয়ে তব ভিখারীরে চিরতরে চিনে নাও!
তোমারেই চাই জেনে, করিয়াছ চুরি ভিক্ষার ঝুলি,
ধরা পড়িয়াছ মনোচোর, দাও চোখের বাঁধন খুলি'।
সব ভুলে যাই, কিছু মনে নাই, খেলাতেছিলে কি খেলা,
আমারি মতন ঘুমাইতে কারে দাওনি?
তব নাম লয়ে সুদূর মিনারে কে ডাকিছে ভোরবেলা?

বক্‌রীদ্

"শহীদান"দের ঈদ এল বক্‌রীদ্!
অন্তরে চির নৌ-জোয়ান যে, তারি তরে এই ঈদ।
আল্লার রাহে দিতে পারে যারা আপনারে কোর্‌বান,
নির্লোভ নিরহঙ্কার যারা, যাহারা নিরভিমান,
দানব দৈত্যে কতল্ করিতে আসে তলোয়ার লয়ে,
ফিরদৌস্ হ'তে এসেছে যাহারা ধরায় মানুষ হয়ে,
অসুন্দর ও অত্যাচারীরে বিনাশ করিতে যারা
জন্ম লয়েছে চির-নির্ভীক যৌবন-মাতোয়ারা,—
তাহাদেরি শুধু আছে অধিকার ঈদ্‌গাহে ময়দানে,
তাহারাই শুধু বক্‌রীদ্ করে জান মাল কোর্‌বানে।
বিভূতি, "মাজেজা," যাহা পায় সব প্রভু আল্লার রাহে
কোরবানী দিয়ে নির্য্যাতিতেরে মুক্ত করিতে চাহে।
এরাই মানব-জাতির খাদেম, ইহারাই খাক্‌সার,
এরাই লোভীর সাম্রাজ্যের ক'রে দেয় মিস্‌মার!
ইহারাই "ফিরদৌস-আল্লা"র প্রেম-ঘন অধিবাসী
তস্‌বী ও তলোয়ার লয়ে আসি' অসুরে যায় বিনাশি'।
এরাই সহিদ, প্রাণ লয়ে এরা খেলে ছিনিমিনি খেলা,
ভীরুর বাজারে এরা আনে নিতি নব নওরোজ-মেলা!
প্রাণ-রঙ্গীলা করে ইহারাই ভীতি-ম্লান আত্মায়,
আপনার প্রাণ-প্রদীপ নিভায়ে সবার প্রাণ জাগায়।

কল্পবৃক্ষ পবিত্র "জৈতুন্" গাছ যথা থাকে,
এরা সেই আসমান থেকে এসে, সদা তারি ধ্যান রাখে!
এরা আল্লার সৈনিক, এরা "জবীহুল্লা"র সাথী,
এদেরি আত্মত্যাগ যুগে যুগে জ্বালায় আশার বাতি।
ইহারা, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রভু আল্লার রাহে,
ভয় করেনাক কোনো দুনিয়ার কোনো সে শাহান্শাহে।
এরাই কা'বার হজের যাত্রী, এদেরই দস্ত্-চুমি'!
কওসর্ আনে নিঙাড়িয়া রণক্ষেত্রের মরুভূমি!
"জবীহুল্লা"র দোস্ত্-ইহারা, এদেরি চরণাঘাতে,
"আব-জম্জম্" প্রবাহিত হয় হৃদয়ের মক্কাতে।
ইব্রাহিমের কাহিনী শুনেছ? ইসমাইলের ত্যাগ?
আল্লারে পাবে মনে কর কোরবানী দিয়ে গরু ছাগ?
আল্লার নামে, ধর্ম্মের নামে, মানব-জাতির লাগি'
পুত্রেরে কোরবানী দিতে পারে, আছে কেউ হেন ত্যাগী?
সেই মুস্লিম থাকে যদি কেউ, তস্লিম করি তারে,
ঈদ্গাহে গিয়া তারি সার্থক হয় ডাকা আল্লারে।
অন্তরে ভোগী, বাইরে যে রোগী, মুসলমান সে নয়,
চোগা চাপকানে ঢাকা পড়িবে না সত্য যে পরিচয়!
লাখো "বক্রা"র বদলে সে পার হবে না পুল্সেরাত,
সোনার বলদ ধনসম্পদ দিতে পার খুলে হাত?
কোরাণ মজিদে আল্লার এই ফরমান্ দেখো প'ড়ে,
আল্লার রাহে কোরবানী দাও সোনার বলদ ধ'রে।
ইব্রাহিমের মত পুত্রেরে আল্লার রাহে দাও,
নৈলে কখনো মুস্লিম নও, মিছে শাফায়ৎ চাও!

নির্য্যাতিতের লাগি' পুত্রেরে দাও না শহীদ হ'তে,
চাক্‌রীতে দিয়া মিছে কথা কও—"যাও আল্লার পথে !"
বক্‌রীদি চাঁদ করে ফর্‌য়্যাদ্ দাও দাও কোরবানী,
আল্লারে পাওয়া যায় না করিয়া তাঁহার না-ফর্‌মানি !
পিছন হইতে বুকে ছুরি মেরে, গলায় গলায় মেলো,
ক'রো না আত্ম-প্রতারণা আর, খেল্‌কা খুলিয়া ফেল !
উমরে, খালেদে, মুসা ও তারেকে বক্‌রীদে মনে কর,
শুধু্ সাল্‌ওয়ার পরিও না, ধর হাতে তলোয়ার ধর !
কোথায় আমার প্রিয় শহীদল মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ ?
(এস) ঈদের নামাজ পড়িব, আলাদা আমাদের ময়দান !

আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও

("ফি সবিলিল্লাহ্")

মোর পরম-ভিক্ষু আল্লার নামে চাই
ভিক্ষা দাও গো মাতা পিতা বোন্ ভাই,
দাও ভিখারীরে ভিক্ষা দাও।

মোর পরম-ডাকাত ঘরের দুয়ার খুলি'
হরিয়া আমার সর্ব্বস্ব সে
দিয়াছে ভিক্ষাঝুলি
তাঁর মহাদান সেই ঝুলি কাঁধে তুলি'
এসেছি ভিখারী, হে ধনী, ফিরিয়া চাও।
আল্লার নামে ভিক্ষা দাও।

হে ধনিক, তাঁর পাইয়াছ বহুদান,
রত্ন মাণিক ভোগ যশ সম্মান,
তব প্রাসাদের চারিদিকে ভিখারীরা
প্রসাদ মেগেছে ক্ষুধার অন্ন,
চায়নি তোমার হীরা।
বলো, বলো, সেই নিরন্নদের মুখে
অন্ন দিয়াছ ? কেঁদেছ তাদের দুখে ?
লজ্জা ঢাকিয়া নগ্ন দেহের তার
মুক্তি, পেয়েছে তোমার মুক্তি-হার ?

তব আত্মার আত্মীয় যারা
তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায়
কাঙালের বেশে কাঁদে তব দরজায়—
তাড়ায় তাদেরে গাল দিয়ে দরওয়ান,
তুমিও মানুষ, কাঁদে না তোমার প্রাণ ?
হীরা মাণিকের পাষাণ পরিয়া
তুমি কি পাষাণ হ'লে ?
তোমার আত্মা কাঁদে না তোমার দুয়ারে
মানুষ ম'লে ?

পাওনি শান্তি, আনন্দ প্রেম—
জানি আমি তাহা জানি,
তোমার অর্থ ঢাকিয়া রেখেছে
তোমার চোখের পানি !
কাঙালিনী মা'র বুকে ক্ষুধাতুর শিশু
তোমার দুয়ারে কাঁদে শোনো, ঐ শোনো।
ভিক্ষা দাও না, রাশি রাশি হীরা মণি
তু'লে রাখ আর গোণো।
এ টাকা তোমার রবে না, বন্ধু জানি,
এ লোভ তোমারে নরকে লইবে টানি'।
"আর্শ্" আসন টলিয়াছে আল্লার,
শুনি ক্ষুধিতের কাঙালের হাহাকার।
তাই সে পরম-ভিক্ষু ভিক্ষা চায়
ভিখারীর মার্‌ফতে তব দরজায়।

ক্ষমা পাবে তুমি, আজিও সময় আছে,
ভিক্ষা না দিলে পুড়িবে অগ্নি-আঁচে।
মৃত্যুর আর দেরী নাই তব—
ফিরে চাও ফিরে চাও,
পরম-ভিক্ষু মোর আল্লার নামে—
দরিদ্র উপবাসীরে ভিক্ষা দাও।

ওগো জ্ঞানী, ওগো শিল্পী, লেখক, কবি,
তোমরা দেখেছ উর্দ্ধের শশী রবি।
তোমরা তাঁহার স্নুন্দর সৃষ্টিরে
রেখেছ ধরিয়া রসায়িত মন ঘিরে।
তোমাদের এই জ্ঞানের প্রদীপ-মালা
করে নাকো কেন কাঙালের ঘর আলা ?
এত জ্ঞান এত শক্তি, বিলাস সে কি ?
আলো তার দূর কুটীরে যায় না
কোন্ সে শিলায় ঠেকি' ?

যাহারা বুদ্ধিজীবী, সৈনিক
হবে না তাহারা কভু,
তারা কল্যাণ আনেনি কখনো,
তারা বুদ্ধির প্রভু।
তাহাদের রস দেবার তরে কি
লেখনী করিছ ক্ষয় ?
শতকরা নিরানব্বই জন
তারা তব কেহ নয় ?

এই দরিদ্র ভিখারীরা আজ
অসহায় গৃহহারা
“আলো দাও” ব’লে কাঁদিছে দুয়ারে—
ভিক্ষা পাবে না তারা ?
অজ্ঞান-তিমিরান্ধকারের
ইহারা বদ্ধ জীব,
উৎপীড়কের পীড়নে পীড়িত
দলিত বদ্-নসীব ।
তোমাদের আছে বিপুল শক্তি,
কৃপণ হইয়া তবে
কেন সহ মানুষের অপমান,
মানুষ কি দাস রবে ?
আমার পিছনে পীড়িত আত্মা
অগণন জনগণ
অসহ জুলুম যন্ত্রণা পেয়ে
করিতেছে ক্রন্দন ।
পরম-ভিক্ষু আদেশ দিলেন,
ভিক্ষা চাহিতে, তাই
এই অগণন জনগণ তরে
আসিয়াছি দ্বারে, ভাই ।
ভোলো ভয়, দূর করো কৃপণতা
পাষাণে প্রাণ জাগাও,
ভিখারীর ঝুলি পূর্ণ হইবে
তোমরা ভিক্ষা দাও ।

তোমরা কি দলপতি,
　　　　তোমরা কি নেতা ?
শুনেছি, তোমরা কল্যাণকামী
　　　　মহান্ উদারচেতা।
তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিব
　　　　চরম আত্মদান,
চাহিব তোমার অভিনন্দন, মালা
　　　　যশ খ্যাতি, প্রাণ।
চাহিব তোমার গোপন ইচ্ছা
　　　　আত্ম-প্রতিষ্ঠার,
চাহিব ভিক্ষা তোমার সর্ব্ব
　　　　লোভ ও অহঙ্কার।
পরম ভিক্ষু পাঠায়েছে মোরে
　　　　দাও সে ভিক্ষা দাও।
আপনার সব লোভ ও তৃষ্ণা
　　　　তাঁহারে বিলায়ে দাও।
তিনি নিরভাব, পূর্ণ। ভিক্ষা
　　　　চাহেন এ তাঁর সাধ,
শালুক ফুটায়ে যেমন তাহারি
　　　　প্রেম-প্রীতি চায় চাঁদ।
যশ খ্যাতি ও অহঙ্কারের
　　　　লোভ তাঁরে দিলে ভিখ,
ফিরে পাবে তাঁর মহাদান
　　　　হবে মহা-নেতা নির্ভীক !

নিজেরা আত্মত্যাগ ক'রে মহা-
ত্যাগের পথ দেখাও !
ভিক্ষা চাহে এ ভিখারী, ভিক্ষা
দাও গো ভিক্ষা দাও !
তুমি কে ? তুমি মদোন্মত্ত
মানবের যৌবন,
তুমি বারিদের ধারাজল, মহা-
গিরির প্রস্রবণ ।
তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ, তুমি
ছন্দ মূর্ত্তিমান,
তুমিই পূর্ণ প্রাণের প্রকাশ,
রুদ্রের অভিযান !
যুগে যুগে তুমিই অকল্যাণেরে
করিয়াছ সংহার,
তুমিই বৈরাগী, বক্ষের প্রিয়া
ত্যজি' ধর তলোয়ার !
জরাজীর্ণের যুক্তি শোন না,
গতি শুধু সম্মুখে,
মৃত্যুরে প্রিয় বন্ধুর সম
জড়াইয়া ধর বুকে ।
তোমরাই বীর সন্তান, যুগে
যুগে এই পৃথিবীর,
হাসিয়া তোমরা ফুলের মতন
লুটায়েছ নিজ শির ।

দেহেরে ভেবেছ ঢেলার মতন,
প্রাণ নিয়ে কর খেলা,
তোমারই রক্তে যুগে যুগে আসে
অরুণ উদয় বেলা।
তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে
আঁখি ভ'রে উঠে জলে,
তোমরা যে পথে চলো, কেঁদে আমি
লুটাই সে পথতলে।
তোমাদেরই প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে
এসেছি ভিখারী আমি,
ভিক্ষা চাহিতে পাঠাল সর্ব্ব-
জাতির পরম স্বামী।
তোমরা শহীদ্, তোমরা অমর,
নিতি আনন্দধামে
তোমরা খেলিবে, তোমাদের তরে
তাঁর কৃপা নিতি নামে।
তোমরাই আশা-ভরসা জাতির
স্বদেশের সেনাদল,
তোমরা চলিলে, আনন্দে ধরা
কেঁপে ওঠে টলমল।
তোমরা প্রবাহ, তোমরা শক্তি,
তোমরা জীবনধারা,
তোমাদেরই স্রোত যুগে যুগে ভাঙে
সব বন্ধন-কারা।

তুষার হইয়া কেন আছ আজও,
আগুন উঠেছে জ্বলে,
দিক্ দিগন্ত কাঁপাইয়া, ছুটে
এসো সবে দলে দলে।
তোমরা জাগিলে ঘুচে যাবে সব
ক্লৈব্য ও অবসাদ,
পরম-ভিক্ষু এক আল্লার
পূরিবে সেদিন সাধ।
আর কেহ ভিখ্ দিক বা না দিক্
তোমরা ভিক্ষা দাও,
সাম্য শান্তি আসিবে না, যদি
তোমরা ফিরে না চাও।
নহি নেতা, রাজনৈতিক, প্রেম-
ভিক্ষা আমার নীতি।
পৃথিবী স্বর্গ, পৃথিবীতে ফের
জাগুক স্বর্গ-প্রীতি।
অসম্ভবেরে সম্ভব করা
জাগো নবযৌবন।
ভিক্ষা দাও গো, এ ধরা হউক
আল্লার গুল্‌শন্।

একি আল্লার কৃপা নয় ?

একি আল্লার কৃপা নয় ?
একি তাঁর সাহায্য নয় ?
যথা ছিল শুধু পরাজয় ভয়,
সেখানে পাইলে জয় !
রক্তের স্রোত বহাতে যাহারা এসেছিল এই দেশে,
ধরেছে তাদের টুঁটি টিপে আজ তাঁর অভিশাপ এসে।
আল্লার আশ্রয় চেয়ে, আল্লার শক্তিতে আজ
তোমরা পেয়েছ আশ্রয় আর তারা পাইতেছে লাজ।
লোভ আর ভোগ চাহে যারা, নাই তাদের ধর্ম্ম জাতি,
তাদের শুধু এক নাম আছে, রাক্ষস ব'লে খ্যাতি !
হউক হিন্দু, হউক ক্রীশ্চান, হোক সে মুসলমান,
ক্ষমা নাই তা'র, যে আনে তাঁহার দুনিয়ায় অকল্যাণ !
জুলুম যে করে শক্তি পাইয়া, দানব সে, সে অসুর,
আল্লার মার প'ড়ে তারে করে দুনিয়া হইতে দূর।
তাহাদেরই তরে দোজখে নরকে ভীষণ অগ্নি জ্বলে,
দলিছে যাহারা তাঁহার সৃষ্টি মানুষেরে পদতলে !
সকল জাতির সব মানুষের এক আল্লাহ্ সেই,
তাঁর সৃষ্টির বিচার করার কারু অধিকার নেই !
আমরা নিত্য চেষ্টা করিব চলিতে তাঁহারি পথে,
করিব না ভয়, আসুক আঘাত শত শত দিক হ'তে !

নির্য্যাতিতের আল্লাহ্ তিনি, কোনো জাতি নাই তাঁর,
যুগে যুগে মারে উৎপীড়কেরে তাঁহার প্রবল মার।
তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,
মুসলিম সেই, যে মানে এক সে আল্লার ফর্‌মান।
দূর করো লোভ, ক্ষুদ্র অহঙ্কার,
ফেলিয়া দিওনা, পাইয়াছ হাতে আল্লার তলোয়ার!
দূর ক'রে দাও সন্দেহ, দুর্ব্বলের অবিশ্বাস,
সমুখে জাগুক পরম সত্য আল্লার উল্লাস!
খানিক পেয়েছ, মাণিক পাওনি, দেরি নাই তাও পাবে,
তাঁর জ্যোতি চির-অভয়ের পথে নিত্য লইয়া যাবে!
চারিদিক হ'তে ঘিরিয়া আসিছে হের অগ্নির ঢেউ,
যারা তাঁর পথে রহিবে, তাঁদের মারিবে না কভু কেউ!
শুধু তাহারাই রক্ষা পাইবে! সাবধান, সাবধান!
মহাযুদ্ধের রূপে আসিয়াছে তাঁর শেষ ফর্‌মান!
তাঁর শক্তিতে জয়ী হবে, ল'য়ে আল্লার নাম, জাগো!
ঘুমায়ো না আর, যতটুকু পার শুধু তাঁর কাজে লাগো!
অন্তরে তব উঠুক ঝলসি' আল্লার তলোয়ার,
ভিতরের ভয় ঘুচিলে আসিবে এই হাতে আরবার!
কোনো ব্যক্তির করিওনা পূজা, এক তাঁর পূজা কর,
রাজনীতি নয় মুক্তির পথ, এক তাঁর পথ ধর!
মানুষের লোভ বাড়ায়ে দিও না তার জয়ধ্বনি ক'রে,
মানুষেরে ত্রাতা ভাবিলে অমনি আল্লাহ্ যান স'রে!
তিনিই সর্ব্বকল্যাণদাতা, সর্ব্ববিপদত্রাতা,
তিনি দিশা দেন সহজ পথের, তিনিই সর্ব্বজ্ঞাতা!

তাঁর দেওয়া কৃপা-শক্তির চেয়ে ভাই
মানবের জ্ঞানে দানব মারার কোনো সে শক্তি নাই।
চুক্তিতে আর যুক্তিতে কভু মানুষ বদ্ধ হয় ?
তিনি প্রেম দিলে ত্রিভুবন হয় সাম্য শান্তিময় !
আমি বুঝিনাক কোনো সে "ইজ্‌ম্" কোনোরূপ রাজনীতি,
আমি শুধু জানি, আমি শুধু মানি, এক আল্লার প্রীতি !
ভেদ-বিভেদের কথা বলে যারা, তারা শয়তানী চেলা,
আর বেশী দিন নাই, শেষ হয়ে এসেছে তাদের খেলা !
থাকি কি না থাকি এই দুনিয়ায়, তোমরা থাকিয়া দেখো,
সেদিন সিজ্‌দা ক'রো আল্লারে, কাঁদিয়া তাঁহারে ডেকো !
সেদিন সত্য হয় যদি তাঁর এই বান্দার কথা,
ঘুচে যাবে মোর চিরজনমের সকল দুঃখ ব্যথা।
মানুষ আবার তাঁর প্রেমে নেয়ে চিরপবিত্র হোক !
জিনের দুনিয়া লভুক আবার জান্নাতের আলোক !

মহাত্মা মোহ্‌সিন

সকল জাতির সব মানুষের বন্ধু হে মোহ্‌সিন।
এ যুগে তুমিই শোধ করিয়াছ এক আল্লার ঋণ ॥
ভোগ করনিক বিপুল বিত্ত পেয়ে
ভিখারী হইলে শুধু আল্লারে চেয়ে,
মহাধনী হ'লে আল্লার কৃপা পেয়ে
দুনিয়ায় তাই রহিলে কাঙাল দীন ॥

মানুষের ভালবাসায় পাইলে আল্লার ভালোবাসা,
সৃষ্টির তরে কাঁদিয়া, পূরালে তব স্রষ্টার আশা।
তব দান তাই ফুরায়ে নাহি ফুরায়,
বিত্ত হইল নিত্য এ দুনিয়ায়,
শিখাইয়া গেলে, মুস্‌লিম তারে কয়
অর্থ যাহারে কিনিতে পারে না
যে নহে লোভ-মলিন ॥

এক আল্লাহ্ "জিন্দাবাদ্"

উহারা প্রচার করুক, হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ,
আমরা বলিব, "সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ্।"
উহারা চাহুক সঙ্কীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ নিত্য আলোক, প্রেম, অভেদ।

উহারা চাহুক দাসের জীবন আমরা শহীদী দর্জ্জা চাই,
নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই!
ওরা মরিবে না, যুদ্ধ বাধিলে লুকাইবে ওরা কচু-বনে,
দন্তনখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অঙ্গনে।

ওরা নির্জ্জীব, জিব নাড়ে তবু শুধু স্বার্থ ও লোভবশে,
ওরা 'জিন্', প্রেত, যক্ষ, উহারা লালসার পাঁকে মুখ ঘষে।
মোরা বাঙ্লার নবযৌবন মৃত্যুর সাথে সঞ্চরি,
উহাদেরে ভাবি মাছি পিপীলিকা মারিনাক তাই দয়া করি'।

মানুষের অনাগত কল্যাণে উহারা চির-অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসীরাই শয়তানী-চেলা ভ্রান্ত-দ্রষ্টা ভুল-ভাসী।
ওরা বলে, হবে নাস্তিক সব মানুষ, করিবে হানাহানি।
মোরা বলি, হবে আস্তিক, হবে আল্লা-মানুষে জানাজানি!

উহাঁরা চাহুক অশান্তি ; মোরা চাহিব ক্ষমা ও প্রেম তাঁহার,
ভূতেরা চাহুক গোর ও শ্মশান আমরা চাহিব গুল্-বাহার !
আজি পশ্চিম পৃথিবীতে তাঁর ভীষণ শাস্তি হেরি মানব,
ফিরিবে ভোগের পথ হ'তে ভয়ে চাহিবে শান্তি সাম্য সব।

হুতুমপ্যাঁচারা কহিছে কোটরে হইবে না আর সূর্য্যোদয়,
কাকে তার টাকে ঠোক্‌রাইবে না হোক তার নখ চঞ্চু ক্ষয়।
বিশ্বাসী কভু বলে না এ কথা, তারা আলো চায়, চাহে জ্যোতিঃ,
তারা চাহেনাক এই উৎপীড়ন এই অশান্তি দুর্গতি।

তারা বলে, যদি প্রার্থনা মোরা করি তাঁর কাছে একসাথে,
নিত্য ঈদের আনন্দ তিনি দিবেন ধূলির দুনিয়াতে।
সাত আসমান হ'তে তারা সাত-রঙা রামধনু আনিতে চায়,
আল্লাহ্ নিত্য মহাদানী প্রভু যে যাহা চায়, সে তাহা পায় !

যারা অশান্তি দুর্গতি চাহে তারা তাই পাবে দেখো রে ভাই,
উহারা চলুক উহাদের পথে, আমাদের পথে আমরা যাই !
ওরা চাহে রাক্ষসের রাজ্য, মোরা আল্লার রাজ্য চাই,
দ্বন্দ্ব-বিহীন আনন্দ-লীলা এই পৃথিবীতে হবে সদাই।

মোদের অভাব রবে না কিছুই, নিত্যপূর্ণ প্রভু মোদের,
শকুন শিবার মত কাড়াকাড়ি করে শব লয়ে—শখ ওদের !
আল্লা রক্ষা করুন মোদেরে, ও পথে যেন না যাই কভু,
নিত্য পরম-সুন্দর এক আল্লাহ্ আমাদের প্রভু।

পৃথিবীতে যত মন্দ আছে, তা ভালো হোক, ভালো হোক, ভালো
এই বিদ্বেষ-আঁধার দুনিয়া তাঁর প্রেমে আলো হোক, আলো !
সব মালিন্য দূর হয়ে যাক সব মানুষের মন হ'তে,
তাঁহার আলোক প্রতিভাত হোক এই ঘরে ঘরে পথে পথে ।

দাঙ্গা বাধায়ে লুট করে যারা তারা লোভী, তারা গুণ্ডাদল,
তারা দেখিবে না আল্লার পথ চিরনির্ভয় সুনির্ম্মল ।
ওরা নিশিদিন মন্দ চায়, ওরা নিশিদিন দ্বন্দ্ব চায়,
ভূতেরা শ্রীহীন ছন্দ চায়, গলিত শবের গন্ধ চায় !

তাড়াবে ওদের দেশ হ'তে মেরে আল্লার অনাগত সেনা,
এরাই বৈশ্য, ফসল শস্য লুটে খায়, এরা চির-চেনা ।
ওরা মাকড়সা, ওদের ঘরের ঘেরোয়াতে কভু যেয়ো না কেউ,
পোড়ো ঘরে থাকে জাল পেতে, ওরা দেখেনি প্রাণের সাগর-ঢেউ !

বিশ্বাস কর এক আল্লাতে প্রতি নিঃশ্বাসে দিনে রাতে
হবে "দুল্‌দুল্‌"—আসোওয়ার পাবে আল্লার তলোয়ার হাতে ।
আলস্য আর জড়তায় যারা ঘুমাইতে চাহে রাত্রিদিন,
তাহারা চাহে না চাঁদ ও সূর্য্য তারা জড় জীব গ্লানি-মলিন !

নিত্য সজীব যৌবন যার এস এস সেই নৌ-জোয়ান,
সর্ব্বক্লৈব্য করেছে দূর তোমাদেরই চির-আত্মদান !
ওরা কাদা ছুঁড়ে বাধা দেবে ভাবে—ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ,
মোরা ফুল ছুঁড়ে মারিব ওদের, বলিব—"আল্লা জিন্দাবাদ্‌ !"

গোঁড়ামি ধর্ম্ম নয়

শুধু গুণ্ডামী, ভণ্ডামী আর গোঁড়ামি ধর্ম্ম নয়,
এই গোঁড়াদেরে সর্ব্বশাস্ত্রে শয়তানী চেলা কয়।
এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম্ম কহে না কভু।
তবু অজ্ঞানে যদি শয়তানে শরিকী স্বত্ব আনে,
তার বিচারক এক সে আল্লা—লিখিত আল্-কোরাণে।
মানুষ তাহার বিচার করিতে পারে না, নরকে তারে
অথবা স্বর্গে কোন্ মানুষের শক্তি পাঠাতে পারে ?
"উপদেশ শুধু দিবে অজ্ঞানে"—আল্লার সে হুকুম,
নিষেধ কোরাণে—বিধর্ম্মী 'পরে করিতে কোনো জুলুম।
কেন পাপ করে, ভুল পথে যায় মানবজন্ম ল'য়ে,
কেন আসে এই ধরাতে জন্ম-অন্ধ পঙ্গু হ'য়ে।
কেন কেহ হয় চিরদরিদ্র, কেহ চিরধনী হয়,
কেন কেউ অভিশপ্ত, কাহারো জীবন শান্তিময় ?
কোন্ শাস্ত্রী বা মৌলানা, বলো, জেনেছে তাহার ভেদ ?
গাধার মতন বয়েছে ইহারা শাস্ত্র কোরাণ বেদ !
জীবনে যে তারে ডাকেনিক, প্রভু ক্ষুধার অন্ন তার
কখনো বন্ধ করেননি কেন, কে করে তার বিচার ?
তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিরে।

তাঁহার চন্দ্র সূর্য্যের আলো করে না ধর্ম্ম ভেদ,
সর্ব্বজাতির ঘরে আসে, কই আনে না ত বিচ্ছেদ।
তাঁর মেঘবারি সব ধর্ম্মীর মাঠে ঘাটে ঘরে ঝরে,
তাঁহার অগ্নি জ্বলে, বায়ু বহে সকলেরে সেবা করে।
তাঁর মৃত্তিকা ফল ফুল দেয় সর্ব্বজাতির মাঠে,
কে করে প্রচার বিদ্বেষ তবু তাঁর এ প্রেমের হাটে?
কোনো "ওলি" কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গম্বর,
অন্য ধর্ম্মে দেয়নিক গালি,—কে রাখে তার খবর?
যাহারা গুণ্ডা, ভণ্ড, তারাই ধর্ম্মের আবরণে
স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে।
জাতিতে জাতিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিদ্বেষ এরা আনি'
আপনার পেট ভরায়, তখ্‌ত্‌ চায় এরা শয়তানী।
ধর্ম্ম আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত,
বলে এরা, হয়ে মন্ত্রী, করিবে স্বধর্ম্মীদের হিত।
এরা জমিদার মহাজন ধনী নওয়াবী খেতাব পায়,
কারো কল্যাণ চাহে না ইহারা, নিজ কল্যাণ চায়।
ধনসম্পদ এতো ইহাদের, করেছে কি কভু দান?
আশ্রয় দেয় গরীবে কি কভু এদের ঘর দালান?
ধর্ম্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ,
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদেরে মেরে·কর সব শেষ।
নাই পরমত-সহিষ্ণুতা সে কভু নহে ধার্ম্মিক,
এরা রাক্ষস-গোষ্ঠী ভীষণ দৈত্যাধিক।
উৎপীড়ন যে করে, নাই তার কোনো ধর্ম্ম ও জাতি,
জ্যোতির্ম্ময়েরে আড়াল করেছে, এরা আঁধারের সাথী!

মানবে মানবে আনে বিদ্বেষ কলহ ও হানাহানি,
ইহারা দানব কেড়ে খায় সব মানবের দানাপানি।
এই আক্ষেপ জেনো তাহাদের মৃত্যুর যন্ত্রণা,
মরণের আগে হতেছে তাদের দুর্গতি লাঞ্ছনা।
এক সে পরম বিচারক তাঁর শরিক কেহই নাই,
কাহারে শাস্তি দেন তিনি, দেখো দু'দিন পরে তা ভাই!
মোরা দরিদ্র কাঙাল নির্য্যাতিত ও সর্ব্বহারা,
মোদের ভ্রান্ত দ্বন্দ্বের পথে নিতে চায় আজ যারা
আনে অশান্তি উৎপাত আর খোঁজে স্বার্থের দাঁও,
কোরাণে আল্লা এদেরই কন—"শাখা-মৃগ হ'য়ে যাও।"

জোর জমিয়াছে খেলা

জোর জমিয়াছে খেলা!
ক্যাল্‌কাটা মাঠে সহসা বিকাল বেলা।
এই জনগণ-অরণ্যে যেন বহিত না প্রাণবায়ু,
শিথিল হইয়া ছিল যেন সব স্নায়ু!
সহসা মৌন অরণ্যে আজ উঠেছে প্রবল ঝড়,
ভিড় ক'রে পাখী নীড় ছেড়ে করে কোলাহল-মর্ম্মর।
জমাট হইয়া ছিল সাগরের জল,
সহসা গলিয়া ছুটিল স্রোতের জল।
ময়দানে জোর ভিড় জমিয়াছে বড় ছোট মাঝারির,
স্বদেশী বিদেশী লোভী নির্লোভী হেটো মেঠো বাজারীর!
এই দিকে "রাজী", ও-দিকে "নারাজী" দল
সেণ্টারে প'ড়ে আছে "ভারতের স্বাধীনতা"-ফুটবল!
"রাজী" জয়ী হবে ব'লে বাজি রাখে মজুর ও বিড়িওয়ালা,
কেল্লার ধারে জমায়েত হয়ে বাঁধা রেখে ঘটি থালা।
কাহার কেল্লা ফতে হবে সবে কয়,
"রাজী"রা খেলিতে জানে, উহারাই জয়ী হবে নিশ্চয়।
'গ্যালারী' ভর্ত্তি মধ্যবিত্ত আধা-বড়লোক যত,
ছাতা উচাইয়া "রাজী"দের জয়-ধ্বনি করে অবিরত।
"নারাজী" দলের 'সাপোর্টার' যত কোট প্যাণ্ট্ চাপকান,
সংখ্যায় সাত কুড়ি, তবু তিন হাত তুড়িলাফ খান!

এরা খায় বিড়ি, ওরা খায় সিগারেট,
এরা খায় চানাচুর ও বাদাম, ওরা চপ্ কাট্‌লেট্ !
জোর জমিয়াছে খেলা,
বুট-পরা পায়ে ফুটবলে লাথি মারে, হুল্লোড় মেলা !
খাইয়া "ফাউল-কারী" "নারাজী"রা কেবল ফাউল করে,
রেফারীকে দেয় কাফেরী ফতোয়া যদি সে ফাউল ধরে !
"শেম" "শেম" বলে জনগণ হ্যাট্‌য়ারা দেয় হ্যাটে তালি,
খেলিতে পারে না, ফেলিতে পারে না ঠেলা দিয়ে, দেয় গালি।
কোন্ দল জেতে কোন্ দল হারে উঠিয়াছে কোন্দল,
"নারাজী"র দিকে বুড়োরা, "রাজীর" জোয়ান নতুন দল !
উঠেছে হট্টগোল
ঐ দিল—গোল্, গোল্।
মট্‌রুর নানা দেড় চোখ কানা, ঝুড়ি তুলে মারে কিক্,
লুঙ্গি ধ'রে চলে "রাজী"রা এবার গোল দিল দেখো ঠিক্ !
"নারাজী"রা হ'ল যেন আলু-ভাজি, করে শুধু হ্যাণ্ডবল্,
যত গোল খায় তত গোলমাল করে তারা অবিরল !
কবুতর ওড়ে, মোগলী লম্ফ মারে বগলের ছাতা,
"জয় রাজী" ব'লে ওড়ায় রঙীন কুচি কাগজের পাতা।
খেলা জমিয়াছে জোর,
"নারাজী"রা রাগে, "রাজী"রা ততই হাসিয়া করে স্কোর !
"নারাজী"র দলে বিদেশী খেলুড়ী, "রাজী"র দেশের ছেলে,
"রাজী"রা পায়ের জোরে খেলে "নারাজী"রা গা'র জোরে ঠেলে।
আজও খেলা শেষ হয় নাই ময়দানে,
"হাফ্‌টাইমে"র আগেই কে গোল খেয়েছে সবাই জানে।

এরি মাঝে আসিয়াছে ঘনঘটা রুক্ষ আকাশ ঘিরে,
কা'রা যেন ক্রোধে নীল আসমান বিজলী নখরে চিরে!
বাজে বাদলের মাদল ঝাঁজর মৃদঙ্গ গুরুগুরু,
মাথার উপরে ছাতার তাম্বু, বৃষ্টি হয়েছে শুরু!
দর্শক ছাখে, এঁকেবেঁকে পড়ে মাঠে কা'রা পিছলায়ে
"রাজী" দল ছোটে তীরের মতন চাকা-বাঁধা যেন পায়ে
খেলা জোর জমিয়াছে,
দর্শক সব এবার এগিয়ে এসেছে দড়ির কাছে।
বৃষ্টি নেমেছে, এবার দৃষ্টি প্রখর কর রে দাদা,
কার দিকে কত হয় সে ফাউল, কে ছিটায় কত কাদা।
খেলা দেখ, দেখ খেলা,
"রাজী" কি "নারাজী" জয়ী হ'ল, ব'লো তোমরাই সাঁঝ বেলা!
কবুতরগুলি ফেরে নাই ঘরে ঘুরিছে মাথার পর,
কাহারা জিতিল, দেশে দেশে গিয়া শুনাবে খোশ্‌খবর!

বোমার ভয়

বোমার ভয়ে বৌ, মা, বোন, নেড়্‌রি গেঁড়্‌রি লয়ে
দিগ্বিদিকে পলায় ভীরু মানুষ মৃত্যুভয়ে !
কোন্‌খানে হায় পলায় মানুষ, মৃত্যু কোথায় নাই ?
পলাতকের দল ! বলে যাও সে-দেশ কোথায় ভাই ?
মানুষ মরে একবার, সে দু'বার মরেনাকো,
হায়রে মানুষ ! তবু কেন মৃত্যুর ভয় রাখ ।
আরেক দেশে পালিয়ে তোমার মৃত্যুভয় কি যাবে ?
মৃত্যু-ভ্রান্তি দিবানিশি তোমায় ভয় দেখাবে ।
না মরিয়া বীরের মত মৃত্যু আলিঙ্গিয়া,
তিলে তিলে মরে ভীরু যে যন্ত্রণা নিয়া,
সে যাতনার চেয়ে বোমার আগুন স্নিগ্ধ আরো !
মরণ আসে বন্ধু হয়ে, মরতে যদি পারো
তেমন মরণ । দেখ্‌বে সেদিন সবে
পৃথ্বী হবে নতুন আবার মৃত্যু-মহোৎসবে ।

আল্লাহ্‌ ভগবানের আমরা যদি আশ্রয় পাই,
সেই সে পরম অভয়াশ্রমে মৃত্যুর ভয় নাই !
যেতে পার তাঁর কাছে ছুটে তুমি প্রবল তৃষ্ণা লয়ে ?
তাঁহারে ছুঁইলে ছোঁবে না তোমারে কখনো মৃত্যুভয়ে !

সেখানে যাওয়ার ট্রেন কোন্ ইস্টিশনে সে পাওয়া যায় ?
সে প্ল্যাটফর্ম্ম দেখেছ কি কভু ? দেখনিক তুমি হায় !
যেখানেই তুমি পলাও মৃত্যু সাথে সাথে দৌড়াবে !
জানিয়াও কেন অকারণে মৃত্যুর ভয়ে খাবি খাবে ?
দেখেছি ভীষণ মানুষের স্রোত ভীষণ শাস্তি স'য়ে,
চলেছে অজানা অরণ্যে যেন ভীতি-উন্মাদ হয়ে !
পুরুষের রূপে দেখেছি বৌমা করে কোণ ঠাসাঠাসি,
আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া বাক্স বোঁচ্কা পোঁট্‌লা রাশি।
যাহারা যাইতে পারিল না, প'ড়ে রহিল অর্থাভাবে
সঞ্চিত নাই অর্থ, কোথায় ক্ষুধার অন্ন পাবে ?
তাহাদের কথা ভাবিল না কেউ, ধরিল না কেহ হাতে,
কেহ বলিল না, "মরিতে হয়ত এস মরি এক সাথে !"
কেহ বলিল না, "কেন পলাইব, এস দল বেঁধে রই,
সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আমরা এস সৈনিক হই।"
ক্ষুদ্র অস্ত্র ল'য়ে কি করিয়া যুদ্ধ করিছে চীন ?
অস্ত্র ধরিতে পারে না, যাহারা অন্তরে বলহীন।
যাহারা নির্য্যাতিত মানবেরে রক্ষা করিতে চায়,
আকাশ হইতে নেমে আসে, হাতে অস্ত্র তারাই পায় !
বোমার ভয় এ নহে, ইহা ক্লীব ভীরুর মৃত্যুভয়,
ইহারা ধরার বোঝা হয়ে আছে, ইহারা মানুষ নয়।
যে দেশে তাদের জন্ম সে দেশ ছেড়ে এরা পরদেশে,
কেমন করিয়া খায় দায়, মুখ দেখায়, বেড়ায় হেসে ?
অর্থের চাকচিক্য দেখায় হায় রে লজ্জাহীন,
ইহাদেরই শিরে বোমা যেন পড়ে, ইহারা হোক বিলীন !

বোমা দেখেনিক, শব্দ শোনেনি, শুধু তার নামে প্রেমে
এদের সর্ব্ব অঙ্গ ব্যাকুল হইয়া উঠিছে ঘেমে !
জীবন আর যৌবন যার আছে সেই সে মৃত্যুহীন,
গোরস্থানের শ্মশানের ভূত যারা ভীরু যারা দীন !
কেন বেঁচে আছে এরা পৃথিবীরে ভারাক্রান্ত ক'রে ?
ইহাদেরি শিরে পড়ে যেন যদি বোমা কোনদিন পড়ে !
নৌ-জোয়ানরা এস দলে দলে বীর শহীদান সেনা ;
তোমরা লভিবে অমর-মৃত্যু, কোনো দিন মরিবে না !
ইতিহাসে আর মানবস্মৃতিতে আছে তাহাদেরি নাম,
যারা সৈনিক দৈত্যের সাথে করেছিল সংগ্রাম !
যারা ভীরু তারা কীটের মতন কখন গিয়েছে ম'রে,
তাদের কি কোনো স্মৃতি আছে, কেউ তাদের কি মনে করে ?
ক্ষুদ্র-আত্মা নিষ্প্রাণ এরা, ইহারা গেলেই ভালো,
ভিড় করেছিল নিরাশা-আঁধার, এবার আসিবে আলো !
দেশের জাতির সৈনিক যদি কোনো দিন জয় আনে,
এই আঁধারের জীব যদি ফিরে আসে আলোকের পানে,
ইহাদের কাঁধে লাঙল বাঁধিয়া জমি করাইও চাষ,
তবে যদি হয় চেতনা এদের, হয় যদি ভয় হ্রাস !
চল্লিশ কোটি মানুষ ভারতে, এক কোটি হোক সেনা,
কোনো পরদেশী আসিবে না, কোনো বিদেশীরা রহিবে না !
বিরাট বিপুল দেশ আমাদের, কার এত সেনা আছে,
ভারত জুড়িয়া যুদ্ধ করিবে ? পরাজয় লভিয়াছে,
এই মৃত্যুর ভয়ে শুধু, এরা রোগে ভুগে পচে মরে,
তবু লভিবে না অমৃত ইহারা মৃত্যুর হাত ধ'রে !

সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকা ভাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ভবে,
এই অস্ত্রেই সর্ব্ব অসুর দানব বিনাশ হবে,
চল্লিশ কোটি মানুষ মারিতে কোথা পাবে গোলাগুলি,
সর্ব্বভয়ের রাক্ষস পশু পালাবে লাঙ্গুল তুলি'।
বোমা যদি আসে, দেখে যাব মোরা বোমা সে কেমন চীজ
তাহারি ধ্বনিতে ধ্বংস হইবে সর্ব্ব ক্লৈব্য-বীজ!
যাহারা জন্ম-সৈনিক, তারা ছু'টে এস দলে দলে,
শক্তি আসিবে পৃথিবী কাঁপিবে আমাদের পদতলে।
আমরা যুঝিয়া মরি যদি সব ভীরুতা হইবে লয়,
পৃথিবীতে শুধু বীর সেনাদের জয় হোক, হোক জয়!

কচুরী-পানা

(গান)

ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা !
(এরা) লতা নয়, পরদেশী অসুর-ছানা ॥ (ধূয়া)
ইহাদের সবংশে কর কর নাশ,
এদেরে দগ্ধ ক'রে কর ছাই পাঁশ,
(এরা) জীবনের দুশমন, গলার ফাঁস,
(এরা) দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা ।—
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা ॥ (ধূয়া)

(এরা) ম্যালেরিয়া আনে, আনে অভাব নরক,
(এরা) অমঙ্গলের দূত, ভীষণ মড়ক !
(এরা) একে একে গ্রাস করে নদী ও নালা
(যত) বিল ঝিল মাঠ ঘাট ডোবা ও খানা ।
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা ॥ (ধূয়া)

(এরা) বাঙ্‌লার অভিশাপ, বিষ, এরা পাপ,
(এস) সমূলে কচুরী-পানা ক'রে ফেলি সাফ্‌ !
(এরা) শ্যামল বাংলা দেশ করিল শ্মশান,
(এরা) শয়তানী দূত দুর্ভিক্ষ-আনা ।
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা ॥ (ধূয়া)

(কাল) সাপের ফণা এর পাতায় পাতায়,
(এরা) রক্তবীজের ঝাড়, মরিতে না চায়,
(ভাই) এরা না মরিলে মোরা মরিব সবাই
(এরে) নির্ম্মূল ক'রে ফেল, শুন না মানা।
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা॥ (ধুয়া)

টাকাওয়ালা

জলের সাগরে আসিনু বাহিতে তরী,
"জল দাও" ব'লে কাঁদে সর্ব্বহারার দল—
চারিদিকে জল, জলের তৃষায় মরি !
টাকা নাই নাকি শুনি টাঁকশালে এসে,
টাকার সঙ্গে মাখামাখি, বলে—"টাকা থাকে কোন্ দেশে ?"
লক্ষ্মী-বাহন প্যাঁচারা আসিয়া সারা দেশ ভরিয়াছে,
বিধাতার-দেওয়া ঐশ্বর্য্যরে রক্ষিতা করিয়াছে !
টাকার সাকার আকার এসেই হয়ে যায় যেন পাখী,
এত টাকা আসে, উড়ে যায় সব, পাখা গজাইল নাকি ?
কোথা বাসা বাঁধে এই সে টাকার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী ?
কোথা ডিম পাড়ে, ছানা হয় তার কোন্ সে ব্যাঙ্কে জমি' ?
মহাকাল-ব্যাধ দেখিতে পেয়েছে তাদের টাকার বাসা,
মৃত্যু-শায়ক লইয়া এসেছে—যত টাকা ট্যাঁকে ঠাসা !
এই চাক্‌তির খাঁক্‌তি ছিল না এ জীবনে কোনদিন,
টাকার মহিমা বুঝিনু, যেদিন আকণ্ঠ হ'ল ঋণ।
যত শোধ করি, তত সুদ বাড়ে ! ঋণ, না কচুরী-পানা ?
শিলমোহরের ভয়ে চাইনিক মোহরের মিহি-দানা !
ধন্না দিইনি টাকাওয়ালাদের পাকা ইমারতে কভু
আল্লাহ্ ছাড়া কারেও কখনো বলিনি হুজুর, প্রভু !
টাকাওয়ালাদের দেখে এই জ্ঞান হইয়াছে সঞ্চয়,
টাকাওয়ালাদের চেয়ে ঝাঁকাওয়ালা অনেক মহৎ হয় !

সোনা যারা পায়, তাহারাই হয় সোনার পাথরবাটি,
আশ্‌রফি পেয়ে আশরাফ্‌ হয় চালায়ে মদের ভাঁটি!
মানুষের রূপে এরা রাক্ষস রাবণ-বংশধর,
পৃথিবীতে আজ বড় হইয়াছে যত ভোগী বর্ব্বর!
এদের ব্যাঙ্ক "রিভার-ব্যাঙ্ক" হইবে দু'দিন পরে,
বোঝে না লোভীরা, ভীষণ মৃত্যু আসিছে এদেরি তরে!
জমানো অর্থ যত অনর্থ আনিয়াছে পৃথিবীতে,
পরমার্থের প্রভু আসিয়াছে তাহার হিসাব নিতে!
রবে না এ টাকা, বংশেও বাতি দিতে রহিবে না কেউ,
তবু কমিল না নিত্য লোভীর ভুঁড়ির ঢেঁকুর-ঢেউ!
ইহাদের লোভ নিরন্ন দেশবাসী করিবে না ক্ষমা,
বহু আক্রোশ বহু ক্রোধ বহু প্রহরণ আছে জমা।
রুটি কাগজের হয়ে যায়, তবু কাগজের টাকা লয়ে,
পাতালের জীব পৃথিবীতে আজো বেড়ায় মাতাল হয়ে।
কোন্‌ অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিনু কোথা?
অক্টোপাসের মত কেন মোরে জড়াল স্বর্ণলতা?
ভিখারী হওয়ার ভিক্ষা চাহিয়াছিনু আল্লার কাছে,
আজ দেখি মোর চারপাশে যত ভূত প্রেত যেন নাচে!
আল্লাহ্‌! মোরে এ শাস্তি হ'তে ফিরাইয়া লয়ে যাও!
টাকাওয়ালাদের কাছ থেকে ফাঁকা আকাশের তলে নাও!

কবির মুক্তি

(আধুনিকী)

মিলের খিল খুলে গেছে !
কিল্‌বিল্‌ কর্‌ছিল, কাঁচুমাচু হয়েছিল—
কেঁচোর মতন—
পেটের পাঁকে কথার কাতুকুতু !
কথা কি 'কথক' নাচ নাচবে
চৌতালে ধামারে ?
তালতলা দিয়ে যেতে হ'লে
কথাকে যেতে হয় কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে
তালের বাধাকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে !
এই যাঃ ! মিল হয়ে গেল !
ও তাল-তলার কের্‌দানী—হুত্তোর !
মুর্গী-ছানায় চিলের মতন
টেকো মাথায় ঢিলের মতন
পড়বে এইবার কথার বাণ্ডিল ।
ছন্দ এবার কন্ধকাটা পাঁঠার মতন ছট্‌ফটাবে ;
লটপটাবে লুচির লেচির আটার মতন !
অক্ষর আর যক্ষর টাকা গোনার মত
গুনতে হবে না—
অঙ্কলক্ষ্মীর ভয়ে কাব্যলক্ষ্মী থাকতেন
কুঁক্‌ড়োর মতন কুঁক্‌ড়ে !

ভাবতেন, মিলের চিল কখন দেবে ঠুকরে!
আবার মিল !—
গঙ্গার দু'ধারে অনেক মিল,
কটন মিল, জুট মিল, পেপার মিল—
মিলের অভাব কি ?
কাব্যলোকে মিল থাকবে কেন ?
ওকে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দাও !
ওখানেও যে মিল আছে !
ধুলো যদি কুলোয় যায় চুলোয় যায়,
হুলো ভুলোয় যদি ল্যাজে মাখে !
ল্যাজ কেটে বেঁড়ে করে দেবো !
এঁড়ে দাম্ড়া আছে যে !
আবার মিল আসছে !—মুস্কিল আসান।
অঙ্কলক্ষ্মীকে মানা করেছিলাম,
মিলের শাড়ি কিনতে।
অঙ্কলক্ষ্মীর জ্বালায় পঙ্কলক্ষ্মী পদ্ম
আর ফোটে না !
তা বল্‌তে গেলে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে।
এ কবিতা যদি পড়ে
গায়ে ধানি লঙ্কা ঘষে দেবে !—
আজ যে বিনা প্রয়াসেই অনুপ্রাসের
পাল পেয়েছি দেখছি !
মিল আসছে—যেন মিলানের মেলায়
মেমের ভিড় !

নাঃ !—কবিতা লিখি।
তাকে দেখেছিলাম—আমার মানসীকে
ভেটকি মাছের মত চেহারা !
আমাকে উড়ে বেহারা মনে করেছিল !
শাড়ির সঙ্গে যেন তার আড়ি।
কাঁখে হাঁড়ি—মাথায় ধামা।
জামা ব্লাউজ সেমিজ পরে না।
দরকার বা কি ?
তরকারি বেচে !
সরকারী ষাঁড়ের মতন নাহুস্-নুহুস্ !
চিচিঙ্গের মতন বেণী তুল্‌ছিল।
সে যে-দেশের, সে দেশে আঁচলের চল নাই !
চলেন গজ-গমনে।
পায়ে আলতা নাই, চালতার রং।
নাম বললে—"আজুলি"
আমি বললাম্—"ধ্যেৎ, তুমি কাজলি।"
হাতে চুড়ি নাই,
তুড়ি দেয় আর মুড়ি খায়।
গলায় হার নাই, ব্যাগ আছে।
প্যায়ে গোদ,
আমি বলি "প্যাগোডা" সুন্দরী !
গান গাই, "ওগো মরমিয়া।"
ও ভুল শোনে ! ও গায়—
"ওগো বড় মিঞা !"

থাকত হাতে "এয়ার গান !"
ও গায় গেঁয়ো সুরে, চাঁপা ফুল কেয়ার গান।—
দাঁতে মিশি, মাঝে মাঝে পিসী বল্‌তে ইচ্ছা করে।
ডাগর মেয়েরা আমাকে যে হাঙর ভাবে।
হৃদয়ে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ !
ভিক্ষা চাই না, শিক্ষা দিয়ে দেবে।
তাই ধরেছি রক্ষাকালীর চেড়িকে।
নেংটির আবার বকেয়া সেলাই !
কবিতা লেখার মসলা পেলেই হ'ল
তা না-ই হ'ল গরম মসলা।—
নাঃ, ঘুম আসছে,
রান্নাঘরের ধূম আসছে।
বৌ বলে, নাক ডাকছে
না শাঁখ ডাকছে।
আবার মিল আসছে—
ঘুম আসছে—
হুম্বা ভেড়ার হুম্ আস্‌ছে !

ছন্দিতা

১। "স্বাগতা" ১৬ মাত্রা (তা—না তা—নাবাবা—
তা—নানা—তা—তা—)

স্বাগতা কনক-চম্পক-বর্ণা ছন্দিতা চপল নৃত্যের ঝর্ণা।
মঞ্জুলা বিধুর যৌবন-কুঞ্জে যেন ও চরণ-নূপুর গুঞ্জে,
মন্দিরা মুরলি-শোভিত হাতে এস গো বিরহ-নীরস-রাতে
হে প্রিয়া কবির প্রাণ অপর্ণা॥

২। "প্রিয়া" ৭ মাত্রা (নাবা তা—না তা—)

মহুয়া বনে বন-পাপিয়া এখনো ঝুরে নিশি জাগিয়া
ফিরিয়া কবে প্রিয় আসিবে ধরিয়া বুকে কহিবে প্রিয়া॥
শুনি, নীরবে গগনে বসি' কহ যে-কথা বিরহী শশী,
তব রোদনে বঁধু এ মনে যমুনা বহে কূল প্লাবিয়া॥

৩। "মধুমতী" ৮ মাত্রা (নাবাবাবা নানা তা—দু'বার)

বনকুসুম-তনু তুমি কি মধুমতী।
ঢলঢল নয়নে রস-ঘন মিনতি।
রুমুঝুমু ঘুমুরে ঘুমুঘুমু বিবশা,
নিথর বসুমতী, নিশিমদ-অলসা, মুরছিত চরণে শত মদন রতি॥
রস-ছলছল গো তব মধু-কলসে
ঝরঝর ঝরণা অনুখণ বরষে,— অরুণিতনয়না মধুর রসবতী॥

৪। "মত্তময়ূর" ২২ মাত্রা—

মত্তময়ূরছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে।
রুম্‌ঝুম্‌ঝুম্ মঞ্জীর বাজে কঙ্কন মণিবন্ধে॥
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ ঝিম্ কেকা-বর্ণ ঘন বরষে,
তৃষ্ণা-তৃপ্ত আত্মা নাচে নন্দনলোকে হরষে,
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝরতাল বাজে শূন্যে মেঘ-মন্দ্রে॥
পল্লব-ঘন-চক্ষে ঝরে অশ্রু-রসধারা
পূব-হাওয়াতে বংশী ডাকে আয় রে পথহারা।
বন্দে দামিনী-বর্ণা রাধা বৃন্দাবন চন্দে॥

৫। "রুচিরা"—১৮ মাত্রা

ভ্রমর-নূপুর-পরিহিতা কৃষ্ণ-কুন্তলা।
বলয়-কাঁকন-ঝনকিতা ছন্দ-চঞ্চলা॥
মলয়-সমীর ঝিরিঝিরি অঙ্গে গুঞ্জরে।
কদম-কেশর ঝুরুঝুরু চম্পা মুঞ্জরে॥
চটুলনয়ন চমকিতা জ্যোৎস্না-অঞ্চলা॥
বিধুর কোকিল-কুহরিত আম্রকুঞ্জে গো,
রূপের পরাগ ঝরে তব পুঞ্জে পুঞ্জে গো।
নিখিল-ভুবন তব রাস -নৃত্য হিন্দোলা॥

৬। "দীপক-মালা" ১৬ মাত্রা (তা—নানা—তা—তা,
তা না তা নাতা)

দীপক-মালা গাঁথ গাঁথ গাঁথ সই।
মাধব আসে পারিজাত কই॥

আনত আঁখি তোলো তোলো গো,
বেদন-জ্বালা ভোলো ভোলো গো !
মান-ভুলানো এল রাত সই ॥
কাজল আঁকো নীল আঁখিতে
চেয়ো না লাজে আঁখি ঢাকিতে,
আসন প্রাণে পাত পাত সই ॥

৭। "মন্দাকিনী" ১৬ মাত্রা (নানা নানা নানা
তা না তা তা নাতা)

জল ছলছল এস মন্দাকিনী।
রস-ঢলঢল বারি-সঞ্চারিণী ॥
হৃদয়-গগন আজি তৃষ্ণা-ভরে
উতল হইল প্রেম-গঙ্গা তরে
মুদিত নয়ন খোলো বৈরাগিনী ॥
বিরস ভুবন রাখ সঞ্জীবিতা
সজল সলিল আনো, হিল্লোলিতা।
ঝর-ঝর-ঝর স্রোত-উন্মাদিনী ॥

৮। "মঞ্জুভাষিণী"—১৮ মাত্রা (নানা তা—নাতা নানানা
তানা তানাতা)

আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে,
কহে কোন্ কথা নিশীথ স্বপনে আনমনে ॥
মৃদুমর্ম্মরে পথের পল্লবের সাথে
গাহে কোন্ গীতি নিশীথে পান্‌সে জ্যোৎস্নাতে,
খোঁজে কার স্মৃতি নীরস শুভ্র চন্দনে ॥

গ্রহচন্দ্রে কয়—সে কি গো মৃত্যু-দ্বার খুলে
হয়ে সৃষ্টিপার গিয়াছে অমৃতের কূলে,
কাঁদে কোন্ শোকে পরম সুন্দরের সনে ॥

৯। "মণিমালা"—২০ মাত্রা

মঞ্জু মধু-ছন্দা নিত্যা, তব সঙ্গী
সিন্ধুর তরঙ্গ নৃত্যের কুরঙ্গী ॥
গুঞ্জা বেলা পদ্ম পুঞ্জীভূত বক্ষে
অশ্রু-লাজ কুণ্ঠা শঙ্কা-ঘন চক্ষে,
অঙ্গে শ্যামকান্তা মন্দাকিনী-ভঙ্গী ॥
অঙ্গুলিতে বন্দী অঙ্কুরিত ছন্দ,
কণ্ঠে সুর-লক্ষ্মী বৃন্দাবনানন্দ,
গঙ্গা এলে বক্ষে সন্ধ্যারাগে রঙ্গি ॥

১০। "ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত"—৪৮ মাত্রা

তারকা-নূপুরে নীল নভে ছন্দ শোন্ ছন্দিতার।
সৃষ্টিময় বৃষ্টি হয় নৃত্য সেই নন্দিতার ॥
সাগরে নদীতে ঢেউ তোলে সেই দেবীর মুক্তকেশ
সঙ্গীতের হিন্দোলে তাঁর আঁখির প্রেম আবেশ,
পবনে পবনে হিল্লোলে নীল আঁচল চঞ্চলার
ছন্দোময় আনন্দময় চরণশ্রী বন্দি তাঁর ॥

সৌরাষ্ট্র ভৈরব—তেতালা (বাদী মধ্যম)

মদালস ময়ূর-বীণা কার বাজে
অরুণ-বিভাসিত অম্বর-মাঝে ॥
কোন্ মহা-মৌনীর ধ্যান হ'ল ভঙ্গ ?
নেচে ফেরে অশান্ত মায়া-কুরঙ্গ
তপোবনে রঙ্গে অনঙ্গ বিরাজে ॥
নিদ্রিত রুদ্রের ললাট বহ্নি
পাশে তার হেসে ফেরে বনবালা-তন্বী।
বিজড়িত জটাজুটে খেলে শিশু শশী
দেয় মালা চন্দন ভীরু উর্ব্বশী
শঙ্কর সাজিল রে নটরাজ সাজে ॥

পূরববঙ্গ

পদ্মা মেঘনা বুড়িগঙ্গা বিধৌত পূর্ব্ব দিগন্তে
তরুণ অরুণ বীণা বাজে তিমির বিভাবরী অন্তে
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের সেই পুরবাণী
জাগায় সুপ্ত প্রাণ জাগায়—নব চেতনা দানি
সেই সঞ্জীবনী বাণী শক্তি তার ছড়ায়
পশ্চিমে সুদূর অনন্তে ॥
উর্ম্মিছন্দা শত-নদীস্রোত ধারায় নিত্য পবিত্র—
সিনান-শুদ্ধ-পূরববঙ্গ
ঘন-বন-কুন্তলা প্রকৃতির বক্ষে সরল সৌম্য শক্তি-প্রবুদ্ধ
পূরববঙ্গ
আজি শুভলগ্নে তারি বাণীর বলাকা
অলখ ব্যোমে মেলিল পাখা
ঝঙ্কার হানি যায় তারি পুরবাণী
জীবন্ত হউক হিম-জর্জ্জর ভারত
নবীন বসন্তে।

আরতি

শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্ম্মল
শান্ত অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি।
অশান্ত এ চিত কর হে সমাহিত
সদা আনন্দিত রাখ মতি ॥
দুঃখ শোক সহি অসীম সাহসে
অটল রহি যেন সম্মানে যশে
তোমার ধ্যানের আনন্দ-রসে
নিমগ্ন রহি হে বিশ্বপতি ॥

মন যেন না টলে খল কোলাহলে হে রাজ-রাজ,
অন্তরে তুমি নাথ সতত বিরাজ।
বহে তব ত্রিলোক-ব্যাপিয়া হে গুণী
ওঁকার সঙ্গীত সুর সুরধুনী
হে মহামৌনী, যেন সদা শুনি
সে সুরে তোমার নীরব আরতি ॥

পার্থ-সারথি

হে পার্থ-সারথি
বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য-শঙ্খ।
চিত্তের অবসাদ দূর কর, কর দূর
ভয়-ভীত জনে কর হে নিশঙ্ক॥
জড়তা ও দৈন্য হানো হানো
গীতার মন্ত্রে জীবন দানো
ভোলাও ভোলাও মৃত্যু-আতঙ্ক॥

মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে
শোনাও শোনাও, অনন্তকাল ধরি
অনন্ত জীবন-প্রবাহ বহে॥
দুরন্ত দুর্ম্মদ যৌবন-চঞ্চল
ছাড়িয়া আসুক মা'র স্নেহ-অঞ্চল
বীর সন্তান দল
করুক সুশোভিত মাতৃ-অঙ্ক॥

আত্মগত

আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা
আপনার মনে কয়ে যাব আমি আপন মনের ব্যথা।
ভোরের প্রথম ফোটা ফুলগুলি গোপনে তুলিয়া আনি
অঞ্জলি দিতে তোমার দুয়ারে দাঁড়াই যুক্তপাণি।
আমার চেয়েও সকরুণ চোখে ফুলগুলি চেয়ে থাকে
মোর সাথে ওরা তব পায়ে চাহে অর্পিতে আপনাকে,—
তব তনু হেরি ফুলগুলি যেন অধিক ফুল্ল হয়
মনে ভাবে, ঐ অঙ্গের সাথে কবে হবে পরিচয়!
তুমি দ্বিধাভরে যেন ভয়ে ভয়ে আস উহাদের কাছে
ভাব বুঝি ঐ ফুলের ঝাঁপিতে লোভের সাপিনী আছে!
মুখ ফুটে তাই বলিতে পার না "ঐ ফুলগুলি দাও"!
আমার গানের ফুলগুলি বোঝে, উহাদেরে ভয় পাও।
চেয়ে দেখি হায় বেদনায় মোর ফুল্ল ফুলের গুছি
সূর্য্যের নামে শপথ করিয়া কাঁদে—"শুচি মোরা শুচি"!
ছড়াইয়া দিই পথের ধূলাতে প্রেম-ফুল-অঞ্জলি
"দেখ সাপ নাই, নাই কাঁটা" আমি ফিরে যেতে যেতে বলি।
অবুঝ ভিখারী মন যেতে যেতে পিছু ফিরে ফিরে চায়
ছড়ানো একটি ফুল তুলে সে কি লুকালো এলো-খোঁপায়?
দূর হ'তে দেখে পাষাণ মূরতি তেমনি দাঁড়ায়ে আছে
ফুল এড়াইয়া চলে গেলে তুমি কলঙ্ক লাগে পাছে!
তোমার চলার পথে পড়ে যত এই পৃথিবীর ধূলি
তারও চেয়ে কি গো মলিনতা-মাখা আমার কুসুমগুলি?

ধূলায় তোমায় ভুলায় না পথ, পথ ভোলাবে কি ফুল ?
ভয় পাও কি গো যদি শোনো পথে গাহে বন-বুলবুল ?
তুমি শুনিলে না, তবু মোর কথা থামিতে চাহে না কেন ?
তোমার ফুলের ফাল্গুন মাসে ঝোড়ো মেঘ আমি যেন !
তব ফুল-ভরা উৎসবে কেন জল ছিটিয়ে সে যায়
তব সাথে তার কোন্ সে জীবনে কোন্ যোগ ছিল হায় !
ভয় করিও না, মেঘ আসে—মেঘ শেষ হয়ে যায় গ'লে
আমার না-বলা কথা বলা হ'লে আমিও যাইব চলে।
আমি জানি এই ফাগুন ফুরাবে, খর-বৈশাখ এসে
কি যেন দারুন আগুন জ্বালাবে তোমাদের এই দেশে।
ভালো লাগিবে না কিছু সেই দিন উৎসব হাসি গান
ফাগুনে যে মেঘ এসেছিল, তার তরে কাঁদিবে গো প্রাণ।
ডাকিবে, "এস হে ঘনশ্যাম বারিবাহ
জ্বলে গেল বুক জুড়াও জুড়াও দাহ।"
অভিমানী মেঘ সেদিন যদি গো নাহি আসে আর ফিরে
যে সাগর থেকে মেঘ এসেছিল—যেও সে সাগর-তীরে।
তোমারে হেরিলে হয়ত আমার অভিমান যাব ভুলে
তব কুন্তল-সুরভিতে সাড়া পড়িবে সাগর-কূলে।
আমি উত্তাল তরঙ্গ হয়ে আছাড়ি পড়িব পায়ে
জলকণা হয়ে ছিটায়ে পড়িব তব অঞ্চলে, গায়ে।
এই ভিখারীর কথা শুনি আজ হাসিবে হয়ত প্রিয়া
তবু বলি, তুমি কাঁদিয়া উঠিবে সাগর দেখিতে গিয়া।
মনে পড়ে যাবে তোমার আকাশে মেঘ হয়ে কোনো দিন
কেঁদেছিল এই সাগর তোমারে ঘিরিয়া বিরামহীন।

তোমারে না পেয়ে শত পথ ঘুরে কেঁদে শত নদীনীরে
সাগরের জল সাগরে এসেছে ফিরে—।
তোমারে সিনান্ করায়েছিল সে অমৃতধারার কূলে
ছেয়ে দিয়েছিল তোমার ভুবন বিহ্বল ফুলে ফুলে!
তব ফুলময় তনু লয়ে ওঠে বৃন্দাবনে যে গীতি
তোমারে যে আজ নিবেদন করে ত্রিলোক শ্রদ্ধা প্রীতি।
মেঘ-ঘনশ্যাম কোনো বিরহীর স্মৃতি আছে তার সাথে
মেঘ হয়ে কেঁদে এসেছিল, গেছে আঁধারে মিশায়ে রাতে।
সাগরে যেদিন ঝাঁপায়ে পড়িবে! তোমার পরশ পেয়ে
প্রলয় সলিলে রূপ ধ'রে আমি উঠিব গোপনে গেয়ে!
আমার হৃদয় ছোঁয় যদি প্রিয়া তোমার তনুর মায়া
পরম শূন্যে ভাসিয়া উঠিবে আবার আমার কায়া।
আজ চলে যাই—এই পৃথিবীরে আর লাগেনাক ভালো।
হেথা মানুষের নিঃশ্বাসে নিবে যায় যে প্রেমের আলো!
সেদিন যেন গো দ্বিধা নাহি আসে
কোনো লোক যেন নাহি থাকে পাশে,
যে নামে আমারে ডাকিলে না আজ সেদিন ডেকো সে নামে
কি ব'লে ডাকিলে বেঁচে উঠি আমি শুধাইও রাধা শ্যামে।
যে নিরাধার শ্যাম শ্রীরাধার প্রেমে
রূপ ধরে আসে পৃথিবীর বুকে নেমে,
যদি কোনো দিন দেখা পাও তার—মোর স্মৃতি থাকে মনে
রোদনের বান আনে যদি তব প্রেমের বৃন্দাবনে,
"কোথায় হারায়ে গেছি আমি" শুধায়ো নিরালা ডাকি
খুঁজিয়া আনিবে হয়ত আমারে তাহার পরম আঁখি॥

কাবেরী-তীরে

কর্ণাটের গঙ্গা-পূত কাবেরীর নীরে
প্রভাতে সিনানে আসে শ্যামা বেণী-বর্ণা
কর্ণাটকুমারী এক, নাম মেঘমালা।
সিনানের আগে নিতি কাহার উদ্দেশে
চামেলি চম্পক ফুল তরঙ্গে ভাসায়।

ভিন্‌দেশী বুঝি এক বণিক কুমার
হেরিয়া সে এণাক্ষীরে তরণী ভিড়ায়ে
রহে সেই ঘাটে বসি যেতে নাহি চায়।
স্নান-স্নিগ্ধা শ্যামলীর স্নিগ্ধতর রূপে
ডুবে যায় আঁখি তার, কণ্ঠে ফোটে গান—

(কর্ণাটী সামন্ত—তেতালা)

কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা।
আনমনে ভাসাও চম্পা শেফালিকা॥
প্রভাত সিনানে আসি আলসে
কঙ্কন তাল হানো কলসে,
খেলে সমীরণ ল'য়ে কবরীর মালিকা॥

দিগন্তে অনুরাগে নবারুণ জাগে
তব জল ঢলঢল করুণা মাগে।
ঝিলম্ রেবা নদী তীরে
মেঘদূত বুঝি খুঁজে ফিরে
তোমারেই তন্বী শ্যামা কর্ণাটিকা॥

দ্বিধা-হীনা মেঘমালা জানিত না লাজ
কুণ্ঠাহীন মুখে তার ছিল না গুণ্ঠন!
গান শুনি কুমারের কাছে আসি কহে—
কারে খোঁজে মেঘদূত? হে বিদেশী কহ!
কহিতে কহিতে চাহি কুমারের চোখে
কী যেন হেরিয়া মুখে বেধে যায় কথা।
সেদিন প্রথম যেন আপনারে হেরি,
আপনি সে উঠিল চমকি! দেহে তার
লজ্জা আসি টেনে দিল অরুণ আঙিয়া!
ভরা ঘট ল'য়ে ঘরে ফিরে! নিশি রাতে
সুরের সূতায় গাঁথে কথার মুকুল।—

(নাগ স্বরাবলী—তেতালা)

এস চিরজনমের সাথী।
তোমারে খুঁজেছি দূর আকাশে জ্বালায়ে চাঁদের বাতি॥
খুঁজেছি প্রভাতে, গোধূলি লগনে, মেঘ হয়ে আমি খুঁজেছি গগনে,
ঢেকেছে ধরণী আমার কাঁদনে অসীম তিমির রাতি॥

ফুল হয়ে আছে লতায় জড়ায়ে মোর অশ্রুর স্মৃতি
বেণুবনে বাজে বাদল নিশীথে আমারি করুণা-গীতি।
শত জনমের মুকুল ঝরায়ে ধরা দিতে এলে আজি মধুবায়ে
ব'সে আছি আশা বকুলের ছায়ে বরণের মালা গাঁথি॥

গান গাহি চমকিয়া ওঠে মেঘমালা।
আপনারে ধিক্কারে সে মরিয়া মরমে—
যদি কেহ শুনে থাকে তাহার এ গান,
কি ভাবিবে যদি শোনে বিদেশী বণিক!
সেদিন কাবেরী তীরে এল মেঘমালা
বেলা করি। গাঁয়ের বধূরা একে একে
সিনান সারিয়া ফিরে গেছে গৃহ-কাজে।
বণিককুমার খোঁজে কি যেন মাণিক!
নীল শাড়ী পরি' তন্বী মেঘমালা আসে
শ্লথগতি মদালসা, বিলম্বিতা বেণী।
বণিককুমার চাহি, ওপারের পানে,
গাহে গান,—না দেখার ভান করি যেন।—

(নীলাম্বরী—তেতালা)

নীলাম্বরী শাড়ী পরি' নীল যমুনায় কে যায়, কে যায়, কে যায়।
যেন জলে চলে থল কমলিনী ভ্রমর নূপুর হ'য়ে বোলে পায় পায়॥
কলসে কঙ্কনে রিনিঠিনি ঝনকে চমকায় উন্মন চম্পা-বনকে,
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝলকে পলকে খঞ্জন হরিণী লুকায়॥

অঙ্গের ছন্দে পলাশ মাধবী, অশোক ফোটে
নূপুর শুনি বন-তুলসীর মঞ্জরী উলসিয়া ওঠে !
মেঘ-বিজড়িত রাঙা গোধূলী নামিয়া এল বুঝি পথ ভুলি।
তাহারি অঙ্গ-তরঙ্গ-বিভঙ্গে কূলে কূলে নদী-জল উথলায় ॥

মেঘমালা কুমারের আঁখি ফিরাইতে
কত রূপে শব্দ করে কলসে কঙ্কনে।
সাঁতারিয়া কাবেরীর শান্ত বক্ষ মাঝে
অশান্ত তরঙ্গ তোলে। বণিক কুমার
হাসি' তীরে আসি' কহে, "অঞ্চলের ফুল
অকারণে নদী জলে ভাসাও বালিকা।
ও ফুল আমারে দাও ! দেবতা তোমার
প্রসন্ন হবেন, পাবে মনোমত বর।"
মেঘমালা আঁচলের ফুলগুলি ল'য়ে
নদীজলে ভাসাইয়া—ঘটে জল ভরি'
চলে এল ঘরপানে, চাহিল না ফিরে—
দেখিল না কার' ছুটি আঁখি আঁখি-নীরে
ভ'রে গেছে কূলে কূলে। ঘরে ফিরে আসি'
মেঘমালা আপনার মনে মনে কাঁদে—

(নারায়ণী-আদ্ধা—কাওয়ালী)

রহি' রহি' কেন সেই মুখ পড়ে মনে।
ফিরায়ে দিয়াছি যারে অনাদরে অকারণে ॥

উদাস চৈতালী দুপুরে মন উড়ে যেতে চায় সুদূরে
যে বন-পথে সে ভিখারী বেশে করুণা জাগায়েছিল সকরুণ নয়নে ॥
তার বুকে ছিল তৃষ্ণা মোর ঘটে ছিল বারি।
পিয়াসী ফটিকজল জল পাইল না গো চলিয়া পড়িল হায় জলদ নেহারি ॥
তার অঞ্জলির ফুল পথ-ধূলিতে ছড়ায়েছি সেই ব্যথা নারি ভুলিতে।
অন্তরালে যারে রাখিনু চিরদিন অন্তর জুড়িয়া কেন কাঁদে সে গোপনে ॥

জলে আর যায় নাকো কর্ণাট কুমারী।
চ'লে গেল তরী বাহি' বিদেশী কুমার
তরণী ভরিয়া তার নয়নের নীরে!
সেদিন নিশীথে ঝড় বাদলের খেলা
মেঘমালা চেয়ে আছে বাতায়ন খুলি'
কাবেরী নদীর পানে! ঘন অন্ধকারে
বিজলী-প্রদীপ-জ্বালি, কোন্ বিরহিণী
খুঁজে যেন তারি মত দয়িতে তাহার।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কবে পড়ে যে ঘুমায়ে
ঘুমায়ে স্বপন দেখে গাহিছে বিদেশী—

(মিশ্র নারায়ণী—তেতালা)

নিশি রাতে রিম্-ঝিম্-ঝিম্ বাদল নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর।

দেয়া গরজে বিজলি চমকে জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে
আধ ঘুম-ঘোরে চিনিতে নারি ওরে
কে এল, কে এল বলে ডাকিছে ময়ূর ॥
দ্বার খুলি' পড়শী কৃষ্ণা মেয়ে আছে চেয়ে মেঘের পানে আছে চেয়ে।
কারে দেখি আমি কারে দেখি, মেঘলা আকাশ, না ওই মেঘলা-মেয়ে।
ধায় নদী-জল মহাসাগর পানে বাহিরে ঝড় কেন আমায় টানে
জমাট হ'য়ে আছে বুকের কাছে নিশির আকাশ যেন মেঘ-ভারাতুর ॥

মেঘমালা চমকিয়া জাগি' ছুটে যায়
পাগলিনীপ্রায় নদীতীরে। ডাকি' ফেরে
ঝড় বাদলের সাথে কণ্ঠ মিশাইয়া—
"কুমার! কুমার! কোথা প্রিয়তম মোর!
লয়ে যাও মোরে তব সোনার তরীতে!"
হারাইয়া গেল তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর
অনন্ত যুগের বিরহিণীর কাঁদন
যে পথে হারায়ে যায়। আজো মোরা শুনি
কাবেরীর জল-ছলছল অশ্রু মাখা
কর্ণাটিকা রাগিণীতে তাহারি বেদনা ॥

(মনোরঞ্জনী—তেতালা-ঢিমা)

ওগো বৈশাখী ঝড়! ল'য়ে যাও অবেলায়
ঝরা এ মুকুল।
লয়ে যাও আমার জীবন,—এই পায়ে দলা ফুল ॥

ওগো নদীজল ! লহো আমারে
বিরহের সেই মহা পাথারে
চাঁদের পানে চাহি' যে পারাবার,
অনন্তকাল কাঁদে বেদনা-ব্যাকুল ॥
ওরে মেঘ ! মোরে সেই দেশে রেখে আয়
যে দেশে যায় না শ্যাম মথুরায়,
ভরে না বিষাদ বিষে এ-জীবন,
যে দেশের ক্ষণিকের ভুল ॥

অমৃতের সন্তান

নীহারিকা-লোকে অনিমিখে চেয়ে আছেন বৈজ্ঞানিক,
কত শত নব সূর্য্য জনমি রাঙায় অজানা দিক !
আমি চেয়ে আছি তোদের পানে যে, ওরে ও শিশুর দল,
নূতন সূর্য্য আসিছে কোথায় বিদারিয়া নভোতল !
দিব্য জ্যোতির্দীপ্ত কত সে রবি শশী গ্রহ তারা
তোদের মাঝারে লভিয়া জনম ঘুরিতেছে পথ-হারা,
আত্মা আমার জেগে আছে যেন মেলি অনন্ত আঁখি,
মাহেন্দ্রক্ষণ উদয় উষার—আরো কতদিন বাকী ?
জাগো অমৃতের সন্তান, জাগো বেদ-ভাষিণীর দল !
বিশ্বে ভোগের মন্থনে আজ উঠিয়াছে হলাহল।
অসুর-শক্তি শ্রান্ত হইয়া আজিকে আপন বিষে
উর্দ্ধে চাহিছে দেবতার পানে, জ্বালা জুড়াইবে কিসে।
আমি দেখিয়াছি তোমাদের শুচি ক্ষুদ্র তনুর মাঝে
সেই উর্দ্ধের দিব্য শক্তি শান্তি অমৃত রাজে।
খোলো গুণ্ঠন, ভোলো বন্ধন, ভাঙো ভবনের কারা
বাহির ভুবনে আসিয়া দাঁড়াও, বাধাহীন ভয়-হারা।
শোন অমৃতের পুত্র ! দুয়ারে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে
জরাগ্রস্ত ভিখারী যযাতি নব যৌবন যাচে !
কুমারী উমার রূপে কতকাল অচল পিতার গেহে
হে মহাশক্তিরূপিনী শিবানী, বদ্ধ রহিবে স্নেহে ?

হে মহাশক্তি, তোমারে হারায়ে পুরুষোত্তম শিব
পথের ভিখারী, মৃতের শ্মশানে হয়েছে ঘৃণ্য জীব !
কে বলে তোমরা বালক বালিকা ? তোমরা উর্দ্ধ হ'তে
নামিয়া এসেছ শুদ্ধ শক্তি দিব্য জ্যোতি স্রোতে।
হৃদয়-কমণ্ডলু হ'তে তব অমৃতধারা ছিটাও,
ঈর্ষা-ক্লান্ত জর্জরিত এ বিশ্বে শান্তি দাও।
বাঁচাতে এসেছো, বাঁচিতে আসনি হেথা শুধু পশু সম,
তপস্যা ত্যাগে পুরুষ হেথায় হয় পুরুষোত্তম ;
সংসারী হয়ে নারী এই দেশে হয় ঋষি বেদবতী,
আনো সেই আশা, শক্তি, ধরায় স্বর্গের সেই জোতি।
দূর কর এই ভেদজ্ঞান, এই হানাহানি, মলিনতা,
আনো ধূর্জটী-জটা হ'তে তব জাহ্নবীর পবিত্রতা।...
প্রণাম পুষ্পাঞ্জলী লয়ে আছি পূজারী বসিয়া একা,
তোমাদের সেই দিব্য স্বরূপে কবে পাব হায় দেখা !

—